আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

বিশ্বে করোনায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ১০ দেশ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : সারাবিশ্বে এখন পর্যন্ত করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছে সাত কোটি ৬৬ লাখ ১৯ হাজার চারশ ৮৫ জন এবং মারা গেছে ১৬ লাখ ৯১ হাজার সাতশ ৭২ জন। **(বাকি অংশ ৯ পাতায়)**

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৫ || সংখ্যা ১৩ || সোমবার || পৌষ ৬ || ১৪২৭ || জমাদিউল আঃ ৬ || ১৪৪২ || Vol. 25 || Issue 13 || 21 December || 2020 || USA. **FREE** in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

নিউইয়র্কে ৩ ঘন্টার ব্যবধানে করোনায় পিতা-পুত্রের মৃত্যু





পিতা খায়রুজ্জামান (বাঁয়ে) এবং পুত্র আবুল বাসার পান্না (ডানে)

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সহ সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে মহামারী করোনাভাইরাস পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। সংশ্লিস্টদের মতে করোনার প্রথম ঢেউয়ের চেয়ে ভয়াবহ আকার ধারণ করছে দ্বিতীয় ঢেউ। দৃশ্যত: ঘরে ঘরে করোনা সংক্রমণের হার বাড়ছে। সূত্র মতে যুক্তরাষ্ট্রে গড়ে প্রতি ৩৩ সেকেন্ডে একজন করে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে। নিউইয়র্কে মাত্র ৩ ঘন্টার ব্যাবধানে নিউইয়র্কে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে পিতা-পুত্রের মৃত্যু হয়েছে। চট্টগ্রামের হালিশহর এ ব্লক ৮ নং লেনের স্থায়ী বাসিন্দা এবং সন্দ্বীপের বাউরিয়া কাছিম মাঝির বাড়ি নিবাসী, কমিউনিটির পরিচিত মুখ ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ খাইরুজ্জামান (৬৭) এবং তার একমাত্র ছেলে আবুল বাশার পান্না সিপিএ (৪৫) শনিবার (১৯ ডিসেম্বর) সকালে নিউইয়র্ক এ ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাহি রাজিউন)। তারা নিউইয়র্কের ব্রুকলীনে বসবাস করতেন। মৃত্যুকালে মোহাম্মদ খাইরুজ্জামান স্ত্রী সহ দুই কন্যা (বাংলাদেশে বসবাসরত) এবং আবুল বাসার স্ত্রী ও তিন কন্যা রেখে যান। বাবা-ছেলের আকস্মিক মৃত্যুর খবরে **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**



খালেদার অসহায়ত্ব ছিল অবমাননাকর

ঢাকা : কয়েক দিন আগেও যে নারী বাংলাদেশে রাষ্ট্রক্ষমতার শীর্ষে ছিলেন, তাঁকেও যে সন্তানের মুক্তির জন্য একজন **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

ব্রিটেন ও দক্ষিণ আফ্রিকায় নতুন করোনাভাইরাসের সন্ধান

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট।-ব্রিটেন ও দক্ষিণ আফ্রিকায় নতুন ধরনের করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। এ খবর প্রকাশের পর যুক্তরাজ্যের সঙ্গে বিমান যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছে নেদারল্যান্ডস। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) জানিয়েছে, যুক্তরাজ্য ও দক্ষিণ **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

৯০০ বিলিয়ন ডলারের দ্বিতীয় স্টিমুলাস

হেলাল উদ্দীন রানা: যুক্তরাষ্ট্রের আইন প্রণেতারা অবশেষে ৯০ হাজার কোটি ডলারের দ্বিতীয় অতিমারি প্রণোদনা প্যাকেজ পাশ করতে চলেছেন। দীর্ঘ দর কষাকষির পর ডেমোক্রাট ও রিপাবলিকান উভয় কক্ষের আইন সভার সদস্যরা এই প্যাকেজ পাশের ব্যাপারে ঐক্যমতে উপনীত হয়েছেন। রোববার রাতের মধ্যে এটি পাশ হয়ে আইনে পরিণত হতে পারে। এই প্রণোদনার আওতায় যেসব আমেরিকানদের বার্ষিক আয় ৭৫ হাজার ডলার **(বাকি অংশ ২৩ পাতায়)**

করোনার টিকা মানুষকে কুমিরে পরিণত করতে পারে: ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : ফাইজার এবং বায়োএনটেকের উদ্ভাবিত করোনার টিকা মানুষকে কুমিরে পরিণত করতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জাইর বলসোনারো। তিনি করেছেন, করোনার টিকা নিয়ে আপনি যদি কুমিরে পরিণত হন, সেটা আপনার সমস্যা। যদি অতিমানবে (সুপারহিউম্যান) **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

যুক্তরাষ্ট্রে মডার্না সুইজারল্যান্ডে ফাইজার টিকা অনুমোদন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : মার্কিন জৈব প্রযুক্তি কম্পানি মডার্নার করোনার টিকা যুক্তরাষ্ট্রে জরুরি ব্যবহারের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। গত শুক্রবার দেশটির খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন (এফডিএ) **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

জানুয়ারীতেই শেষ চেষ্টা ট্রাম্পের



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : সুইং স্টেটগুলোতে বিরোধী জো বাইডেনের কাছে স্পষ্ট ব্যবধানে হেরেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম-কারচুপি হয়েছে দাবি করে করা তার মামলাগুলোও প্রায় সব নাকচ হয়ে গেছে। এমনকি সম্প্রতি তার দাবি অমূলক অভিহিত করে উড়িয়ে দিয়েছেন মার্কিন সুপ্রিমকোর্টও। সর্বশেষ সোমবার বাইডেনের পক্ষেই পড়েছে **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

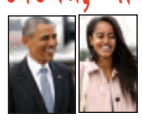
আমি বোরখা পরতেও বলিনি কাজ ছাড়তেও বলিনি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : সানা খান। বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী মডেল তিনি। সম্প্রতি তিনি বিয়ে করেছেন মুফতি আনস সায়েদকে। বিয়ের পর এই অভিনেত্রী অভিনয় ছেড়েছেন। নিজে বোরখা **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

সাইবার হামলায় চীনকে দায়ী করলেন ট্রাম্প

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলোতে **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

বড় মেয়ের প্রেমিক কোন দেশের, জানালেন ওবামা



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : তার বড় মেয়ে মালিয়া **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

মেক্সিকোর সাবেক গভর্নরকে গুলি করে হত্যা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : মেক্সিকোর জালিসকো রাজ্যের সাবেক গভর্নর রিসতোতেলেস সান্দোভালকে দেশটির একটি রেস্তোরাঁয় গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। দেশটির মাদক পাচারকারীদের **(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)**

হাফিজ-শওকতকে শোকজ নেপথ্যের কারণ 'রহস্যময়'

ঢাকা : দলের দুই ভাইস-চেয়ারম্যান মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ ও শওকত মাহমুদকে বিএনপির কারণ দর্শানোর **(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)**

www.banglapatrikausa.com

APOLLO BROKERAGE INC.
TLC INSURANCE
ব্ল্যাক কার সার্ভিস, গ্রীন ট্যাক্সি ও প্রাইভেট কার, বাড়ি ও বিজিনেস অতি বিশ্বস্ততার সাথে ও সহজ কিস্তিতে ইন্স্যুরেন্স করা হয়।
মানি ট্রান্সফার, ওয়েস্টার্ন ইউইনিয়ন, ডিডিসি, মানি অর্ডার, নোটারী পাবলিক
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CENTURY 21 AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
Ferdous Khan
Real Estate Licensed Sales Assoricate
76-26 Broadway, Elmhurst, NY 11373

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

CORE CREDIT REPAIR
www.cmscreditsolutions.com
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন ?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না ? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন।
Late Payments, Tax Liens, Charge Offs, Garnishment, Inquiries, Collections
Call us: 646-775-7008
Mohammed A Kashem
Credit Consultant
37-53, 72nd Street, Suite # 1
Jackson Heights, NY 11372
Email: info@cmscreditsolutions.com

আপনি কি সপ্তাহে ২,০০০ ডলার আয় করতে চান?
লারনার পারমিট, রোড টেস্ট এবং টিএলসি পরীক্ষা দিয়ে বার বার ব্যর্থ হয়েছেন?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন
6 WEEKS DDS, 5 WEEKS CLASS
R & R Driving School
471 McDonald Avenue (Basment), Brooklyn, 347-836-1279
(মহিলাদের জন্য মহিলা প্রশিক্ষক দ্বারা ড্রাইভিং শিখানোর ব্যবস্থা আছে)

SUNNATI HAJJ & UMRAH GROUP
Haji trusted since 2000
All Air Tickets Visa Services
Peace Tour
Tel: 718-739-3189
Cell: 347-527-6276, 347-750-3909
87-26, 175 Street, Apt. #1A, Jamaica, NY 11432
Email: sunnatihajj@gmail.com
Web: www.hajjmakkah.com

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
Digital One Travel
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Email: digitalonetravel@gmail.com (কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজা)
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828
আমেরিকার যে কোন স্টেট থেকে বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য ইন্টারনেটের চাইতে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
সুপার সেল $৬৪৯+
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
(বিস্তারিত দেখুন ৯ পাতায়)
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

BANGLA HOME CARE
BANGLA CDPAP SERVICES

LOVE WITH CARE IS HUMANITY"

বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে



Corporate Office
72-26 BROADWAY (2ND FL.)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

WE ARE HIRING HHA
HHA CERTIFICATE CLASS AVAILABLE

HHA সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে আপনি ঘরে-বাইরে
যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য-সেবা দিতে পারেন।

- Highest Rate • Home Care Services
- CDPAP Services • MLTC Related Supports
- Medicaid Apply, Renewal & Code Removal



BROOKLYN OFFICE : 518 McDONALD AVENUE, BROOKLYN, NY 11218

FOR MORE INFO

718-708-9751 | 646-769-0966 | 718-415-3924 | 718-629-7169
718-414-7210 | 718-500-2388

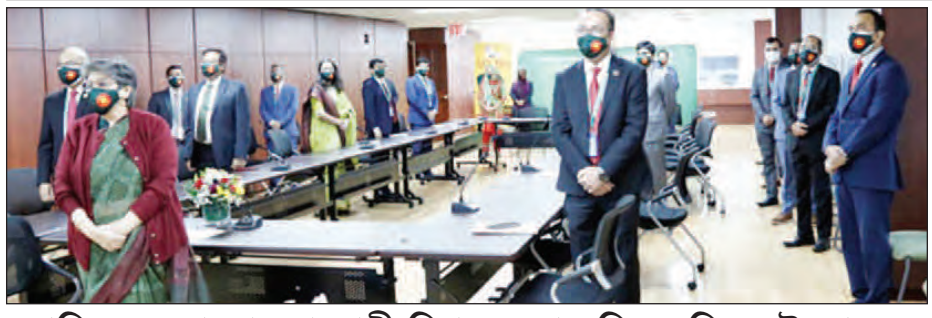
E-MAIL: BANGLACDPAP.CLIENTS@GMAIL.COM

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
৩-এর পৃষ্ঠা

ইউএস প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশন অ্যাওয়ার্ড পেলেন পাঁচ সাংবাদিক

নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত পাঁচজন সাংবাদিককে তাদের কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ইউএস প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশন-২০২০ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে। পুরস্কার পাওয়া সাংবাদিকরা হলেন- সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, প্রথম আলো'র (বাকি অংশ ৮ পাতায়)





জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে মহান বিজয় দিবস উদযাপন

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের অদম্য অগ্রযাত্রাকে আরও বেগবান করার প্রত্যয় রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা'র

নিউইয়র্ক: যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন নিউইয়র্ক-এ বাংলাদেশের গৌরবময় ৫০তম বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় সকাল ৮:৪৫ মিনিটে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে। এরপর শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন এবং শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। অতপর: দিবসটি উপলক্ষে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ ও ভিডিও বার্তা প্রদর্শন এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করে শোনানো হয়।

বুধবার (১৬ ডিসেম্বর) মিশনে আয়োজিত আলোচনা পর্বের শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য দেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। বক্তব্যের শুরুতেই তিনি স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতাসহ ১৫ আগস্টের শাহাদৎবরণকারী জাতির পিতার পরিবারের সকল সদস্য, জাতীয় চার নেতা এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহীদ ও দুইলাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোনসহ সকল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ একটি দায়িত্বশীল ও প্রগতিশীল রাষ্ট্র এবং উন্নয়নের রোলমডেল হিসেবে স্বীকৃত। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, জনগণের জীবন মান বৃদ্ধি, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইস্যুতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় ও গঠনমূলক নেতৃত্বের কারণে জাতিসংঘেও আমাদের অবস্থান অত্যন্ত সম্মানের"।

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের শর্তসমূহ পূরণ করেছে মর্মে উল্লেখ করেন রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। তিনি বলেন, "রোহিঙ্গা ইস্যুতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মানবিকতা ও পদক্ষেপ সারা বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে। রোহিঙ্গা ইস্যুতে আমরা জাতিসংঘে যথাসম্ভব ভূমিকা রেখে চলেছি। ২০৩০ টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা, জলবায়ু পরিবর্তন, অভিবাসন, বিশ্বশান্তি রক্ষা, দারিদ্র্য দূরীকরণ বিষয়ক আলোচনা ও নারীর ক্ষমতায়নসহ অন্যান্য অনেক বিষয়ে বাংলাদেশ জাতিসংঘে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ সৈন্য ও পুলিশ প্রদানকারী দেশ হিসেবে জাতিসংঘে এক গর্বিত নাম"।

জাতিসংঘে বাংলাদেশের নেতৃত্বশীল ভূমিকার কথা তুলে ধরে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি বলেন, "আমরা ইউনিসেফ এর গভর্ণিং বডির প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। বাংলাদেশ ইউএনডিপি, ইউএনএফপিএ এবং ইউএনওপিএস এর নির্বাহি বোর্ডের সহ-সভাপতি। এছাড়াও ইকোসক ও মানবাধিকার কমিশনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জাতিসংঘ ফোরামে বাংলাদেশ নির্বাচিত সদস্য হিসেবে ভূমিকা রেখে চলেছে"।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ সংশ্লিষ্ট অসংখ্য আন্তর্জাতিক অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হয়েছেন মর্মেও উল্লেখ করেন তিনি। তিনি বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে জাতিসংঘের সঙ্গে যৌথভাবে আমরা বঙ্গবন্ধু ও শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের স্মরণে স্মারক ডাকটিকেট প্রকাশ করেছি। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের বার্ষিকীতে প্যারিসভিত্তিক জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা ইউনেস্কো যৌথভাবে জন্মশতবার্ষিকী পালনসহ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রবর্তনের ঘোষণা দিয়েছে যার সবকিছুই আন্তর্জাতিক প্লাটফর্মে বাংলাদেশের মর্যাদার স্বীকৃতি'।

রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বলেন, বাংলাদেশের এই সম্মান ও সাফল্যের ধারাবাহিকতা আমাদের ধরে রাখতে হবে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের অদম্য অগ্রযাত্রাকে আরও বেগবান করতে হবে। প্রবাসী বাংলাদেশী সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবাসী বাংলাদেশীদের কর্মকান্ড বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের সুনাম বৃদ্ধি করছে। রেমিট্যান্স প্রেরণ ছাড়াও প্রবাসীদের অর্জিত অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও দক্ষতা দিয়ে সরাসরি দেশের উন্নয়ন তথা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্পসমূহের বাস্তবায়ন এগিয়ে নিতে আরও অবদান রাখার আহ্বান জানান রাষ্ট্রদূত ফাতিমা।

মিশনের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ অনুষ্ঠানটিতে অংশ গ্রহণ করেন। প্রদত্ত বক্তব্যে আলোচকগণ জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ও দিক-নির্দেশনায় স্ব স্ব অবস্থান থেকে সর্বোচ্চ ভূমিকা রাখার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

কোভিড-১৯ অতিমারিজনিত কারণে স্থানীয় নীতি ও নির্দেশনা অনুযায়ী সামাজিক দূরত্ব মেনে অনুষ্ঠানটি সংক্ষিপ্ত আকারে আয়োজন করা হয়। করোনা অতিমারির এই সঙ্কটময় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আগামী বছর জাতিসংঘ বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে উৎসবমূখর পরিবেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর বাকী অনুষ্ঠানাদি এবং বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করা হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

যুক্তরাষ্ট্র আ. লীগের বিজয় দিবস পালন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস পালন উপলক্ষ্যে জুম ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভার্চুয়াল দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ এইচ এন আশিকুর রহমান এমপি এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি রেহানা আশিকুর রহমান। সভায় সভাপতিত্ব করেন দলের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান এবং সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ।



আলোচনা সভার শুরুতে সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান বলেন, আমরা যেন একাত্তুরের ত্যাগের ইতিহাস ভুলে না যাই। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে জঙ্গিবাদ ও অরাজকতা সৃষ্টিকারীদের দেশ থেকে চিরতরে নির্মূল করতে হবে। এই হোক বিজয় দিবসের শপথ। অনুষ্ঠানে দোয়া পরিচালনা করেন বাইতুল ইসলাম জামে মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারের ইমাম ও খতিব মাওলানা রহমত উল্লাহ।

সভায় এইচ এন আশিকুর রহমান এমপি তার বক্তব্যে মহান বিজয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের প্রশংসা করেন।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের অন্যতম উপদেষ্টা ড. মাসুদুল হাসান, সাবেক সহ সভাপতি ফরাসত আলী, সহ-সভাপতি ডা. মোহাম্মদ আলী মানিক, মুক্তিযোদ্ধা মুকিত চৌধুরী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নিজাম চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল হাসিব মামুন, প্রচার সম্পাদক দুলাল মিয়া এনাম, কৃষিবিষয়ক সম্পাদক আশরাফুজজামান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী শহিদ হাসান, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম, প্রবাসী কল্যাণ সম্পাদক মোঃ সোলায়মান আলী, ইমিগ্রেশন বিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রহমান মামুন, কার্যকরী সদস্য সাহানারা রহমান, শরাফ সরকার, সামছুল আবদীন, (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)

যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টি'র মহান বিজয় দিবস ও শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবস পালিত

নিউইয়র্ক: জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখা বাংলাদেশের ৪৯তম মহান বিজয় দিবস ও শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবস পালন করেছে। এ উপলক্ষ্যে গত ১৬ ডিসেম্বর বুধবার সন্ধ্যা ৫ ঘটিকায় জ্যাকসন হাইটস্থ পালকি পার্টি সেন্টারে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাষ্ট্র জাপা'র সিনিয়র সহ সভাপতি জসিম উদ্দিন চৌধুরী। জাপা'র সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব চৌধুরী চান্দুর পরিচালনায় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা লিয়াকত আলী, বিশেষ অতিথি ছিলেন জাপার সিনিয়র উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ শওকত আলী, উপদেষ্টা গিয়াস মজুমদার, উপদেষ্টা মাহাবুব রহমান চৌধুরী, জাপা'র সহ সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সদস্য এডভোকেট হারিস উদ্দিন আহমেদ, জাপার সহ সভাপতি ডা. সেলিম উদ্দিন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আসেফ বারী টুটুল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় সদস্য মোঃ লুৎফুর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ আবদুল করিম, যুব বিষয়ক সম্পাদক শফি আলম, জাপার মহিলা সম্পাদিকা জেসমিন আকতার চৌধুরী, জাপার সাংগঠনিক ওসমান চৌধুরী, নিউইয়র্ক সিটি সভাপতি শুভংকর গাঙ্গুলী, নি-উইয়ক স্টেট জাপা'র সভাপতি এডভোকেট মোঃ হানিফ, জাতীয় যুব সংহতির আবদুল মোতালেব এবং জাতীয় শ্রমিক পার্টির আবিদুর রহমান।



সভার শুরুতে ১৯৭১ সালে যারা জীবন দান করেন তাহাদের প্রতি সম্মান জানানো জানিয়ে দাঁড়িয়ে ১ মিনিট নিরাবতা পালন এবং বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়।

সভায় বক্তারা বলেন, যাদের মহান আত্মত্যাগে আমাদের এই স্বাধীনতা সেই সব বীর শহীদের প্রতি উপস্থিত সকলের পক্ষে আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা। যেসব মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য যারা আমাদের মাঝে আহেন আলোর দিশারী হয়ে, সেই সাথে ৫০ বছরেও পূরণ না হওয়া বাংলাদেশের আপামর স্বাধীনতা, জান মালের নিরাপত্তা ও মানবিক মর্যাদা পাওয়ার স্বপ্ন আল্লাহ আগামীতে পূরণ করবেন, পাবো সেই স্বপ্ন পূরণের নেতৃত্ব এই প্রত্যাশা। বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের গণ মানুষের মুক্তি আর মাথা উচু করে বাচার স্বপ্ন পূরণের যে পথ দেখাতে গিয়ে শহীদ বুদ্ধিজীবি আর বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাণ দিতে হয়েছিল সেই স্বপ্ন আজও পূরণ হয়নি। জাতীয় পার্টি পারে সেই স্বপ্ন পূরণ করতে, তাই বাংলার মানুষ আজো জাতীয় পার্টিও প্রতিষ্ঠাতা, মরহুম রাষ্ট্রপতি এরশাদকে বেশী বেশী স্বরণ করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

বিপর্যয়ে বাংলাদেশের জনশক্তি রফতানি
দরকার সফল কূটনীতি

প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত। ব্যক্তিগত সৌভাগ্যের পাশাপাশি স্বদেশের উন্নয়নে দেশে দেশে কাজ করছেন কোটি বাংলাদেশী। জনশক্তি রফতানির ওপর নির্ভর করে প্রবাসী আয়ের পরিমাণ। কিন্তু বিশ্ব অর্থনীতিতে করোনা মহামারীর বিরূপ প্রভাবে দেশের জনশক্তি রফতানি খাত শুধু নিম্নমুখী নয়, রীতিমতো ধসে পড়ার উপক্রম। এর অন্যতম কারণ, মধ্যপ্রাচ্যের অর্থনীতিতে চরম মন্দা।

সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রতি বছর কমপক্ষে ছয়-সাত লাখ শ্রমিক বৈধভাবে বহির্গমন ছাড়পত্র নিয়ে বিদেশে পাড়ি জমাতেন। এদের প্রধান গন্তব্য ছিল সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ; কিন্তু চলতি বছরের চিত্র একবারেই ভিন্ন। করোনার প্রাদুর্ভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জনশক্তি রফতানি খাত। শ্রমবান্ধব দেশগুলো থেকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে তিন লাখ ২৬ হাজার কর্মীকে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সূত্র মতে, হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের তৈরি করা পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি বছরের পয়লা এপ্রিল থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যসহ ২৯টির বেশি দেশ থেকে দুই লাখ ৮৭ হাজার ৪৮৪ পুরুষ এবং ৩৯ হাজার ২৭৪ নারী কর্মী দেশে ফেরত এসেছেন। সবচেয়ে বেশি ফিরেছেন সৌদি আরব থেকে। দেশটি থেকে ৭৯ হাজার ৩৭১ জনকে ফেরত পাঠানো হয়েছে। ৭৯ হাজার ১২৮ জনকে ফেরত পাঠিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। আর ৩৩ হাজার ৮১ জনকে দেশে পাঠিয়ে তৃতীয় অবস্থানে আছে কাতার। কর্মহীন হয়ে কিংবা চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়ায় বেশির ভাগ কর্মী দেশে ফেরত এসেছেন বলে ওই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। এসব প্রবাসী দেশে ফেরত আসায় শুধু যে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তা নয়, দেশে জনশক্তি রফতানি খাতে নিয়োজিত রিক্রুটিং এজেন্সির মালিক-কর্মচারীদের অনেকেরও বেকার হয়ে পথে বসার উপক্রম। এ দিকে যেসব কর্মী নিঃস্ব হয়ে দেশে ফিরেছেন; তাদের অনেকে ঘোরাঘুরির পরও সরকার থেকে কাঙ্ক্ষিক্ষত সহযোগিতা পাচ্ছেন না। যদিও প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে কয়েক দিন পরপর কতজন দেশে ফিরেছেন সেই তথ্য জানানো হচ্ছে; কিন্তু প্রত্যাগতদের মধ্যে কতজনকে সরকারি সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়েছে তার কোনো উল্লেখ কোথাও নেই।

বাংলাদেশ দীর্ঘকাল একটি জনশক্তি রফানিমুখী দেশ। সেই সুবাদে রেমিট্যান্স হয়ে উঠেছে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম মুখ্য খাত। কিন্তু এ ধারণার আমূল পরিবর্তন ও হালনাগাদের সময় এসেছে। বিশ্বব্যাপী করোনাকালের আগে থেকেই এ খাতে মন্দাভাব স্পষ্ট। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো, বিশ্বের প্রতিটি দেশ নিজেদের শ্রমবাজারের প্রয়োজন অনুসারে জনশক্তি আমদানি করে। ফলে সরকারকে অনতিবিলম্বে যেসব বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো, ধরে নিতে হবে, বিশ্ব শ্রমবাজারে অদক্ষ বা আধা দক্ষ শ্রমিকদের কদর আর বাড়বে না। স্বদেশে দেশ গঠনে যেমন, তেমনি বিদেশে কর্মসংস্থানে সনাতনী শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে কারিগরি শিক্ষার ওপর জোর দেয়া এখন সময়ের দাবি। জনশক্তি রফতানিতে এজেন্ট বা দালালদের দৌরাত্ম্য কমাতে হবে। বাস্তবে এখনো বিদেশ গমনেচ্ছুরা দালালদের হাতেই বেশি প্রতারিত হয়ে থাকেন। এ জন্য দরকার শক্তিশালী নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তোলা। একই সাথে দরকার জাতীয় দক্ষতা নীতিমালার যথাযথ বাস্তবায়ন এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমে গতি আনা। জনশক্তি খাতের ধূসর চিত্র বদলাতে হলে পুরনো পদ্ধতিতে যেভাবে এতকাল এ খাত চলছে, সেটিও পাল্টাতে হবে। এ ক্ষেত্রে জনশক্তি আমদানিকারী দেশগুলোর চাহিদা ও পরিবর্তনের সাথে আমাদের খাপ খাওয়াতে হবে। প্রধানত ঐতিহ্যগত শ্রমবাজারগুলোর পরিবর্তন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সঙ্কোচনের বিষয়টি মনে রেখে এ খাত পুনররুজ্জীবিত করতে সার্বক্ষণিক তদারকিসাপেক্ষে একটি বৃহত্তর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন জরুরি হয়ে পড়েছে। তবে সব কিছুর আগে জনশক্তি রফতানি বাড়াতে আপাতত কূটনৈতিক উদ্যোগ জোরদারের বিকল্প নেই বলেই আমরা মনে করি।



ফরেস্ট কুক্সন

বাইডেনের বোঝা : নির্বাচন নিয়ে সংঘাত

(আমেরিকান প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে গত ৩ নভেম্বর। এরপর বিজয়ীর নাম ঘোষণায় অস্বাভাবিক বিলম্ব কিংবা ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচনী পরাজয় স্বীকার করতে অস্বীকৃতি সত্ত্বেও এটা এখন স্পষ্ট, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন রিপাবলিকান ট্রাম্পের প্রতিদ্বন্দ্বী, ডেমেক্র্যাট প্রার্থী জোসেফ বাইডেন (৭৮)। তিনি ইলেকটোরাল কলেজেরও রায় পেয়ে গেছেন। আলোচ্য নিবন্ধটি ফরেস্ট কুক্সন লিখেছিলেন গত নভেম্বর মাসে। ১৮ নভেম্বর সংখ্যা 'ঢাকা ট্রিবিউন' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল 'বাইডেনের বোঝা : নির্বাচন নিয়ে দ্বন্দ্ব' শিরোনামে। গুরুত্বপূর্ণ বিধায় আমরা পত্রিকাটির সৌজন্যে লেখাটির ঈষৎ সংক্ষিপ্ত ভাষান্তর প্রকাশ করছি। অর্থনীতিবিদ কুক্সনের নাম বাংলাদেশে সুপরিচিত। তিনি 'আমচ্যাম'-এর প্রথম সভাপতি এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর একজন পরামর্শদাতা। লেখাটা অনুবাদ করেছেন মীযানুল করীম।)

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে সম্ভাব্য সংঘাতপূর্ণ বিষয়গুলোর ওপর কয়েকবার আলোকপাত করেছি। সে ভোটের ফলাফল এখন সবার কমবেশি জানা। ট্রাম্প এই ফল নিয়ে বিতর্ক বাধিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা ও বক্তব্য প্রসঙ্গে পর্যালোচনা করা হয়েছে কিছুটা।

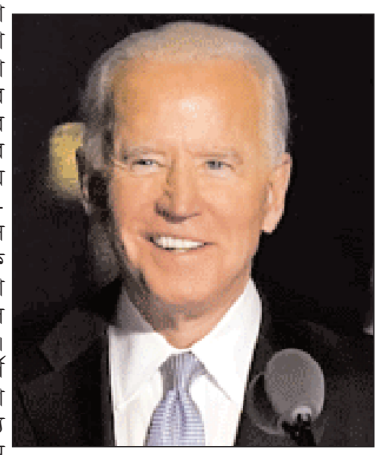
তিনটি বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হতে পারি: ১.ট্রাম্প যে হেরে গেছেন নির্বাচনে, এটা মানতে চান না। তিনি এমন কাল্পনিক বিষয়ে বিশ্বাস করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, এ নির্বাচনে চুরি করা হয়েছে। তার আইনজীবীরা এমন সব মামলা দায়ের করছেন যার দ্বারা (এবারকার আমেরিকান প্রেসিডেন্ট) নির্বাচনের কথিত প্রতারণা ও ত্রুটি উন্মোচন করা হয়েছে। ফলে ট্রাম্পের অহংবোধ আরো বেড়ে গেছে। তিনি আগের মতোই টুইট করে চলেছেন যে, তিনি জয়ী হয়েছেন এবং নির্বাচনের ফলাফল চুরি করা হয়েছে। তার সমর্থকরা তাকে বিশ্বাস করেন বলেই মনে হচ্ছে।

২. নির্বাচনে প্রতারণামূলক ব্যবস্থা থাকার কোনো প্রমাণ চিহ্নিত করা যায়নি। বাইডেন নির্বাচনে জিতেছেন। দুই প্রার্থীরই প্রাপ্ত, মোট প্রদত্ত ভোট গণনা করা হয়েছে। গুনে দেখা হয়েছে ইলেকটোরাল কলেজের ভোটগুলোও। ২০২১ সালের ২০ জানুয়ারী যুক্তরাষ্ট্রের আইনসম্মত প্রেসিডেন্ট হবেন বাইডেন।

৩. এবারের নির্বাচনে মনে হয়েছে, এতে অন্যান্য দেশের হস্তক্ষেপ ছিল অত্যন্ত সীমিত। ফেডারেল ও স্থানীয়-উভয়পর্যায়ে নির্বাচনের সব পরিচালনাকারী এবং তাদের 'ওয়াচডগ'রা দাবি করেছেন, নির্বাচনটি ছিল নিরাপদ। রুশ সরকারের লক্ষ্য ছিল– আমেরিকান রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে হেয় করা। ট্রাম্প পুনরায় নির্বাচিত হন, এটা তাদের কাম্য ছিল না। অপর দিকে চীনারা নিশ্চিত হতে পারেননি তাদের জন্য কোনটা ভালো হবে, সে বিষয়ে। ট্রাম্প ও বাইডেনের মধ্যে কে তাদের জন্য উত্তম, তা তারা বুঝে ওঠেননি। বাইডেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হতে না পারার একটাই পথ; তা হলো, ইলেকটোরাল কলেজের ভোটাভুটি। তা হলে, অঙ্গরাজ্যের আইনসভার ইলেকটোরাল ভোটের মাধ্যমে হস্তক্ষেপ করা যাবে। ভোটের ফলাফল নয়, সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলোর আইনসভায় রিপাবলিকান গরিষ্ঠতাই ইলেকটোরাল ভোট নির্ধারণ করবে।

মার্কিন সংবিধানে উল্লেখ আছে, অঙ্গরাজ্যগুলোর আইনসভাই ইলেকটোরাল কলেজে ইলেকটর্স বা নির্বাচকদের প্রেরণের ব্যবস্থা করবে। বর্তমানে আমেরিকার প্রতিটি রাজ্যের একটি আইন আছে যার বলে সে রাজ্যের অভ্যন্তরে ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচকদের বাছাই করা হয়। সাধারণত সংশ্লিষ্ট রাজ্যের গভর্নরের দায়িত্ব এটা। আমার বিশ্বাস, কোনো রাজ্যের রিপাবলিকান নেতৃত্ব (উদাহরণস্বরূপ, মিসিগান) ভোটের ফলকে উপেক্ষা করে নির্বাচকদের মনোনয়ন দিতে যদি চাইতেন, বিদ্যমান আইন বদলিয়ে নতুন এক আইন পাস করে তাদের নিজেদের সে ক্ষমতা পাওয়ার দরকার হতো।

গভর্নরের ভেটোদানের বিধান করে এমন কোনো আইন পাস করা (সমস্যা দেখা দেয় যদি রাজ্যের গভর্নর আর আইনসভার অবস্থান হয় পরস্পর বিপরীত) এবং সে ভেটোকে প্রত্যাখ্যান করা আসলে সময়সাপেক্ষ। এবার গুরুত্বপূর্ণ কোনো অঙ্গরাজ্যে রিপাবলিকান পার্টি এমন কোনো তৎপরতা শুরু করার খবর আসেনি।



তদুপরি, নির্বাচনে ভোট গণনা কিংবা নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে বড় ধরনের কোনো ত্রুটির প্রমাণ না পেলে কোনো রাজ্যের আইনসভা এহেন পদক্ষেপ নেয়ার সম্ভাবনা নেই। মনে হয় না, নির্বাচনী রায়কে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য প্রধান রাজ্যগুলোর কোনোটিতে কারসাজি করতে ট্রাম্প এবং তার বন্ধুরা সক্ষম হবেন। এমনকি এটা একটা অঙ্গরাজ্যেও করা কঠিন। আর চার চারটা রাজ্যে করা তো অসম্ভব, বলা চলে।

নির্বাচনের ভোট গণনা ও পরীক্ষা এবং সংশ্লিষ্ট বিরোধ মীমাংসার পর রাজ্যের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ভোটাভুটির ফলাফলকে সার্টিফাই করে থাকেন। ৮ ডিসেম্বরের (কথিত 'নিরাপদ দিবস') আগেই এটা করা গেলে নির্বাচনের ফলাফল একটা স্থায়ী ভিত্তি পাবে এবং কংগ্রেস বা কোর্ট আর সার্টিফাই করা এ ফল বদলাতে পারে না। আর ১৬ ডিসেম্বরের আগে রাজ্যগুলোর কর্তৃপক্ষ নিজ নিজ রাজ্যের ইলেকটোরাল কলেজের নির্বাচনী ফলাফল কংগ্রেসের কাছে পেশ করার কথা।

যদি আমেরিকার কোনো অঙ্গরাজ্য কর্তৃক ইলেকটোরাল কলেজে এমন দুই ব্যক্তির নাম বাছাই করে কংগ্রেসে পেশ করা হয়, যাদের মধ্যে সঙ্ঘাত সৃষ্টি হয়েছে, তার মীমাংসা করে দিতে হয় কংগ্রেসকে। এ ক্ষেত্রে কী ঘটছে, লক্ষ্য করুন। ইলেকটোরাল কলেজে প্রত্যেক রাজ্যের ভোটের সংখ্যা হলো– সেখানে প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য সংখ্যা, যোগ দুই (আমেরিকার প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে সিনেটর থাকেন সমসংখ্যক অর্থাৎ দু'জন করে)। 'ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়া' কোনো রাজ্য না হলেও ইলেকটোরাল কলেজে এর ভোট আছে তিনটি (এ সংখ্যা হলো, ইলেকটোরাল কলেজে কোনো অঙ্গরাজ্যের ভোটের ন্যূনতম সংখ্যা। এটা হয়, প্রতিনিধি পরিষদে মাত্র একটি আসন থাকলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের। যেমন, ওয়াইওমিং রাজ্যের ভোট মাত্র তিনটি– দু'জন সিনেটরসমেত।

ভোটের নিয়মকানুন রাজ্যই ঠিক করে দেয়। জর্জিয়ার আছে ১৬ ভোট। যদি রিপাবলিকান দলের প্রার্থী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বেশির ভাগ ভোট পান, তিনি এই ১৬টি ভোটের সবগুলো পাবেন। কোনো কোনো আইন অনুসারে, কেবল দু'টি রাজ্যে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীদের মধ্যে ইলেকটোরাল ভোট ভাগাভাগি হবে। বাকি ৪৮ রাজ্যের নিয়ম হলো 'ি-বজয়ী যিনি, সব পেয়ে যাবেন তিনি।'

কোনো অঙ্গরাজ্যের আইনসভা আর গভর্নর নির্বাচক বা ইলেকটরদের ভিন্ন ভিন্ন নাম কংগ্রেসে পাঠালে সমস্যা দেখা দেয়। সে রাজ্য ভোটের ফলাফল চূড়ান্ত করতে পারে না বলে এ সমস্যা সৃষ্টি হয়। এ ক্ষেত্রে সৃষ্ট দ্বন্দ্বের নিরসন কিভাবে হবে, তা একটা প্রশ্ন। সর্বশেষ, ১৯৬০ সালে এমনটা হয়েছিল। তখন ইলেকটোরাল কলেজের জন্য হাওয়াই রাজ্যের গভর্নরের পাঠানো দু'জনের নাম থেকে প্রথমে বোঝা যাচ্ছিল, নির্বাচনে রিপাবলিকানদের জয় হয়েছে। কিন্তু পরে পুনর্গণনায় এটা নিশ্চিত হয় যে, ডেমোক্র্যাটদের বিজয় ঘটেছে। আবার রাজ্যটির আইনসভাও ডেমোক্র্যাটদের সপক্ষে মত দিয়েছিল এরপর।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী নিক্সন ছিলেন দেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট। তিনিই সিনেটে সভাপতিত্ব করেছিলেন। তিনি কিন্তু ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে সার্টিফিকেশন অনুমোদন করেছিলেন। এতে চূড়ান্ত ফলে কোনো প্রভাব পড়েনি এবং কেউ তাকে পক্ষপাতিত্বের জন্য অভিযুক্ত করেননি। পরিহাসের বিষয়, শেষ পর্যন্ত এ ফল ভুল প্রমাণিত হয়েছিল।

কংগ্রেসের উভয়পক্ষ ইলেকটোরাল কলেজ নিয়ে একমত হলে আর সমস্যা থাকে না। কিন্তু তাদের মধ্যে ভিন্নমত দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের গভর্নরের কথাকে মেনে নিতে হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে বলা যায়, বিভিন্ন রাজ্যের গভর্নরদের পেশ করা নির্বাচকদের নামগুলো গ্রহণ করতে হবে এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জিতবেন বাইডেন। আমরা জোর দিয়ে বলেছি, এবার পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছবে না। আবার এটাও সম্ভব যে, জানুয়ারির ২০ তারিখের মধ্যে সমস্যা মিটবে না এবং এ অবস্থায় স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি হবেন প্রেসিডেন্ট। আরেকটি সম্ভাবনা হলো, প্রতিনিধি পরিষদের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট বাছাই করা। তবে এটা হবে যদি প্রেসিডেন্ট পদের কোনো প্রার্থীই ইলেকটোরাল কলেজের ২৭০ কিংবা তার চেয়ে বেশি ভোট না পান। নবনির্বাচিত প্রতিনিধি পরিষদের অধীনে বাইডেনই প্রেসিডেন্ট হওয়ার কথা (বিদায়ী প্রতিনিধি পরিষদ থাকলে ট্রাম্প জিততেন)।

এবারের নির্বাচনের সম্ভাব্য বিস্ময়কর ফলাফল নিয়ে লিখতে সবাই পছন্দ করেন। তবে ২০২০ সালের নির্বাচনের ব্যাপারস্যাপার নীরবে শেষ হবে। ইলেকটোরাল কলেজের ভোটাভুটি যথারীতি সম্পন্ন হয়ে যাবে। কোনো চ্যালেঞ্জই (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৪ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৫ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

নামাজের সময়-সূচী

ডিসেম্বর	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭
ফজর	৫.৫৬	৫.৫৬	৫.৫৭	৫.৫৭	৫.৫৮	৫.৫৮	৫.৫৮
সূর্যোদয়	৭.১৭	৭.১৮	৭.১৭	৭.১৮	৭.১৯	৭.১৯	৭.১৯
জোহর	১১.৫৬	১১.৫৬	১১.৫৭	১১.৫৭	১১.৫৮	১১.৫৮	১১.৫৮
আসর	২.৫৩	২.৫৩	২.৫৪	২.৫৫	২.৫৫	২.৫৬	২.৫৬
মাগরিব	৪.৩৪	৪.৩৪	৪.৩৫	৪.৩৫	৪.৩৬	৪.৩৭	৪.৩৭
এশা	৫.৫৬	৫.৫৬	৫.৫৭	৫.৫৮	৫.৫৮	৫.৫৯	৬.০০

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

দ্য প্রিন্ট এর নিবন্ধ

ভারত নয় চীন পদ্মা সেতু বানিয়েছে, এখনো সব শেষ হয়ে যায়নি



তারিক চয়ন

বাংলাদেশের পঞ্চাশতম স্বাধীনতাবার্ষিকী শুরু হওয়ার স্মরণে এক সম্মেলনে শেখ হাসিনা, মোদির সঙ্গে যোগ দেবেন। এর এক সপ্তাহ আগেই চীনা কোম্পানির প্রকৌশলীরা তাদের বাংলাদেশী সহযোগীদের সঙ্গে মিলে ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা সেতুর শেষ স্প্যানটি স্থাপন করেছে। ভারতের অন-লাইন পত্রিকা দ্য প্রিন্ট এ লেখা এক নিবন্ধে দিল্লিভিত্তিক সাংবাদিক জ্যোতি মালহোত্রা একথা লেখেন। সোমবার (১৪ ডিসেম্বর) প্রকাশিত ইংরেজিতে লেখা জ্যোতি মালহোত্রার নিবন্ধটি হুবহু অনুবাদ করা হলো:

বাংলাদেশের জন্য এটি ছিল তাৎপর্যপূর্ণ একটি দিন। গণমাধ্যম বর্ণনা করেছে ঐতিহাসিক সেই অনুষ্ঠানটি। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ইংরেজি সংবাদপত্র ডেইলি স্টার এর সম্পাদক মাহফুজ আনাম, যিনি নিজেই একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং প্রায়ই হাসিনা সরকারের সমালোচনা করেন, তিনি সংক্ষেপে বলেছেন, 'বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক ইচ্ছা' বাংলাদেশের জন্মের ক্ষেত্রে বড় অবদান রেখেছিল। একইভাবে, শেখ হাসিনার রাজনৈতিক ইচ্ছাই পদ্মা সেতুটি বাস্তবে রূপ নেবার দাবিদার।'

পদ্মা সেতুর নির্মাণ নির্ধারণ করে যে, চীন কীভাবে দক্ষিণ এশিয়ায় তার পথ করে নিয়েছে। এই অঞ্চলে ভারতের অত্যধিক প্রভাব প্রতিস্থাপন করতে, এটা স্পষ্ট করতে বাংলাদেশের চেয়ে ভালো জায়গা আর কি হতে পারে যেখানে ভারত বেশ কয়েক বছরের শৈশব পার করার পর অবশেষে একটি পরিণত সম্পর্কের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। কারণ স্বাধীনতা অর্জনে সহায়তা করা প্রতিবেশী বাংলাদেশের সঙ্গে তার গভীর সম্পর্ক বিষয়ে ভারত অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী ছিল।

২০১১ সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং পদ্মা সেতু তৈরিতে সহায়তার জন্য এক বিলিয়ন ডলারের 'লাইন অফ ক্রেডিট' ঘোষণা করেছিলেন। যা বাংলাদেশের নিজস্ব ৩ বিলিয়ন ডলারের সঙ্গে যুক্ত হতো। যেটি আন্তর্জাতিক সহায়তা সংস্থা থেকে বাংলাদেশ ঋণ হিসেবে নিতো। কিন্তু বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), জাপানের জাইকার অন্য হিসাব ছিল। ২০১৩ সালে তারা দুর্নীতির অভিযোগ আনে। তাদের 'অহঙ্কার' এবং 'নির্দয় আচরণ' দেখে বেজায় ক্ষিপ্ত হয়ে হাসিনা ঋণের আবেদন প্রত্যাহার করে নেন। মাহফুজ আনামের মতে, 'আমাদের আত্মসম্মানে লাগা গভীর ক্ষতে' হাসিনাকে বলতে বাধ্য করে, 'আমাদের ভিক্ষাবৃত্তির মানসিকতা দূরে রাখতে হবে।' এটি যদিও 'আত্মনির্ভরশীল' ছিল না। হাসিনা সত্যিই টাকাওয়ালা বন্ধুদের খুঁজছিলেন। ২০১৫ সালের জুনে যখন নরেন্দ্র মোদি ঢাকায় গিয়েছিলেন, তখনো ভারতের পাঠ চুকায়নি। দিল্লি ২০০ মিলিয়ন ডলার অনুদান এবং পদ্মা সেতু প্রকল্পে ঝাঁপিয়ে পড়তে আরো ২ বিলিয়ন ডলার ঋণের প্রস্তাব দেয়। সেটা যথেষ্ট ছিল না। ইতিমধ্যেই টেন্ডার জিতে নেয়া চায়না রেলওয়ে ব্রিজ ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে কাজ শুরু করে। ২০১৬ সালের অক্টোবরে শি জিনপিং ঢাকায় আসেন, যা ছিল ৩০ বছরের মধ্যে কোনো চীনা প্রেসিডেন্টের প্রথম বাংলাদেশ ভ্রমণ। তিনি ২৪ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ঋণ সহায়তায় স্বাক্ষর করেন। ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে ৪২টি স্প্যানের প্রথমটি ৩৭ এবং ৩৮তম পিলারের মধ্যে স্থাপন করা হয়েছিল। ব্যাপারটা এমন নয় যে, একটি সেতু সম্পর্ক তৈরি বা নষ্ট করে দিতে পারে। অন্যান্য সংযোগ প্রকল্প ছাড়াও (চিলাহাটি-হলদিবাড়ী) একটি পুরনো অচল রেললাইন পুনর্নির্মাণের প্রস্তাব দিয়ে মোদি সরকার এখন এ জাতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। শিলিগুড়ি থেকে দিনাজপুর পর্যন্ত ২০১৮ সালে প্রতিশ্রুত একটি পেট্রোলিয়াম পাইপলাইনের নির্মাণকাজ শেষ পর্যন্ত শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের পঞ্চাশতম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে মোদি ঢাকা সফর করলে ১০ বিলিয়ন ডলার ঋণ ঘোষণার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে যা তাৎপর্যপূর্ণ তা হলো ঢাকার মন-মানসিকতার পরিবর্তন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজেকে দক্ষিণ এশিয়ায় চূড়ান্ত বাস্তববাদী হিসেবে দেখিয়েছেন। খোলামেলাভাবে চীনাদের সঙ্গে 'মজা' করছেন। যদিও ১৯৭১'র যুদ্ধে চীন পাকিস্তানের পক্ষে ছিল; প্রকৃতপক্ষে, চীন এমনকি ১৯৭২ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদের জন্য বাংলাদেশের আবেদনে ভেটো দিয়েছিল।

সুতরাং, একদিকে হাসিনা মোদির সঙ্গে ১৭ ডিসেম্বর ভার্চুয়াল শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নেবেন এবং অন্যদিকে তিনি শি জিনপিংয়ের বেল্ট অ্যান্ড রোড প্রকল্পে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্যও প্রস্তুত।

পর্যবেক্ষকরা বলছেন, তিনি দিল্লিতে একটি বার্তা পাঠাতে চান যে 'বাংলাদেশীরা উইপোকা সমতুল্য, ওদের বঙ্গোপসাগরে ফেলে দেয়া উচিত' ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের এমন মন্তব্য তিনি ভুলে যাবেন না।

তদুপরি, জাতীয় নাগরিক নিবন্ধক (এনআরসি) এবং নাগরিকত্ব সংশোধন আইন (সিএএ) মুসলমান 'বাংলাদেশীদের' ভারতীয় নাগরিক হওয়া থেকে বিরত রাখার প্রতিশ্রুতি দেয়- যা ঢাকার জন্য লাগাতার উদ্বেগের বিষয়। যদিও ভারতীয় কর্মকর্তারা বারবার বলছেন যে, এনআরসি এবং সিএএ দুটোই ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়। তদুপরি, ভারতের বিপরীতে চীনের অর্থনীতি করোনাভাইরাস মহামারি দ্বারা খুব খারাপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে মনে হয় না। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) সাম্প্রতিক তথ্যমতে, বাংলাদেশ তার মাথাপিছু জিডিপি আয়ের ক্ষেত্রে ভারতকে ছাড়িয়ে গেছে। যদিও পাঁচ বছর আগে ভারত ২৫ শতাংশ বেশি ছিল। যে কারণে বাংলাদেশী অর্থনীতিবিদ আশিকুর রহমান বলেছেন, 'অভিযুক্ত উইপোকার কারখানাটি এখন জ্বলজ্বল করছে।' তবুও সব শেষ হয়ে যায়নি। বাংলাদেশ চীনকে সম্প্রতি ধমকের সুরে চলে যেতে অথবা চীনা করোনাভ্যাকসিনের ট্রায়ালের জন্য অর্থ প্রদান করতে বলেছে। এটি ঘটেছে এমন এক সময়ে যখন তিন কোটি ডোজ ভ্যাকসিন কেনার জন্য ভারতের সিরাম ইনস্টিটিউটের সঙ্গে ঢাকার একটি চুক্তি স্বাক্ষর হচ্ছিল।

গল্পটি থেকে শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, মোদি সরকার নিজ দল ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) আদর্শিক এজেন্ডাকে জাতীয় স্বার্থের উপর স্থান দেয়ার অনুমতি দিতে পারে না। ভারতের বৈদেশিক নীতি, বিশেষত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং গভীর সংবেদনশীল প্রতিবেশী অঞ্চলে, দলীয় বিবেচনার বাইরে রাখা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মোদিকে জোর দিয়ে বলতে হবে, ভারতে যে দলই ক্ষমতায় থাকুক বাংলাদেশ ভারতের জন্য একটি বিশ্বাসযোগ্য ব্যতিক্রমী উদাহরণ।

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী
Moin Choudhury, Esq.
Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।
সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.
917-282-9256
Email: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury, Esq
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)



Timothy Bompart
Attorney at Law
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury
Attorney at Law
Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

সৌন্দর্যের শহর সিডনি



হাবিব রহমান

ওশেনিয়া অঞ্চলে অবস্থিত অস্ট্রেলিয়ার অঙ্গরাজ্য ছয়টি। যেমন, তাসমানিয়া, ভিক্টোরিয়া, নিউসাউথওয়েলস, কুইন্সল্যান্ড, দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া এবং পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া। এবারকার ভ্রমণে ইতোমধ্যে আমি ভিক্টোরিয়া এবং কুইন্সলান্ড ঘুরে এসেছি। বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ দেখে আজ বিকেলে এসে পৌচেছি সিডনি। হ্যামিল্টন আইল্যান্ড এয়ারপোর্ট থেকে সিডনি পৌছাতে সরাসরি ফ্লাইটে সময় লেগেছে মাত্র আড়াই ঘন্টা। আগেই খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম এয়ারপোর্ট থেকেই ট্রেনে সিডনি বিজন্যাস ডিস্ট্রিক্ট এলাকায় আমার হোটেল সিডনি হিলটনের খুব কাছেই নামা যায়। আসলেই তা হলো। ট্রেন থেকে নামতেই চোখে পড়লো সিডনি হিলটনের সাইন। ট্যাক্সি নিতে হলোনা। সুটকেস ঠেলে নিজেই পৌছে গেলাম হোটেলে। হিলটন আমার প্রিয় হোটেলের একটি। শুধু সেবার মানের জন্য নয়। অন্য কারণেও এই হোটেলটির প্রতি আমার দুর্বলতা রয়েছে। আমি জন্মসূত্রে বাংলাদেশী হলেও বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। বসবাস করি নিউইয়র্কে। এই হোটেলের প্রধান কার্যালয় আমার পাশের স্টেট ভার্জিনিয়ার ম্যাকলিনে। যেজন্য বিদেশে কোথাও গেলে এই হোটেলটিকে আমার আপনজনের মত মনে হয়।

হিলটন হোটেলস অ্যান্ড রিসোর্টস, সংক্ষেপ 'ব্র্যান্ড' নাম হিলটন আন্তর্জাতিক হোটেল চেইন। ১৯১৯ সালে কোনার্ড হিলটন এটি প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্বব্যাপী চার হাজার ৮৭৫টি শাখা রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির। এসব হোটেলের রুমসংখ্যা সাত লাখ ৯৬ হাজার ৪৪০টি।

হোটেলে লাগেজ রেখে বের হলাম লাঞ্চ করার জন্য। যদিও সকালে আমি গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ হোটেল থেকে পেট পুরে নাস্তা করেই বিমানে উঠেছিলাম। তারপর বিমানেও আতিথেয়তার কমতি ছিলোনা। তারপরও খেতে বের হবার অন্য কারণ ছিলো। তাহলো আমি বিশ্বের যেখানেই যাই সেখানে রিভলভিং রেস্টুরেন্ট পেলে তার খাবার টেস্ট করতে ভুলিনা। সিডনিতে আমার হোটেল বুক করার সময়ই জেনেছিলাম এর পাশেই আছে 'সিডনি টাওয়ার আই'। এটি বিশ্বের সাতটি উঁচু টাওয়ারের একটি। এটি সিডনি সিটির শুধু অন্যতম সৌন্দর্য ই নয় এর অবজারভেশন টাওয়ার থেকে পুরো সিডনি শহরটি দেখা যায়। ৩৬০ ফুট উচ্চতার এই টাওয়ারটিতে রয়েছে একচি ঘুর্নায়মান রেস্টুরেন্ট। এখান থেকে সূর্যাস্তও দেখা যায়।

হোটেলে ঢোকার সময়েই বাইরে থেকে টাওয়ারের চূড়া চোখে পড়েছিলো। নীচে সুন্দরী রিসেপসানিস্টকে টাওয়ারে যেতে একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে বল্লে জানালো হোটেল থেকে বের হয়ে ডান দিকে মোড় নিলেই সিডনি টাওয়ার। একেবারেই হাঁটা দূরত্ব-ট্যাক্সির প্রয়োজন নেই। তার কথামতই সামান্য হেঁটেই দেখা মিল্লো টাওয়ারের।



টাওয়ার ভবনে একটি বিরাট মল। মলে ঢুকতে কোন ফি দিতে হয়না। তবে টাওয়ারে উঠতে বড়দের ২৬ আর টিনেজ হলে ১৪ অস্ট্রেলিয়ান ডলার দিয়ে টিকিট কাটতে হয়। ৩৬০ ফুট উচ্চতার টাওয়ারে উঠতে সময় লাগলো মাত্র ৫ মিনিট। খাওয়ার আগে গেলাম অবজারভেশন টাওয়ারে। কাঁচের জানালা দিয়ে খালি চোখে দেখলাম সিডনি হারবার, অপেরা হাউজ, বোটানি বে, ও প্রশান্ত মহাসাগর। এছাড়া একটু পর পর লাগানো আছে বাইনাকুলার। এতে চোখ রেখে দেখা গেল অদূরের ফুটবল ক্রিকেট স্টেডিয়াম, মাদাম তুসোর যাদুঘর, সিডনি যাদুঘর সহ আরো অনেক স্থাপনা।

এরপর খেতে গেলাম ঘুর্নায়মান টাওয়ার রেস্টুরেন্টে। এটা লেভেল ফোরে। নাম -৩৬০ বার এন্ড ডাইনিং। বুফে খাবারের দাম ৯৫ অস্ট্রেলিয়ান ডলার। যে কোন দেশের বুফেতে সে দেশের সব রকম খাবার টেস্ট করা যায়। তা ছাড়া যেহেতু চয়েস অনেক থাকে সেজন্য হালাল হারামের ভয় থাকেনা। এখানেও তার ব্যতিক্রম ছিলোনা। তবে সবচেয়ে মজার ব্যাপার ছিলো আনিত মহাদেশীয় অন্যান্য খাবারের সাথে সাদা ভাতের সাথে ছিলো ঘন ডাল। নানা খাবারে উদরপুর্তি করে খাওয়া হলো। খাওয়ার মাঝখানে এলো ফটোগ্রাফার। আমার চেহারা দেখেই বাংলায় কথা বল্লো। নাম বল্লো আজিম। বাংলাদেশের সিলেটের ছেলে। ইচ্ছে না থাকলেও দেশী ভাই বলে ফটো তুলতে রাজী হলাম। বল্লাম একটু পর আসতে। খাওয়া শেষ হলে ছবি তুলবো।

খাওয়া শেষে কফি খাচ্ছি এমন সময় এলো আজিম। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্ন অ্যাংগেল থেকে ছবি তুল্লো। আমাকে বসিয়ে রেখেই ছবি গুলো প্রিন্ট করে একটা এ্যালবাম বানিয়ে নিয়ে এলো। অনেকগুলো ছবি কোনটার ব্যাকগ্রাউন্ডে সিডনি হারবার, কোনটার সিডনি অপেরা আরো নানা ভিউ। বুঝলাম দেশী ভাই বলে আদর শুধু যত্ন করে ছবিই তুলেনি মনযোগ দিয়ে প্রিন্ট ও করেছে। পেমেন্ট করে নীচে নামার জন্য বের হলাম। আজিম বল্লো একটু অপেক্ষা করতে। আজ তার ডিউটি শেষ। আমার সাথে সেও নীচে নামবে। টাওয়ারের অন্যান্য ফ্লোরগুলোও সে ঘুরে দেখাবে।

আজিম জানালো আমি ইচ্ছে করলে এখানে টাওয়ার সিনেমা হলে ছবি দেখতে পারি। এটার একটা আলাদা বিশেষত্ব আছে। পাঁচ মিনিটের ছবিতে যখন যে দৃশ্য আসে সে অনুভূতি সৃস্টির জন্য সে পরিবেশ তৈরি করা হয়। পানির দৃশ্য দেখালে দর্শকদের পানি ছিটিয়ে ভিজিয়ে দেয়া হয়। আবার আগুনের দৃশ্যে হলের ভেতরে ধোঁয়া ছড়ানো হয়। ইত্যাদি। টিকিটের সঙ্গে ফোর ডি চশমা দেয়া হয়। সময় নেই বলে সিনেমা দেখা থেকে বিরত থাকলাম। তা ছাড়া সিনেমা দেখার চাইতে আজিমের সাথে ঘুরে দেখা আমার কাছে বেশী আকর্ষনীয় ছিলো। আজিম জানালো সেদিনের মত তার কাজ শেষ। বাসায় যাবে। সে ব্যাচেলর মানুষ। একাই থাকে। কোন তাড়া নেই। আমি চাইলে সে আমাকে সঙ্গ দিতে পারে। শুনে খুশী হলাম। দেশী ভাইকে নিয়ে ঘুরতে পারলে অনেক দেখা এবং জানা যাবে। বিজন্যাস ডিস্ট্রিক্ট দিয়ে যাচ্ছিলাম পায়ে হেঁটে। সুপ্রশস্ত রাস্তা। এলিভেটেড হাইওয়ে। মনোরেল, সাবওয়ে সবই সবই আছে। রাস্তায় রিক্সা বা স্কুটার কিছুই নেই। ট্যাক্সি এবং বাস চলছে রাস্তায়। আজিম জানালো নিউ সাউথ ওয়েলসের রাজধানি সিডনি সবচেয়ে প্রাচীন এবং ব্যস্ত শহর। পাহাড়কেটে তৈরি এই শহরকে ঘিরে রয়েছে মনোরেল। পাহাড়ী এলাকা বলে এখানকার পথঘাট বেশ উঁচু নীচু। এমনিতেই এই শহরে বিভিন্ন জাতির বসবাস। তারপর সারা বছর সারা বিশ্ব থেকে আসা পর্যটকরা শহরটিকে আরো বর্ণময় করে তুলে। সিডনি টাওয়ার থেকে বেরিয়ে অল্প দূরত্বে আজিম আমাকে নিয়ে গেলো চায়না টাউনে। বিশাল এলাকা নিয়ে সিডনির চায়না টাউন। তবে পৃথিবীর সব চায়না টাউনই চরিত্রগতভাবে এক। চাইনিজ রেস্টুরেন্ট, হরেকরকম চাইনিজ পন্য সামগ্রীর দোকান, ম্যাসেজ পার্লার ইত্যাদি। এসব চাইনিজ মার্কেটে ঢুকলে মনে হয় চায়নাতে আছি। চারদিকে শুধু চাইনিজ আর চাইনিজ। তাদের কিচির মিচির বাক্যালাপ। তবে ফরাসি, হিন্দী, এবং অন্যভাষার কথা বার্তাও কানে আসছিলো। পৃথিবীর সব দেশে বসবাসরত চাইনিজরা ব্যবসা বাণিজ্য করে অর্জিত অর্থ দেশে বিনিয়োগ করে। আর এজন্যই বোধহয় চায়না এখন বড় অর্থনৈতিক শক্তির দেশ হতে পরিচিত হতে পেরেছে।

আজিম জানালো চায়না টাউনে চাইনিজ ছাড়াও নানান দেশের খাবার রেস্টুরেন্ট আছে। যেমন ভিয়েতনামিজ, ইতালিয়ান, জার্মানী, মালয়েশিয়ান, ইন্দোনেশিয়ান সহ নানান দেশের খাবার। এক জায়গায় অত দেশের খাবার নাকি সিডনি তেই আছে। যা অস্ট্রেলিয়ার অন্য শহরে নেই। আমি তাকে জানালাম আমাদের নিউইয়র্কের চায়না টাউনে নানা দেশের খাবার রেস্টুরেন্ট তো আছেই। তারপরও লিটল ইতালী নামক একটি এলাকা আছে যেখানে একসাথে বহু ইতালিয়ান খাবার দোকান রয়েছে। শুনে সে খুব অবাক হলো।

আজিমের সাথে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসি ডার্লিং হারবারে। সমুদ্রের একটা অংশ এখানে ভেতরে ঢুকে শান্ত শিস্ট হয়ে যেন চুপটি করে বসে আছে। পানি স্বচ্ছ এবং টলোমলো। পানিতে ভাসছে অসংখ্য প্রমোদ তরী। ভাসমান জাহাজগুলোয় কোনটায় পার্টি হচ্ছে। তীরে থেকেও হৈ হল্লা শোনা যাচ্ছে। আজিম জানালো দিনের বেলা আসলে জাহাজে করে পানি থেকে অপেরা হাউজ, হারবার ব্রীজ সহ আশেপাশের সৌন্দর্য উপভোগ করার ব্যবস্থা আছে। জাহাজেই ডিনার বা লাঞ্চের ব্যবস্থা আছে। সিডনির অনেক বিখ্যাত দর্শনীয় স্থান এই ডার্লিং হারবারে। যেমন সিডনি হারবার ব্রীজ, সিডনি অপেরা হাউজ, ইত্যাদি। এগুলি ঘুরে দেখার জন্য নিউইয়র্ক থেকেই গাইডেড ট্যুর বুক করে এসেছি। তবে বাইরে থেকে অপেরা হাউজ, হারবার ব্রীজ দেখলাম। রাতের রঙ বেরঙের আলোতে অপেরা হাউজ এবং হারবার ব্রীজ দেখতে খুব সুন্দর লাগছিল।

হাঁটে হাঁটতে চায়ের পিপাসা পাচ্ছিল। একটু ক্লান্তিও ভীড় করছিলো শরীরে। আর শরীরেই বা দোষ কি। গত কদিন ধরেই শরীরটাকে বিরতিহীন খাটাচ্ছি। আজিমকে বলতেই সে আমাকে অল্প দূরেই একটা কফি শপে নিয়ে গেলো। ছোট্ট দোকানটাতে মানুষের ভীড় ছিলো প্রচুর। আমাকে বাইরের একটা বেঞ্চে বসিয়ে আজিম কফি আনতে গেলো। কফির দাম দিতে চাইলেও সে নিলোনা। একটু পরেই কফি নিয়ে ফিরলো সে। সাথে একটা বড়সড় পিৎজা। পিৎজা দেখে যেন ক্ষিধেটা চাগিয়ে উঠলো। চারদিকে ঘুরে দেখার আনন্দে এতই মগ্ন ছিলাম যে একক্ষণ ক্ষুধা অনুভব করিনি। কে যেন বলেছিলো ক্ষুধা পেটে সৌন্দর্য উপভোগ করা কঠিন। তাই দেরী না করে খেতে বসলাম। পেট পুরে পিৎজা খেয়ে আয়েশ করে চুমুক দিলাম কফিতে। আজিম বল্লো, অস্ট্রেলিয়ানরা কফি পাগল। মিটিং য়ে কফি, বেড়াতে গেলে কফি, আড্ডায় কফি। কফি না হলে তাদের চলেই না।

ঘড়ির কাঁটা তখন রাত ৯টা ছুঁই ছুঁই করছে। আজিমকে বল্লাম হোটেলে পৌছে দিতে।

লেখক: সাংবাদিক, সিইও বাংলা ট্যুর।

রোহিঙ্গা: সিটিজেন, রিফিউজি, স্টেটলেস পিপল?



ড. মাহফুজ পারভেজ

রোহিঙ্গারা স্বদেশে 'সিটিজেন' নয়। কোনো কোনো দেশের কাছে 'রিফিউজি' এবং কোনো কোনো দেশের কাছে 'স্টেটলেস পিপল'। পরিচিতির ঘোরতর সঙ্কটে বিপন্ন ও ক্রম-ধ্বংসপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর নাম রোহিঙ্গা।

নিজ দেশ মায়ানমারের এবং আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় রোহিঙ্গারা তাদের পরিচিতির স্বচ্ছ স্বীকৃতি ও নাগরিকত্বের সুস্পষ্ট অধিকার থেকে বঞ্চিত। আন্তর্জাতিক আইনে 'উদ্বাস্তু' ও 'বাস্তুহীন'/ 'রাষ্ট্রহীন' (রিফিউজি ও স্টেটলেস) প্রত্যয় দু'টির মধ্যে ধারণা ও সংজ্ঞাগত পার্থক্য বিদ্যমান। আন্তঃরাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রহীন শরণার্থীদের সমস্যা, উদ্বাস্তু সমস্যার চেয়ে জটিলতর। ফলে পরিচিতির সঙ্কটে জর্জরিত রোহিঙ্গাদের ঘিরে তৈরি হয়েছে সংজ্ঞা ও আইনের জটিল জট এবং তাদের সমস্যার সমাধান পথটিও আবর্তিত হচ্ছে জটিলতার ঘূর্ণাবর্তে।

উদাহরণ স্বরূপ, নিকট-প্রতিবেশী আসিয়ানের মতো আঞ্চলিক আন্তঃরাষ্ট্রীয় সহযোগিতার মঞ্চ রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান করতে বিফল। আরেক শক্তিশালী প্রতিবেশী ভারতও অক্ষম উদ্বাস্তু নিরাপত্তা বা উদ্বাস্তু সুরক্ষা নীতি তৈরি করতে। যদিও ভারতের বিভিন্ন স্থানে কিছু রোহিঙ্গার বসবাস ও দুরবস্থার কথা জানা যায়, তথাপি শরণার্থী ও উদ্বাস্তুদের জন্য আইনি ব্যবস্থা ও নীতি থাকা সত্ত্বেও ভারত সরকার রোহিঙ্গাদের আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় প্রাপ্য সুবিধা দিতে নারাজ।

ভারত কেন রোহিঙ্গাদের জন্য কিছু করছে না, এই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্বাস্তু পরিচয়ের সঙ্গে কিছু ন্যূনতম অধিকার দাবি করা গেলেও শরণার্থী হিসেবে সেটুকু প্রাপ্যও রোহিঙ্গাদের দেওয়া হচ্ছেনা। দিল্লিতে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বিভিন্ন সময়ের প্রতিবাদ জমায়েতের মূল কারণ ছিল উদ্বাস্তু পরিচয় দাবি। ভারতে উদ্বাস্তুদের বেশির ভাগ জাতিসংঘের উদ্বাস্তু বিষয়ক হাইকমিশন-এর উদ্বাস্তু ও শরণার্থী নীতির আওতায় পড়েন। বাকিরা ভারত সরকারের উদ্বাস্তু নীতির মুখাপেক্ষী।

ভারত যেহেতু ১৯৫১ সালের রিফিউজি কনভেনশন-এর স্বাক্ষরকারী নয়, কাজেই ভারতের উদ্বাস্তু বা শরণার্থী আশ্রয় ও পুনর্বাসন নীতি নির্ভর করে শরণার্থীদের প্রতি



ভারতের মনোভাবের উপর। যে কারণে রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে তাদের ধর্ম (ইসলাম) ভারতের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। সাহায্য, সহযোগিতা বা মানবিকতা নয়, ভারতীয়দের মনে রোহিঙ্গাদের প্রতি গভীর সন্দেহ ও অসহযোগিতার প্রমাণ সুস্পষ্ট। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে এই সন্দেহ ও বিদ্বেষের প্রতিফলনের ছবি তুলে ধরা হয় প্রায়ই। এসব সন্দেহের সঙ্গে রাজনৈতিক-মতাদর্শিক দূরত্বের ফলে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান কঠিন।

সামাজিক-রাজনৈতিক গবেষকগণ অত্যন্ত দক্ষ ভাবে আন্তর্জাতিক নাগরিকত্ব, উদ্বাস্তু ও শরণার্থী আইন ও অধিকারের চিত্র তুলে ধরেছেন রোহিঙ্গাদের প্রসঙ্গে। জানিয়েছেন, কী ভাবে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু সমস্যা বিদ্যমান আইনের ফাঁক গলে তলিয়ে যায় জাত ও ধর্মের বিদ্বেষের অন্ধকারে। বিষয়টি ভারতের রাজনীতি ও উদ্বাস্তু নীতির প্রেক্ষাপটে আরো স্পষ্টভাবে দেখা যায়। ফলে সাম্প্রতিক কালে, ভারতের নাগরিকত্ব আইনের প্রেক্ষাপটে, রোহিঙ্গাদের বিষয়টি নতুন করে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

বিশ্বায়নের একটি পরিণতি হিসেবে ১৯৯০-এর দশক থেকে গবেষকরা বিশ্বাস করেছিলেন এক দিকে রাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতা হ্রাস, অন্য দিকে শরণার্থী, উদ্বাস্তু ও নারী ক্ষমতায়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রবিহীন গোষ্ঠীগুলির গুরুত্ব বৃদ্ধি হবে। রোহিঙ্গা সমস্যা এই তত্ত্বকে অনেকাংশেই ভুল প্রমাণ করেছে। দেখিয়ে দিয়েছে আসলে রাষ্ট্রের হাতেই মানুষের পরিচয়, তথা জীবন বাঁধা। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব এমন ক্ষমতাশালী যে উদ্বাস্তু, শরণার্থী বা নিরাপত্তা সমস্যা হলে রাষ্ট্রের মাধ্যমেই তা নিরসন হবে।

১৯৭৪-এর সংবিধানে, মায়ানমার সরকার আরাকানকে রাখাইন নামকরণের মাধ্যমে বৌদ্ধ পরিচয় চাপিয়ে দেয়। ফলস্বরূপ ইসলামধর্মী আরাকানিদের পাকাপাকি বহিষ্কারের ব্যবস্থা তৈরি হয়। ১৯৮২-র নাগরিকত্ব আইন এই বহিষ্করণ নীতিতে সিলমোহর দিয়ে রোহিঙ্গাদের মায়ানমারের নাগরিকত্ব থেকে পুরোপুরি বর্জন করে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত মায়ানমারের ইতিহাস বহন করে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব হারানোর সাক্ষ্য। ২০১৭ থেকে মায়ানমার সেনা নতুন করে রোহিঙ্গা-দমন শুরু করে। তাঁদের কার্যত বাধ্য করে দেশান্তরী হতে। মুসলিম জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে রোহিঙ্গাদের এক করে দেওয়া হয়। রাষ্ট্রীয় স্বার্থের দোহাই দিয়ে ভিটেছাড়া করা হয় রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু নাগরিকদের।

প্রাণ বাঁচাতে রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে মাইগ্রেশন বা পরিযাণ মূলত ঘটে সমুদ্রপথে, যা স্থলপথে যাত্রার তুলনায় অনেক বেশি বিপদসঙ্কুল। ডিঙি নৌকায় বিপজ্জনক যাত্রা করে রোহিঙ্গারা কখনও পৌঁছন বাংলাদেশ, কখনও বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড বা ইন্দোনেশিয়াতে। অনেক সময়েই এই যাত্রার পরিণাম নৌকাডুবি ও সলিলসমাধিতে মৃত্যু।

যাঁরা কোনও মতে অন্য রাষ্ট্রে পৌঁছতে পারেন, তাঁদের ঠাঁই জোটে শরণার্থী শিবিরে। কখনও বা শিবিরের বাইরে। অকল্পনীয় অমানবিক পরিকাঠামোর মধ্যে তাঁদের থাকতে বাধ্য করা হয়। রোহিঙ্গাদের 'বোট পিপল' হয়ে ওঠার কারণটি এবং সমুদ্রপাড়ির নানা বিপদের সম্মুখীন হওয়ার বাস্তবতা লুকিয়ে আছে রোহিঙ্গা নিপীড়নের রাষ্ট্রীয় সহিংসতার ইতিহাসে।

রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে নিপীড়ন-দমন তাদের ঘর ছাড়া, দেশ ছাড়া করেছে। যদিও বিভিন্ন কারণে দেশান্তরের ইতিহাস নতুন নয়। আইনি ও বেআইনি, দুই পথেই রোহিঙ্গারা বহু দিন ধরে পাড়ি দিচ্ছেন প্রতিবেশী রাষ্ট্রে। হামেশা পাচারকারীর শিকার হয়েছেন। এতে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই রক্তাক্ত ভূগোলে শরণার্থীদের যাত্রা ও মানুষ পাচারের আখ্যান একাকার হয়ে গিয়েছে।

বিশ্ব জুড়ে উদ্বাস্তু সমস্যার যে বিপুল বিস্ফোরণ, তার মূলে রয়েছে গুটিকতক ক্ষমতাশীল রাষ্ট্রের জাত এবং ধর্মের গোঁড়ামি। বিভিন্ন দেশের সংখ্যালঘুরা এই রাজনীতির শিকার। মুসলিম রোহিঙ্গারাও বাদ পড়েননি এহেন জাতিগত নিধন ও আগ্রাসনের কবল থেকে। এখনও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, বহু দেশ, বহু মানুষই রোহিঙ্গা ও তাঁদের সমস্যাটি নিয়ে গভীর ও যথাযথ ভাবে অবহিত হতে চান না এবং মায়ানমারে তাদের ন্যায্য নাগরিক মানবাধিকারের বিষয়টিকে নিষ্পন্ন ও প্রতিষ্ঠিত করতে স্বচ্ছ দৃষ্টিকোণ থেকে সমাধান সূত্র খুঁজে পেতে আগ্রহী হন না। মানবিক সাহায্য ও অধিকার প্রাপ্তির গোলকধাঁধা তৈরি করে স্বদেশের মতো সর্বত্রই রোহিঙ্গা সমস্যাটিকে ক্রমশ ঘোলাটে করে আস্ত একটি জাতিগোষ্ঠীর রাষ্ট্রহীনতার বিপন্ন পরিচিতিকেই সুকৌশলে প্রলম্বিত করার মাধ্যমে 'বাস্তবতার অংশ'-এ পরিণত করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS القطرية

Emirates

TURKISH AIRLINES

السعودية SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

ইউএস প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশন অ্যাওয়ার্ড

(৩ পাতার পর)

উত্তর আমেরিকার আবাসিক সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী, সময় টিভি ও যুগান্তরের বিশেষ প্রতিনিধি এবং এনআরবি কানেক্টের এক্সিকিউটিভ এডিটর হাসানুজ্জামান সাকী, একাত্তর টিভি ও দৈনিক কালের কণ্ঠ'র বিশেষ প্রতিনিধি শামীম আল আমিন এবং আওয়াজ বিডি'র সম্পাদক শাহ জে আহমেদ।

করোনা মহামারীর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনটা ছিল নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচনকে ঘিরে চ্যালেঞ্জও ছিল বহুমুখী। বৈরি পরিস্থিতিতে নির্বাচনের সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারের ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব দেখানোর জন্যে প্রবাসের খ্যাতিমান এই পাঁচ সাংবাদিককে পুরস্কার দিয়েছে নিউইয়র্কের নতুন রেডিও চ্যানেল এফএম-৭৮৬। করোনা মহামারীর কারণে আয়োজনটি করা হয় অনলাইনে। সরাসরি সম্প্রচারিত এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে যুক্ত হয়েছিলেন ভয়েস অব আমেরিকা'র বাংলা বিভাগের প্রধান রোকেয়া হায়দার এবং ভারতের নয়া দিল্লীতে নিযুক্ত বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেস মিনিস্টার ফরিদ হোসেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এফএম-৭৮৬'র সম্পাদক মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ।

জাহান অরণ্যের সঞ্চালনায় এক ঘণ্টার আয়োজনটি শুরু হয় বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবসে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে। বর্তমান পরিস্থিতিতে গোটা বিশ্বে করোনা মহামারিতে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হয়েছে, অনেকে সংক্রমিত হয়ে লড়ছেন। অনুষ্ঠানে সহমর্মিতা জানানো হয় তাদের প্রতিও।

অনুষ্ঠানে সাংবাদিক রোকেয়া হায়দার পুরস্কার পাওয়া পাঁচ সাংবাদিককে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এটি অসাধারণ একটি উদ্যোগ। এর মধ্য দিয়ে সাংবাদিকদেরকে তাদের কাজের







স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের প্রতি সবার দৃষ্টি থাকে। তারওপর এবারের নির্বাচনটি ছিল ঘটনাবহুল। তিনি আরও বলেন, এই নির্বাচনের প্রক্রিয়া বুঝে, সেটা সবার জন্যে পরিবেশন সহজ কাজ নয়। এই কাজটি কৃতিত্বের সাথে করার জন্যে তিনি পাঁচ সাংবাদিককে ধন্যবাদ জানান। সেই সাথে ভবিষ্যতে পুরস্কারপ্রাপ্ত তালিকায় নারী সাংবাদিকদেরও দেখা যাবে, এমন প্রত্যাশার কথাও তুলে ধরেন রোকেয়া হায়দার।

সাংবাদিক ফরিদ হোসেন বলেন, বাংলাদেশের মহান বিজয়ের দিনে প্রবাসে সাংবাদিকদের কৃতিত্বের জন্যে পুরস্কৃত করার উদ্যোগ ভিন্নমাত্রা যুক্ত করেছে। তিনি বলেন, বাংলা ভাষায় বিশ্বজুড়ে সাংবাদিকতা করছেন গণমাধ্যমকর্মীরা। এতে করে পেশার মান ও উৎকর্ষ বাড়ছে। ভবিষ্যতেও এমন উদ্যোগ চালিয়ে যাওয়ার আহবান তিনি।

আয়োজক প্রতিষ্ঠান রেডিও চ্যানেল এফএম-৭৮৬'র সম্পাদক মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, খুব ইচ্ছা ছিল অসংখ্য মানুষের উপস্থিতিতে কৃতি সাংবাদিকদেরকে সম্মানিত করার। কিন্তু সেটা সম্ভব হলো না করোনার কারণে। তবে পরিস্থিতি ভালো হলে নিউইয়র্কে একটি বড় অনুষ্ঠান করে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেয়ার ঘোষণা দেন তিনি।

ভিডিও প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে বিজয়ী পাঁচ সাংবাদিকদের সংক্ষিপ্ত জীবনকর্ম তুলে ধরা হয়। নিজেদের অনুভূতিও প্রকাশ করেন বিজয়ীরা।

নাজমুল আহসান বলেন, একজন গণমাধ্যমকর্মী হিসেবে আমার কাজ হলো কমিউনিটিকে সচেতন করা। গত ৩০ বছর ধরে আমি সেটাই করে যাওয়ার চেষ্টা করছি। কতটুকু করতে পেরেছি সেই মূল্যায়নের ভার পাঠকদের হাতে। তবে আজকের এই স্বীকৃতির জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

ইব্রাহীম চৌধুরী বলেন, আমি হয়তো এই প্রশংসার যোগ্য নই। কারণ, আমার সঙ্গে অন্যান্য যারা কাজ করেন, তারা অনেক পরিশ্রম করেন। তাদের হয়ে শুধু সম্মানটা গ্রহণ করছি আমি। মূলত এটা তাদেরই প্রাপ্য। তাদের সবার পক্ষ থেকে এফএম-৭৮৬'র প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

হাসানুজ্জামান সাকী বলেন, ধন্যবাদ জানাই এফএম ৭৮৬-কে, এর পরিচারক ও সকল কলকুশলীকে। আমার জন্য এবারের যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন কাভার করাটা ছিল অনেক বেশি ঘটনাবহুল। এমনকি এটা করতে গিয়ে আমি হামলারও শিকার হয়েছি। তারপরও চেষ্টা করেছি বস্তুনিষ্ঠ তথ্য মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার।

শামীম আল আমিন বলেন, বাংলাদেশে মহান বিজয় দিবসের উদযাপনের এমন একটি দিনে এফএম-৭৮৬ যে সম্মান আজ আমাকে দিয়েছে, সেটা কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করলাম। এই স্বীকৃতি আমাকে ভবিষ্যতের পথ চলার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা জোগাবে।

শাহ জে আহমেদ বলেন, যারা অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন, আমি তাদের মধ্যে কনিষ্টতম। এখনো শিখছি। সত্যি কথা বলতে কি, আমি এই অ্যাওয়ার্ডের যোগ্য নই। আয়োজকদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

EFFICIENT MEDICAL CARE DHAKA DENTAL P.C.

ডা. বর্ণালী হাসান এমডি ও ডেন্টিস্ট মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
দুটি অফিসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছেন



DR. MAHFUJUL HASAN D.D.S



DR. BORNALI HASAN MD

চিকিৎসা সেবায় আগ্রহী ব্যক্তিরা যেকোন একটি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।
প্রায় সব ধরনের মেডিকেইড, প্রাইভেট এবং ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স গ্রহণ করা হয়।

মেডিকেইড, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট ও এ্যাফিনিটি ইনসিওরেন্সের গ্রাহকেরা তাৎক্ষণিক ভাবে দাঁতের চিকিৎসা নিতে পারেন।

উভয় অফিসে এপয়েন্টমেন্টের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমাদের শাখা দু'টি

JAMAICA
170-09 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Tel: (718) 291-2710 (MEDICINE),
(718) 480-8877 (DENTAL)

SUNNY SIDE
40-14 Green Point Ave. Sunnyside, NY 11104
Tel: (718) 392-2858 (MEDICINE),
(718) 779-1300 (DENTAL)

General Dentist :
Dr. Hatim Gandhi, D.D.S
Dr. Frederik Fisher, D.D.S

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী



● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ



অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার থ ঠরংধ'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

SHARIF TAX SERVICE



IRS Authorize e-file provider
37-47 77th Street,
Jackson Heights, NY 11372
PH: 917-547-7298
917-858-4249
e-mail: shariftaxservice@gmail.com

SHARIF Q. ALAM (HIRA)
B.Sc. (Hons), MS, DU
20 Years experience
Tax Prepare
NYS-Lic! Real Estate Sale agent

SERVICES:
● Tax Service
● Immigration
● Real Estate

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট
New Price
বিশাল মূল্যহ্রাস
রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb
১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
আমাদের আরও রয়েছে কবুতর, কোয়েল, চাকোর, টিটি ঝুরগী ও রাজা মোরগ, বাদি হাঁস, হাঁস ও কোয়েলের ডিম
প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেগুলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb
বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল
লাইভ তেলাপিয়া $3.49lb
লাইভ বাফেলো $3.49lb
আমেরিকান ইলিশ $1.99lb
দেশী রুই $1.79lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ) $2.49lb
Porgy $1.49lb
লাইভ ক্যাটফিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ ব্যাস, সীব্যাস, স্নেপ্ট, হ্যারিং, শ্রিম্প, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ
স্পেশাল
রেশমী বাসমতি রাইস $17.99
আমিন বাসমতি রাইস $17.99
আমিন পারবয়েলড রাইস $9.99
ডোনার বাসমতি রাইস $18.99
বাহার বাসমতি রাইস $13.99
সুলতানা বাসমতি রাইস $12.99
কচুর লতি (৩ প্যাক) $4.99
৩ প্যাক কেসকি মাছ $4.99
১ ডজন ডিম .99c
আয়োডাইজড সল্ট (২টি) .99c
ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার
EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd
37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

খ্যাতিমানদের সতর্কতা

(১৪ পাতার পর)

অহঙ্কারবশত টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে কাপড় পরিধান করলে পায়ের সেই অংশ জাহান্নামের আগুনে জ্বালানো হবে শাস্তিস্বরূপ। (সহিহ বুখারি-৫৩৭১)। কাজেই তাকওয়া সম্পন্ন লোকেরা টাখনুর ওপর কাপড় পরবেন, এটিই স্বাভাবিক। তাই বলে কি তারা 'জঙ্গি'? যিনি দোজখের আগুনের ভয়ে এ ধরনের কাপড় পরেন তিনি কিছুতেই ধর্মের নামে মানুষ হত্যাকারী এমনকি মানুষকে সামান্য কষ্টদানকারীও হতে পারেন না। তিনি কী করে জঙ্গি হবেন? তা ছাড়া টাখনুর ওপর প্যান্ট পরে চলা একজন অত্যন্ত নিরহঙ্কার মানুষের পক্ষেই সম্ভব। এ ধরনের বিনয়ী মানুষটি কি জঙ্গি হতে পারেন? সাধারণত মাদরাসার ছাত্ররা এ ধরনের পোশাক পরিধান করে থাকেন। কিন্তু আজকের জঙ্গিদের পরিচয় বলে দিচ্ছে তারা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া আধুনিক শিক্ষিত ছাত্র। কাজেই আলোচিত সম্মানিত সাবেক বিচারপতির বক্তব্য আমাদের সমাজে বিতর্ক ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে এবং তার এসব বক্তব্য কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে করা কি না সে ব্যাপারে সমালোচকরা প্রশ্ন তুলতে পারেন।

সাম্প্রতিককালে আরো একটি ঝড় তোলা ভাইরাল বিষয় ছিল, বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানের কলকাতার একটি অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে যোগদান। ফেসবুকে দেখা যায়, তিনি একটি পূজামন্ডপ পরিদর্শন করছেন এবং সেখানে মোম জ্বালাচ্ছেন। বিষয়টি দেশে সমালোচনার ঝড় সৃষ্টি করেছে। আসলে সাকিব বাংলাদেশের মানুষের তথা আবালবৃদ্ধবনিতার প্রাণের সম্পদ। খ্যাতি মানুষকে অনেক সময় পরাধীন করে তোলে। খ্যাতিমানরা শুধু নিজেদের নন। তারা পুরো দেশবাসীর। কাজেই তাদের কর্মকান্ডে দেশের জনগণ মানসিকভাবে সম্পৃক্ত থাকেন। সাকিব বাংলাদেশের প্রাণ। জনগণের হৃদয়ের মণিকোঠায় তার অবস্থান। কাজেই তার দুঃখ মানুষকে কাঁদায়, তার সুখ মানুষকে হাসায়। একইভাবে প্রতিটি মানুষ সাকিবকে নিজের একান্ত আপনজন বলে মনে করেন। কাজেই আমাদের সাকিবকে দেশের বাইরের অন্য কোনো সংস্কৃতি স্পর্শ করবে এটি তার ভক্তরা মেনে নিতে পারেননি। তা ছাড়া সাকিব একজন মুসলমান হিসেবে হজব্রত পালন করে এসে মুসলিম সংস্কৃতি এবং ইসলাম ধর্মের প্রতি পরিপূর্ণরূপে আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন। এ অবস্থায় অন্য ধর্মের অনুষ্ঠানে তার উপস্থিতিকে এ দেশের সাধারণ জনগণ মেনে নিতে পারেননি। এটি তাদেরকে হতাশ করেছে। অবশ্য সাকিব আল হাসান অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে পরিস্থিতিকে সামাল দিয়েছেন। তিনি দেশবাসীর সম্পদ হিসেবে ভক্তদের কাছে তার এই অসতর্ক কাজের জন্য দুঃখ প্রকাশ এবং নিজের ভুল স্বীকার করেছেন। এই ক্ষমা চাওয়া সাকিবকে আরো বড় করেছে। দেশবাসী তাকে হৃদয়ের আরো গভীরে টেনে নিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি বিশ্বসেরা অলরাউন্ডারের মতোই আচরণ করেছেন।

এখানেও তিনিই ম্যান অব দ্যা ম্যাচ হয়ে গেলেন। তিনি এতে সামান্যতমও ছোট হননি। বরং আরো বড় হয়েছেন। তিনিই সিরিজ জিতেছেন। আসলে বিজয়ীরাই নিজেদের ভুল স্বীকার করতে জানেন। তা ছাড়া এটা যে একটা ধর্মীয় ভুল সেটিও তিনি বুঝতে সক্ষম হয়েছেন। আমরা যতই স্লোগান দেই না কেন, 'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার', এটা আর যাই হোক ইসলাম ধর্মের সাথে মানায় না। মুসলিম সম্প্রদায়ের পিতা হজরত ইবরাহিম আ: মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে একাই পুরো রাষ্ট্রযন্ত্রের সাথে সংগ্রাম করেছেন। আমাদের প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ সা: দীর্ঘ ২৩ বছর সংগ্রাম করে কাবাঘর স্বাধীন করে প্রথমেই কাবাঘরের ভেতরের মূর্তিগুলো ধ্বংস করেছেন। এগুলোর মধ্যে হজরত ইবরাহিম আ:-এর মূর্তিও ছিল। কাবাঘরকে মূর্তিমুক্ত করার পরই তিনি কাবাঘরে প্রবেশ করে ছিলেন। কুরাইশদের সাথে রাসূলুল্লাহ সা:-এর দ্বন্দ্বের কারণ ছিল মূর্তিপূজা। আর 'এক আল্লাহ' ধারণাটাই হলো আসলে মূর্তিসহ সব উপাস্য বর্জন করে শুধু আল্লাহর দাসত্ব বরণ করে নেয়া।

যারা অন্য ধর্মের তাদের কেউ কি কখনো মুসলমানদের গরু কোরবানির উৎসবে অংশ নেবেন কিংবা তারাবির নামাজে যোগদান করবেন? না এটা কখনো সম্ভব বা সমুচিত নয়। এটা ধর্মীয় সংস্কৃতির পরিপন্থী। কাজেই 'ধর্ম যার, উৎসবও তার'। কমপক্ষে মুসলমানদের বেলায় এটাই সত্য মত ও পথ। কারণ মুসলমানদের উৎসবও ধর্মেরই অংশ। তাদের ধর্ম ও উৎসব একমাত্র আল্লাহর জন্যই। আল্লাহ তায়ালা সেটা সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সেখানে ধর্ম ও উৎসবকে আলাদা করা হয়নি। অন্যান্য ধর্মেও উৎসব যেহেতু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানেরই অংশ সেখানেও ধর্ম ও উৎসব এক। সুতরাং সেই উৎসবও একটি নিজস্ব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান। পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে, 'তোমাদের দ্বীন তোমাদের, আর আমার দ্বীন আমার।' (সূরা কাফিরুন-১০৯ : ৬)। এখানে আন্তঃধর্মের সংমিশ্রণকে পুরোপুরি নিষেধ করে দেয়া হয়েছে।

ঘটনাগুলোয় আমরা দুঃখিত হই যখন দেখি জ্ঞানী-গুণীজন কোনো বিষয়ে পুরোপুরি না জেনে বা না বুঝে মতামত ব্যক্ত বা কোনো কাজ করেন। বিশেষ করে জ্ঞানীজন কোনো বিষয়ের অবতারণা করলে তা হওয়া উচিত জ্ঞানভিত্তিক; অনুমাননির্ভর বা বিশ্বাসভিত্তিক নয়। অন্যদিকে সেলিব্রিটি যারা হন তাদের প্রতিটি পদক্ষেপে মানুষ আন্দোলিত হয়ে ওঠে। কাজেই সবসময় তাদেরকে গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির বিষয়টি মাথায় রেখে কাজ করতে হয়। কারণ তাদের বেলায় খেলোয়াড় থাকেন একজন। আর রেফারি বা আম্পায়ার থাকেন পুরো জাতি। দোয়া করি, মহান রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে সঠিক জ্ঞানের আলোকে কথা বলা এবং করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

লেখক: নিরাপত্তা বিশ্লেষক

বিশ্বে করোনায় সবচেয়ে

(প্রথম পাতার পর)

আক্রান্তদের মধ্যে সুস্থ হয়ে গেছে পাঁচ কোটি ৩৭ লাখ ৪৬ হাজার তিনশ ২৭ জন।

তার মধ্যে কেবল যুক্তরাষ্ট্রেই করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছে এক কোটি ৮০ লাখ ৭৭ হাজার সাতশ ৬৮ জন এবং মারা গেছে তিন লাখ ২৩ হাজার চারশ এক জন। সে দেশে সুস্থ হয়ে গেছে এক কোটি পাঁচ লাখ ৪৫ হাজার চারশ ৪৫ জন।

করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় দুই নম্বরে থাকা ভারতে আক্রান্ত হয়েছে এক কোটি ৩১ হাজার ছয়শ ৫৯ জন এবং মারা গেছে এক লাখ ৪৫ হাজার পাঁচশ ১৩ জন। আক্রান্তদের মধ্যে সুস্থ হয়ে গেছে ৯৫ লাখ ৭৯ হাজার ছয়শ ৮১ জন।

করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় তিন নম্বরে রয়েছে ব্রাজিল, চার নম্বরে রাশিয়া, পাঁচে ফ্রান্স, ছয়ে তুরস্ক, সাতে যুক্তরাজ্য, আট নম্বরে ইতালি, নয় নম্বরে স্পেন এবং ১০ নম্বরে আর্জেন্টিনা।

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী
বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই
এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়
নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে
আমরা বাংলায় কথা বলি
আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।
❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688
আমাদের অন্য কোন শাখা নেই
আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

ইমিগ্রেশন ও আপনি



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো ইংরেজী নববর্ষের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্যে। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনার এতটুকু হলে আমরা আনন্দিত হবো।

প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

নিউইয়র্ক থেকে মিতালী হকের প্রশ্নঃ

আমার বোন গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে এসেছিলো। তারপর বাংলাদেশে তার বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের বিষয়টি এম্বেসীকে জানানো হয়নি। এরপর আমার বোন এদেশে এসে থাকার পর আবার বাংলাদেশে গেছে। আমার বোনের এবারের বাংলাদেশে অবস্থানের মেয়াদ এক বছর পেরিয়ে গেছে। তাই আমার জানার ইচ্ছা আমার বোনটি স্বাভাবিকভাবে ইচ্ছা করলে আবার এদেশে চল আসতে পারবে? সে কি ঢাকা ইউএস এম্বেসীতে গিয়ে প্রয়োজনে রি-এন্ট্রির জন্যে আবেদন করতে পারবে? আমার বোন তার স্বামীকে এদেশে আনতে চায়। এসব বিষয়ে আপনার পরামর্শ পাবার প্রত্যাশায় রইলাম। এমন প্রশ্ন আগেও দেখেছি বলে আজ আমিও লিখলাম।

মিতালী হকের প্রশ্নের উত্তরঃ

একজন গ্রিনকার্ডধারী তার স্পাউসের জন্যে আবেদন করতে পারেন। তবে গ্রিনকার্ডধারীরা বিনা অনুমতিতে এক বছরের কম সময় এদশে বাইরে অবস্থান করতে পারেন। এক বছর বা তার বেশি সময় এদশের বাইরে অবস্থান করলে গ্রিনকার্ড নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ইমিগ্রেশন ইউএস এর প্রবেশ প্রত্যাখ্যান করতে পারে।

তবে রি-এন্ট্রির ব্যাপারে যা বলতে চাই সেটা হচ্ছে একজন গ্রিনকার্ডধারী ইউএস এর বাইরে গিয়ে একবছর বা তার বেশি সময় অবস্থান করতে চাইলে দুই বছরের জন্যে অনুমতি সাপেক্ষে রি-এন্ট্রি লাভ করা যেতে পারে। কিন্তু গ্রিনকার্ডধারীকে এদেশের বাইরে যাবার আগেই এখান থেকেই তাকে রি-এন্ট্রির জন্যে আবেদন করতে হবে।

এই রি-এন্ট্রির আবেদনের সময় আবেদনকারীকে অবশ্যই এদেশে উপস্থিত থাকতে হবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্যে প্রয়োজনে একজন এটর্নির সাথে সাক্ষাতে গিয়ে কথা বলা যেতে পারে।

আপনি আপনার বোনের বিষয়ে আরো যা জানতে চেয়েছেন সে ব্যাপারে স্পস্ট করে করে সবকিছু উল্লেখ করতে হবে। যা হয়তো সাক্ষাতে আলোচনা ক রার সময় আপনি উল্লেখ করতে পারবেন। এসব ব্যাপারে সুস্পষ্ট করে কিছু বলতে চাইলে এ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আরো কিছু তথ্য জানা দরকার।

একজন গ্রিনকার্ডধারী তার স্পউসের জন্যে ইমিগ্রেশনের আইন অনুযায়ী আবেদন করতে পারেন। কিন্তু সেই আবেদনকারী স্পাউসকে অবশ্যই এদেশে যথাযথ গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে বসবাস করতে হবে।

নিউইয়র্ক থেকে আবু হামিদের প্রশ্নঃ

আমি আজ এই চিঠিটি লিখছি আমার এক বন্ধুর জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে। আমার বন্ধুর চাচা একজন ইউএস সিটিজেন। তিনি আমার বন্ধুর বাবার জন্যে অর্থাৎ তার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করেছিলেন। এই আবেদনে ঐ ভাইয়ের সন্তানেরাও অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে আমার বন্ধুর বাবা অর্থাৎ আবেদনকারীর ভাই মারা গিয়েছেন। সে কারণে জানতে চাওয়ার বিষয় হচ্ছে এখন ঐ আবেদনের অবস্থা কেমন হবে?

আবু হামিদের প্রশ্নের উত্তরঃ



প্রথমেই আমাদের জানা থাকা দরকার যে একজন সিটিজেন এবং গ্রিনকার্ডধারী কাদের জন্যে আবেদন করতে পারেন।

একজন গ্রিনকার্ডধারী তার স্পাউস এবং অবিবাহিত সন্তানের জন্যে আবেদন করতে পারেন।

গ্রিনকার্ডধারীর সন্তানদের আবার দুটি ক্যাটেগরী আছেঃ

১। ২১ নিম্ন এবং

২। ২১ উর্ধ বয়সের সন্তান।

২১ নিম্ন বয়সের সন্তানেরা ২-এ এবং ২১ উর্ধ বয়সের সন্তানেরা ২-বি ক্যাটেগরিতে পড়ে।

একজন ইউএস সিটিজেন তার নিম্নে উল্লেখিত আত্মীয়দের জন্যে আবেদন করতে পারেঃ

স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী)

সন্তান (২১ নিম্ন/২১ উর্ধ)বিবাহিত ও অবিবাহিত

মা-বাবা এবং

ভাইবোন

ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী ইউএস সিটিজেন তার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করতে পারেন। তবে একজন ইউএস সিটিজেনের স্পাউস, মাবাবা এবং ২১ নিম্ন অবিবাহিত সন্তানেরা প্রথম প্রেফারেন্সে পড়েন বলে এই ক্যাটেগরীর পড়েন বলে এই ক্যাটেগরীর আত্মীয়দের অপেক্ষা করতে হয়না।

তবে ইউএস সিটিজেনের ভাইবোনেরা চতুর্থ প্রেফারেন্সে পড়েন।এই ক্যাটেগরীর অপেক্ষার সময় আনুসাঙ্গিক দশ বছরের বেশি। আপনার বন্ধুর চাচা তার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করেছিলেন।

এখন দুঃখজনক ঘটনা হচ্ছে আপনার বন্ধুর বাবা ছিলেন বেশি-ফিশিয়ারী এবং তিনি মারা গেছেন। এর ফরে অর্থাৎ বেনিফিশিয়ারীর মৃত্যুর কারণে আবেদনেরও মৃত্যু ঘটেছে। ঐ আবেদনের প্রেক্ষিতে আবেদনের অন্তর্ভূক্ত আর কেউ এদেশে আসার ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন না।

কুইন্স থেকে ইমতিয়াজুল খানের প্রশ্নঃ

আমি কিছুদিন হয় পারমানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ড পেয়েছি। সেকারণে বাংলাদেশে গিয়ে আমার পছন্দের একজন মেয়েকে আমি বিয়ে করতে চাচ্ছি। এখন আমার জানার বিষয় হচ্ছে একজন গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে বাংলাদেশে গিয়ে বিয়ে করার পর আমার স্ত্রীকে এখানে আনার ব্যাপারে আমি উপযুক্ত হবো কিনা? আর গ্রিনকার্ড নিয়ে ঝামেলাহীনভাবে দেশে গিয়ে কতদিন অবস্থান করতে পারব?

ইমতিয়াজুল খানের প্রশ্নের উত্তরঃ

একজন পারমানেন্ট রেসিডেন্ট তার স্পাউস এবং অবিবাহিত সন্তান-এর জন্যে আবেদন করতে পারেন। আপনি একজন পারমানেন্ট রেসিডেন্ট সেজন্যে আপনি আপনার বিবাহিতা স্ত্রীর জন্যে আবেদন করার ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন।

পিটিশনার যদি ইউএস এর গ্রিনকার্ডধারী হন তবে শুধু আই-১৩০ রিলেটিভ পিটিশান ফাইল করতে পারেন। আর বেনিফি-শিয়ারী যদি ইউএস সিটিজেন হন আর বেনিফিশিয়ারী যদি বাংলাদেশী হন হবে আই-১৩০ পিটিশান ফাইলের দরকার নেই। ইউএস সিটিজেনের স্পাউস হবার কারণে বিয়ের পরেই তার স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের জন্যে ফাইল করা যাবে।

গ্রিনকার্ডধারীর স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) দ্বিতীয় প্রেফারেন্সে পড়েন। আর আপনি একজন গ্রিনকার্ডধারী তাই আপনি দেশে একবছরের কম সময় সেখানে অবস্থান করতে পারেন কোন অনুমতি ছাড়াই। আপনার যদি এক বছর বা তার বেশি সময় থাকার পরিকল্পনা থাকে তবে দুই বছরের অনুমতি নিয়ে দেশে গিয়ে অবস্থান করতে পারেন। তবে এতে করে গ্রিনকার্ড পাবার পাঁচ বছর পর সিটিজেনশীপের জন্যে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলেও আপনাকে আবারো একাধারে ক্রমাগত পাঁচ বছর এদেশে অবস্থান করতে হবে।

প্রয়োজনবোধে আপনি একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে কথা বলে আপনার প্রশ্নের সমাধান সম্পর্কে জেনে নিতে পারেন।

আর একটি কথা আমরা প্রায় সবসময় বলে থাকি আর তা হচ্ছে যে আপনার যদি নিয়মিত আমাদের এই বিভাগ পড়েন তবে তা থেকে হয়তো আপনার প্রশ্নের জবাব সম্পর্কে ধারণা নিতে পারবেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

স্বপ্নদ্রষ্টা ভাসানী

অধ্যাপক সারওয়ার মো: সাইফুল্লাহ খালেদ

১৯৭০ সালে দেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা এক ভিন্নমাত্রা নিয়ে দেশবাসীর সামনে উপস্থিত হয়। রাষ্ট্রক্ষমতা কার ওপর ন্যস্ত হবে এ প্রশ্নটি সামনে চলে আসে। আমার বিশ্বাস, মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে যদি ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা ছেড়েও দিতেন তবুও হয়তো পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বিশেষ কিছু করা তার পক্ষে সম্ভব হতো না। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ধারক ও বাহক ছিলেন। ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে তিনি দাবি করে বসলেন, ৯৮ শতাংশ অটোনমি অর্জিত হয়ে গেছে। অধিকন্তু তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের পশ্চিমাঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতি তার দলকে ভেঙে ফেলে। ১৯৫৭ সালে গণচীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইকে ঢাকায় একই মঞ্চে বসে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানী সংবর্ধনা জানান। ১৯৫৭ সালের ৭-৮ জুলাই কাগমারীতে দলের কাউন্সিল অধিবেশনে ভাসানী পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি 'ওয়ালাইকুম আসসালাম' উচ্চারণ করেন।

ভাসানী সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পক্ষে ছিলেন। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বঘেঁষা ভারতের সাথে পাকিস্তানের কাশ্মির সমস্যার বাস্তবতা সে সময়ে পাকিস্তানের যেকোনো দলের যেকোনো প্রধানমন্ত্রীর জন্যই ভাসানীকে অনুসরণ করা শুধু কঠিনই নয়, অসম্ভব ছিল। পাকিস্তানের নিরাপত্তার জন্যই তখন পাশ্চাত্যঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতির প্রয়োজন মনে করা হয়েছিল। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলে এ সমস্যা মুজিবকেও মোকাবেলা করতে হতো। এই বাস্তবতার কারণেই শেখ মুজিব ২৭ জুলাই ১৯৫৭ সালে ভাসানী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি'তে আসেননি। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ইতিবাচক কিছু করার আন্তরিকতা থাকলেও সে সময়ে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার পরিকল্পনা শেখ মুজিবের ছিল না বলেই প্রতীয়মান। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আলাদা করার স্বপ্ন যদি কেউ দেখে থাকেন তবে তা প্রথমে ভাসানীই দেখেছিলেন। অনেকের বিবেচনায় ভাসানী 'স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা'। মওলানা ভাসানী শেখ মুজিবকে পথ দেখিয়ে গেছেন। ২৩ নভেম্বর ১৯৭০ সালে পল্টন ময়দানে ভাসানী তার বক্তৃতায় ১২ নভেম্বর ১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলবর্তী অঞ্চলে প্রলয়ঙ্করী সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাসের প্রসঙ্গ টেনে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃত্বকে এই বলে প্রত্যাখ্যান করেন যে, 'পাকিস্তানের জন্য, দেশের সংহতির জন্য আমরা আত্মত্যাগ করেছি। কিন্তু তার বিনিময়ে আমরা সরকারের হৃদয়হীনতার পরিচয় পেয়েছি।'

সে জনসভায় তিনি 'পূর্ব পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান দেন। সেদিনই বোঝা গিয়েছিল, পাকিস্তানের রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ হচ্ছে এবং আসন্ন পার্লামেন্ট জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে এর প্রতিফলন ঘটবে। এপ্রিল ১৯৬৮ থেকে অক্টোবর ১৯৭০ সাল পর্যন্ত চাকরি ব্যপদেশে করাচি অবস্থান করায় আমার জন্য সেই সময়কালের পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির গতি-প্রকৃতি জানার একমাত্র অবলম্বন 'পাকিস্তান অবজারভার' পত্রিকা। এর বাইরে আর কিছু জানতাম না। ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের সময় করাচির বন্দর রোডে জনতার মিছিল দেখেছি। এখনো বিশ্বাস করি, ১৯৬৯ সালের পূর্ব পাকিস্তানের একক গণ-অভ্যুত্থান আইয়ুব খানকে ক্ষমতা থেকে টেনে নামাতে পারত না যদি অনুরূপ গণ-অভ্যুত্থান পশ্চিম পাকিস্তানেও না ঘটত।



রাওয়ালপিন্ডিতে ১০ মার্চ ১৯৬৯ সালের গোলটেবিল বৈঠকে ভাসানী ও ভুট্টোর যোগদান না করা এবং শেখ মুজিবের ছয় দফা ও পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্রদের ১১ দফার ভিত্তিতে দেশের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের প্রস্তাবের পরিণামে গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়। ২৫ মার্চ ১৯৬৯ সালে আইয়ুব খান সামরিক বাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ালেন। ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালের মধ্যে পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন।

৭ ও ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের সর্বত্র এবং ১৭ জানুয়ারী ১৯৭১ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের ঘূর্ণিঝড়-উপদ্রুত এলাকার ৩০টি আসনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় পরিষদে কারচুপির নির্বাচন সংঘটিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় ঘটে। ৩ জানুয়ারী ১৯৭১ সাল রেসকোর্সের পূর্ব দিকে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতীক, এক অতিকায় নৌকার আকৃতির মঞ্চের ওপর আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সদস্যরা শপথ নিয়েছিলেন। এই শপথনামার এক স্থানে বলা হয়েছে '.....ছয় দফা ও ১১ দফা কর্মসূচির ওপর প্রদত্ত গণরায়ের প্রতি আমরা একনিষ্ঠরূপে বিশ্বস্ত থাকব এবং শাসনতন্ত্রে ও বাস্তব প্রয়োগে ছয় দফা কর্মসূচিভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন ও ১১ দফা কর্মসূচির প্রতিফলন ঘটাতে সর্বশক্তি নিয়োগ করব।' (রফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ১৯৯২ : ৯২)। জাতীয় পরিষদের এই নির্বাচন ও ১৭ ডিসেম্বরের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ বদলে দিলো। ৭ মার্চ ১৯৭১ শেখ মুজিবের ভাষণে সমবেত জনতার মুহুর্মুহু স্লোগান ও গর্জন সেদিনের রেসকোর্সের আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হলো। বুঝতে পারলাম, দেশ এক ক্রান্তিকালে উপনীত হয়েছে।

৯ মার্চ ১৯৭১ পল্টনের এক জনসভায় মওলানা ভাসানী ২৫ মার্চ ১৯৭১ সালের মধ্যে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের প্রতি দাবি জানান। সেদিন তার স্বাক্ষরিত একটি প্রচারপত্রে ছিল- '.....আসুন, আমরা ঘোষণা করি যে, পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।' (রফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ১৯৯২ : ১০০৯) সে দিন তার বক্তৃতা শুনে আমার ধারণা জন্মাল, ভাসানী পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের মর্যাদায় উন্নীত করতে চান যেটা হয়তো পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যেই সম্ভব বলে অনেকের ধারণা। এহেন এ ধারণা যে ভুল নয়, তা জানা যায় ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে দেয়া প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদের শপথ গ্রহণের পর দেয়া বিবৃতি থেকে। (বিবৃতিটি রফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ১৯৯২ : ১১৬-১১৭-তে আছে)

১৫ মার্চ ১৯৭১ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকা এসে রমনা পার্কের পুবে প্রেসিডেন্ট ভবনে ওঠেন। ১৬ মার্চ থেকে শেখ মুজিবের সাথে আলোচনা শুরু করেন। আলোচনার শেষ পর্যায়ে যতদূর মনে পড়ে 'পাকিস্তান অবজারভারে' একটি কার্টুন ছাপা হয়। তাতে দেখা যায়, ইয়াহিয়া খান তার জানালা দিয়ে ঢাকা শহর দেখছেন। যে দিকেই তাকান দেখেন শহরের প্রতিটি দালানের ছাদে সবুজ পটভূমিতে লাল বৃত্তের ভেতর সোনালি মানচিত্রসংবলিত 'স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা' উড়ছে। কেবল তার দালানেই উড়ছে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা। এর অর্থ দাঁড়ায়- ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশের কেউ নন।

২৫ মার্চ ১৯৭১ বিকেলের দিকে ঢাকা স্টেডিয়ামের দিকে যাই। স্টেডিয়ামের পশ্চিম গেটের সামনের রাস্তায় একটি পথ সভা হচ্ছিল। দেখলাম ছাত্রনেতা নূরে আলম সিদ্দিকী বক্তৃতা দিচ্ছেন। তিনি পশ্চিম দিকে মুখ করে ডান হাত বাতাসে আন্দোলিত করে কাব্যিক ভাষায় যা বলেছেন, তা অনেকটা এরকম- '.....কাল যদি ঝড় আসে। রাস্তায় ট্যাংক-কামান-বন্দুক নিয়ে সেনাবাহিনী আপনাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, আপনারা কি পালিয়ে যাবেন? আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়াবেন? না। আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাবো.....'। এর থেকে বোঝা যায়, ২৫ মার্চ ১৯৭১-এর রাতে কী ঘটবে, তা জনগণ না জানলেও আওয়ামী লীগের অনেকে জানতেন। সে দিনই রাত ৮টার দিকে রেডিওতে প্রচারিত হলো- ইয়াহিয়া খান ও ভুট্টো আলোচনা অসমাপ্ত রেখে ঢাকা থেকে করাচি চলে গেছেন।

পরদিন সকালে উঠে শুনলাম, শহরে কার্ফু জারি করা হয়েছে। দুপুরে বেরিয়ে ঢাকা শহরের দিকে যেতে প্রথমেই নজর পড়ল শাহবাগে 'দৈনিক পিপল' অফিসের দিকে। অফিসটি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। শুনলাম, অফিসের লোকেরা উত্তর দিকে নবাব বাড়ির দেয়াল টপকে পরীবাগের রাস্তা দিয়ে অনেকেই পালিয়ে যেতে পেরেছেন। এর পাশে রাস্তায় টিনের ছোট টঙ দোকানগুলোর ক'টিতে আগুনের তাপে চাপতে চাপতে টঙের কোণে গিয়ে পুড়ে ছাই হয়ে বসে আছে এর মালিক। সেখান থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের দিকে গেলাম। এটি ভেঙে গুঁড়িয়ে বেদির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। পশ্চিম দিক দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। দেয়ালে গুলি ও রক্তের দাগ। তবে লাশ দেখা যায়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের গেটে গেলাম দক্ষিণ দিক দিয়ে। হলের ভেতরে ঢুকলাম না। মাঠের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে দাঁড়িয়ে দূর থেকে দেখলাম, মাঠের উত্তরপূর্ব কোণে শ্যামলা পাতলা এক ত্রিশোর্ধ্ব মহিলা ধীর পায়ে হেঁটে মাঠের উত্তর পাশ ঘেঁষে পশ্চিম দিকে আসছেন। শোক-বিহ্বল। চুল এলোমেলো। পরনের মিলের নীল শাড়িটি কোমর থেকে নেমে এর পেছনে মাঠের ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁচড়ে চলেছে। মনে হলো- কাঁদতে কাঁদতে কাকে যেন খুঁজছেন। তার কে যেন হারিয়ে গেছে। সেখান থেকে এসএম হলে এলাম। হলের সামনে দক্ষিণের রাস্তা থেকে দেখলাম, ট্যাংকের গোলায় হলের দোতলার বারান্দার উপরিভাগ ছিদ্র হয়ে গেছে। রাস্তায় চলতে চলতে কোথাও কোথাও দেখেছি, তখনো আগুন জ্বলছে। মধ্যরাতে শহরের ওপর দিয়ে আগুন ও গোলাবারুদের নারকীয় তান্ডব বয়ে গেছে।

ভাবতে অবাক লাগে, একটি স্বাধীন দেশের সরকার তার নিজ দেশের নিরস্ত্র জনগণের ওপর কী করে রাতের অন্ধকারে ট্যাংক মেশিনগান গোলাবারুদ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারল? এর পরও এ অঞ্চলের জনগণ পাকিস্তানের সাথে থাকতে পারে? না, থাকা সম্ভব? বাঙালী নেতৃত্বের কর্মপ্রবাহ যদি পাকিস্তানের অভিযোগ মতে, তার 'বহি-ঃশত্রু'র' সংযোগেও হয়ে থাকে তবু যেকোনো সভ্য লোক রায় দেবেন, পাকিস্তান সেনাবাহিনী ২৫ মার্চ ১৯৭১ সালের 'শূন্য' ঘণ্টায় যা করেছে, তা কোনোক্রমেই কারো সমর্থন পাওয়ার মতো নয়। উদ্ভূত সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান হতে পারত। এর পরিবর্তে যা করা হলো তার জন্য দায়ী পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এবং এর বেসামরিক দোসররা। পাকিস্তান নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করেছিল। আইয়ুব খানের দীর্ঘ এক দশকের স্বৈরাচারী শাসন পাকিস্তানের সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার এমন শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে উন্নীত করেছিল যে, এদের নিয়ন্ত্রণে আনা ও রাখা যেকোনো ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক শক্তির পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল।

পাকিস্তানের 'অখন্ডতা'য় যারা বিশ্বাসী এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে যারা 'মর্মাহত' তারা আজ নির্দ্বিধায় স্বীকার করেন, মুজিবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ইয়াহিয়া ও ভুট্টো মহাভুল করেছেন। তাই অনেকের ধারণা, শেখ মুজিব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলে এবং আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে ছয় দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন তো দূরের কথা, ছয় মাসও ক্ষমতায় থাকতে পারতেন না তিনি। যাহোক, শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করা ইসলামাবাদ প্রশাসনের জন্য বুমেরাং হয়েছে।

১৯৫৭ সালে মওলানা ভাসানীর হাতে রোপিত বীজের ১৩ বছর বয়সী বৃক্ষের মগডালে উঠে পূর্ব পাকিস্তানের 'বাংলাদেশ' নামকরণ করে শেখ মুজিব ১৯৭০ সালে 'জয় বাংলা' স্লোগান দিয়েছেন। অন্য দিকে পশ্চিমা সংবাদমাধ্যমগুলো ভাসানীকে 'প্রফেট অব ভায়োলেন্স' অভিধায় ভূষিত করেছিল। পরিশেষে মুক্তিযুদ্ধ নামক এক অপরিহার্য 'ভায়োলেন্সের' মধ্য দিয়েই ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল।

লেখক: অর্থনীতির অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও ভাইস প্রিন্সিপাল, মহিলা সরকারি কলেজ, কুমিল্লা।

MITU DISABILITY CENTER

ROMJAN (Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

37-47 73 ST. #215, JAKSON HEIGHTS NY 11372

TEL: 718-701-2666

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist
পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 686 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

Alam Podiatry, P.C.

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

মানুষের জীবনকে ওষুধ কোম্পানির মুনাফার উপরে স্থান দিতে হবে



প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস

মানুষের ইতিহাস মূলত সম্মিলিত স্বার্থে পরিচালিত হবার ইতিহাস, ব্যক্তি স্বার্থে নয়। অর্থনীতিবিদরা আমাদেরকে এটা বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছেন যে, আমরা কেবল ব্যক্তিস্বার্থেই পরিচালিত হই, আর এজন্য ব্যক্তিগত মুনাফা সর্বোচ্চ করতে কাজ করি। এখন সময় হয়েছে ব্যবসাকে পুরোপুরি সমাজের চাহিদা পূরণের কাজে নিয়োজিত করে সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে আমাদের মূল পরিচয়কে পুনারুদ্ধার করা; মুনাফা কখনোই মানুষের মঙ্গল ও জীবনের বিনিময়ে অর্জিত হতে পারে না। এটা আরও বেশি সত্য আমাদের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে- যাকে ১৯৪৬ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংবিধানে একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। আমি তখন মাত্র ৬ বছরের শিশু।

এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, ঔষধ শিল্প- যা কোভিড-১৯ এর এই সময়ে নিরাপদ ও কার্যকর ভ্যাকসিন তৈরির জন্য সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে- করদাতাদের অর্থে অর্জিত উদ্ভাবনের ফসল নিয়ে গোপন একচেটিয়া চুক্তি করেছে, যেখানে কি-না তাদের উচিত ছিল এই ভ্যাকসিনের বুদ্ধিবৃত্তিক স্বত্বাধিকার ও প্রযুক্তি মানবতার পরবর্তী মহৎ কর্মে স্বেচ্ছায় হস্তান্তর করে দেওয়া। এই ভ্যাকসিনকে পৃথিবীর সকল জায়গায়, সকলের কাছে সম্ভাব্য সবচেয়ে কম খরচ ও সময়ে পৌঁছে দেওয়া।

এখানে ভুল বুঝাবুঝির কোনও সুযোগ নেই। আমরা যদি একযোগে, সম্মিলিতভাবে এই কাজ করতে ব্যর্থ হই তাহলে এর ফলাফল হবে ভয়ানক ও দীর্ঘস্থায়ী। এরই মধ্যে ইউরোপ ও আমেরিকার ধনী দেশগুলো এই ভ্যাকসিনের বৈশ্বিক সরবরাহের প্রায় সবটাই তাদের জনগণের স্বার্থে তাদের নিজেদের দখলে নিয়ে গেছে এবং এর ফলে নিম্ন আয়ের দেশগুলো ভ্যাকসিন পাবার ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে পড়েছে। আমরা যখন ২০২১ সালের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত, তখন এই মহামারীর একটি ভ্যাকসিন-চালিত পরিসমাপ্তির সম্ভাবনার পরিবর্তে বরং এক বিরাট নতুন সামাজিক বিভাজন দক্ষিণ গোলার্ধের অনেকের মধ্যেই ভীতি ও ক্রোধের সৃষ্টি করতে যাচ্ছে, যাদের ভ্যাকসিন আছে ও যাদের নেই- এই বিভাজন।

এই মহামারী যত বিস্তৃত হবে তত বেশি মানুষ মৃত্যুবরণ করতে থাকবে এবং এই ভাইরাসও তত বেশি পরিবৃত্তির ও ভ্যাকসিন-প্রতিরোধী হবার সুযোগ পাবে। এর ফল হবে সর্বত্র ভাইরাসটির নতুন নতুন প্রবাহের ঝুঁকি।

অপরদিকে কোভ্যাক্স (COVAX) এর মতো প্রশংসনীয় বর্তমান পদ্ধতি সত্ত্বেও ২০২১ সালের শেষে পৃথিবীর সর্বত্র এই ভ্যাকসিনের পর্যাপ্ত ডোজ নিশ্চিত করা যাবে না। উত্তর গোলার্ধ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক ড. টেড্রোস এর এই জরুরি সতর্কবার্তা শুনতেই চাচ্ছে না যে, "সকলকে নিরাপদ না করা পর্যন্ত কেউই নিরাপদ নয়।" আগামী দীর্ঘ একটি বছরে সকল দেশকে জরুরিভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষার সামগ্রীসমূহ সংগ্রহ করতে হবে, সর্বনিম্ন খরচে সকলের জন্য কার্যকর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে এবং সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণদের- যেমন স্বাস্থ্যকর্মী ও বয়স্ক মানুষদেরকে যত দ্রুত সম্ভব ভ্যাকসিন দিতে হবে।

আর এ কারণে প্রায় ১০০টি দেশ সকল কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ও এর চিকিৎসা প্রযুক্তির প্যাটেন্ট ও বুদ্ধিবৃত্তিক মালিকানার ওপর একটি ব্যাপক-ভিত্তিক সাধারণ স্বত্বত্যাগ জারি করতে এ মাসে WTO-তে একটি প্রস্তাবে সমর্থন দিচ্ছে। এই প্রস্তাবের নেতৃস্থানীয় কো-স্পন্সর দক্ষিণ আফ্রিকা, যেখানে HIV/AIDS মহামারীতে এরই মধ্যে বিপুল মানুষের নিরর্থক প্রাণহানির মর্মান্তিক ইতিহাস রয়েছে।

এই ভ্যাকসিনকে প্যাটেন্ট-মুক্ত করার সাধারণ একটি ঘোষণার মধ্য দিয়েই পরিস্থিতির নাটকীয় উন্নতি সম্ভব। কিন্তু দুঃখজনক যে, মানুষের জীবন রক্ষার- বিশেষ করে জনবহুল দেশগুলোতে- এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে পৃথিবীতে বরং একটি উত্তর-দক্ষিণ বিভাজন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও জাপানের মতো ধনী দেশগুলো এখনও এই রেজ্যুলেশনের বিরুদ্ধাচরণ করে আসছে- যে রেজ্যুলেশন স্বল্প আয়ের দেশগুলো কর্তৃক তাদের নিজেদের জনগণের জন্য স্বল্পতম খরচে, বুদ্ধিবৃত্তিক অধিকারস্বত্ব ভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত হবার ভয়ে ভীত না হয়ে, কোভিড-১৯ মোকাবেলায় জীবন রক্ষাকারী চিকিৎসা প্রযুক্তি পাবার সুযোগ তৈরি করে দিতে পারে।

এটা সম্ভবত আরও দুঃখজনক যে, ব্রাজিল তার দীর্ঘদিনের অবস্থান থেকে সরে এসে সেসব দেশের সাথে হাত মিলিয়েছে যারা এই ভ্যাকসিনের প্যাটেন্ট-মুক্ত উৎপাদনের বিরোধিতা করে আসছে।

বিশ্ব নেতাদের এখন সময় এসেছে এটা প্রমাণ করা যে, কাউকে পেছনে ফেলে না রাখতে "চেষ্টার কোনও ত্রুটি না করার" তাদের যে ঘোষণা তার প্রতি তারা আসলেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাদের এখন বিশ্ববাসীকে দেখাতে হবে যে, তাদের কথার চেয়ে কাজের জোর বেশি।

চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মেরকেলের নেতৃত্বে ইউরোপীয় ইউনিয়নের আসন্ন সম্মেলনের পূর্বে ইউরোপের সরকার প্রধানদের এখনই ঠিক করতে হবে, তারা তাদের ওষুধ কোম্পানিগুলোর স্বার্থের দিকে চেয়ে তাদের দৃষ্টি নিজ নিজ দেশের ভেতরেই সীমাবদ্ধ রাখবেন, নাকি ভ্যাকসিন পুঁজিবাদকে পরিত্যাগ করে পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্বল মানুষগুলোর সাথে সংহতি প্রকাশ করবেন। ইউরোপ যদি দক্ষিণ গোলার্ধের সাথে মিলিত হয়ে মানুষকে প্যাটেন্টের উপরে স্থান দেয় ও অধিকারস্বত্ব ত্যাগে দেশগুলোকে সহায়তা করে, তাহলে WTO-তে উত্থাপিত রেজ্যুলেশন অনায়াসে তিন-চতুর্থাংশ ভোটে পাশ হয়ে যাবে।

পরিবেশ সংকট এরই মধ্যে পৃথিবীতে মানবজাতিকে সবচেয়ে বিপন্ন প্রজাতিতে পরিণত করেছে। এখন মহামারী দক্ষিণ গোলার্ধকে ভ্যাকসিনবিহীন এবং আরও খারাপ ও নকল ভ্যাকসিনে সয়লাব করে পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে ধাবিত করতে যাচ্ছে। এই ভ্যাকসিন উৎপাদনের ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক অধিকারস্বত্ব বাতিলের একটি সরল সিদ্ধান্ত বিপুল সংখ্যক মানুষকে রক্ষা করতে পারে- যেমনটি পোলিও ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে ঘটেছিল।

পৃথিবীর সকল প্রান্তে সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে ও খরচে একটি নিরাপদ ও কার্যকর কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন পৌঁছে দিয়ে আমরা মানবজাতি পৃথিবীর বুকে একত্রে টিকে থাকার সক্ষমতায় আমাদের পুনর্জীবিত আস্থার মধ্য দিয়ে একটি নতুন যুগের ভিত্তি রচনা করতে পারি এবং আমাদের এই বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করতে পারি যে, আমরা মানবকুল পৃথিবীর "সবচেয়ে বিপন্ন প্রজাতি" থেকে আমাদের অবস্থানকে "উদ্ধারকারী প্রজাতি"তে পরিবর্তিত করতে সক্ষম। আশা করছি ইউরোপীয় নেতৃবৃন্দ এই ঐতিহাসিক সুযোগ হাতছাড়া করবেন না।

উল্লেখ্য, প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনকে একটি "সর্বসাধারণের সাম্রী" ঘোষণার লক্ষ্যে একটি বৈশ্বিক প্রচারণা শুরু করেছেন যেখানে তার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ২৪ জন নোবেল লরিয়েট এবং আরও শতাধিক খ্যাতনামা বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্ব। কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ও সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা প্রযুক্তিগুলো পৃথিবীর সর্বত্র সহজলভ্য করার জন্য এগুলোর বুদ্ধিবৃত্তিক মালিকানা ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন বাধা-নিষেধ দূর করতে তার এই আহ্বানে এ পর্যন্ত পৃথিবীর ১০ লাখেরও বেশি মানুষ যোগ দিয়েছেন।

অনুবাদ: কাজী নজরুল হক

চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মেরকেলের নেতৃত্বে ইউরোপীয় ইউনিয়নের আসন্ন সম্মেলনের পূর্বে ইউরোপের সরকার প্রধানদের এখনই ঠিক করতে হবে, তারা তাদের ওষুধ কোম্পানিগুলোর স্বার্থের দিকে চেয়ে তাদের দৃষ্টি নিজ নিজ দেশের ভেতরেই সীমাবদ্ধ রাখবেন, নাকি ভ্যাকসিন পুঁজিবাদকে পরিত্যাগ করে পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্বল মানুষগুলোর সাথে সংহতি প্রকাশ করবেন।

এলোমেলো ভাবনা

(শেষের পাতার পর)

বাতাসে উড়িয়ে দিয়েছে। পড়ছে তো পড়ছেই। শোয়েব জানালার পাশে বসে একমনে তুষারপাত দেখছিলো। এমন সময় বেজে উঠলো ফোন।

-হ্যাঁলো, ওপাশে ডালিয়ার কণ্ঠ।

কেমোন আছো? আমি কিন্তু কফির মগে চুমুক দিচ্ছি। আর তুষারের উড়াউড়ি দেখছি। মন ভালো লাগার দিন আজ।

-চমৎকার। আমার এখন এক কাপ চা হলে ভালো হয়। এই সীজনের প্রথম তুষারপাত। মন্দ না, ভালোই লাগছে।

তোমার চা, মানে-দুই ব্যাগ টেটলি চা পাতা। দীর্ঘ সময় চুলোয় ফুটানো। সাথে ড্যানোর দুধ আর বংলাদেশের একদম খাঁটি খেজুরের রসে তৈরী গুড়।

এইতো ?

-একদম। তবেই হল চা, ঠিক আছে।

আচ্ছা আমাদের মহান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সাহেবের খবর কি? ইদানীং বেশ চুপচাপ দেখছি। কবে যাচ্ছেন তাঁর নতুন আবাসে। ডালিয়া জানতে চাইলো।

-কোথায়?

আবার কোথায়, ফ্লোরিডায়।

-মার-এ-লাগোর প্রেসিডেন্টের প্রতিবেশীরাতো তাঁকে চায়না।

চায়না মানে। তাঁর নিজের জায়গা। এতো বড় এস্টেট।

-কিন্তু সেখানকার বাসিন্দারা চান না প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাদের প্রতিবেশী হোন! বোঝেছো?

কিন্তু কেন। কেন নেইবাররা রাজি নয়।

-মার-এ-লাগো একটি ক্লাব হাউস। মালিকানা ট্রাম্পের হলেও সেখানে অনেক পরিবার বসবাস করেন। তারা নিরিবিলি থাকতে চান। এমোন সেলিব্রিটি লাইফ ষ্টাইল তাঁদের পছন্দ নয়। এছাড়া প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সাথে সেই ১৯৯০ এবং ৯৩ সালে সেখানের বাসিন্দাদের সাথে করা চুক্তি অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট সেখানে থাকতে পারবেন না। এনিয়ে ৯৩ সালে উভয় পক্ষে বিরোধ দেখা দিলে বিষয়টির নিয়ে পাম বিচের নগর কাউন্সিল কার্যালয়ে শুনানি হয়। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পক্ষে তাঁর আইনজীবী শুনানিতে উপস্থিত হয়ে ট্রাম্প সেখানে থাকবেন না এইমর্মে অঙ্গিকার করেছিলেন। মার-এ-লগোর প্রতিবেশীরা ইতিমধ্যে পত্র মারফত তাঁকে এ বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য কথার পিঠে যেমন কথা থাকে-এর পিঠে আইনী হুমকিও আছে।

তাহলে এখন কি হবে। প্রেসিডেন্ট কোথায় উঠবেন। নিউইয়র্কের ট্রাম্প টাওয়ারে?

-তাতো বলতে পারছিনা। তাঁর প্রধান অ্যাটর্নী মিষ্টার রুডি জুলিয়ানী কিছু বলেন নি এখনও।

তা তিনি কোথায়। তিনি কি পুরোপুরি সুস্থ এখন। নাকি আইসোলেশনে আছেন। হাসপাতাল ছেড়ে যাওয়ার পর থেকে তাঁর আর কোন খবর নেই। শুনলাম হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প একটি সভা করেছেন। যেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দায়মুক্তিতে ক্ষমা পাওয়া রাশিয়া কানেকশনে অভিযুক্ত একসময়ের নিরাপত্তা উপদেষ্টা মাইকেল ফ্লিন এবং ট্রাম্পের আইনজীবী প্যানেল থেকে বহিস্কৃত অ্যাটর্নী সিডনী পাওয়েল। পত্রিকায় দেখেছিলাম প্রেসিডেন্টকে ফ্লিন মার্শাল ল জারি করার আহবান জানিয়েছিলেন।

সভায় কি হলো। প্রেসিডেন্ট শেষ সময়ে একটা ঝামেলা পাকানোর চেষ্টা করছেন হয়তো।

-শোন, প্রেসিডেন্টের মন কিছুতেই মানছেনা ক্ষমতা ছেড়ে দিতে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বলে কথা। কত ক্ষমতা। কত রকমের আরাম-আয়েশ, আহা!

তাতো বটেই। তিনি ভেবেছিলেন আরেক ট্রাম অনায়াসেই জিতে আসবেন। আরো চার বছর ক্ষমতায় থাকবেন। কিন্তু বিধি বাম। এক ট্রামের প্রেসিডেন্ট এই শব্দটা তাঁর সাথে কেমোন বেমানান!

-ঠিক বলেছো। তা সবকিছু চাইলেই হয় না। তাঁর নাম ইতিহাসে লেখা থাকবে এক ট্রাম প্রেসিডেন্ট কার্টার, সিনিয়র বুশ তাঁদের সাথে। তাঁকে কিভাবে সম্মানজনক ভাবে বিধায় দেয়া যায় একদল এখন

এনিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করেছেন শুনলাম। তাঁর রিপাবলিকান পার্টির কেউ কেউ বলছেন তাঁর নামে ফাইজারের ভ্যাকসিনের নাম যেমোন ট্রাম্প ভ্যাকসিন করা যেতে পারে।

কিন্তু তিনিতো করোনার নাম দিয়েছেন চায়নিজ ভাইরাস ! তাঁর নামের সাথে এটা মানাবে?

-এটা আরো ভালো মানাবে। চায়নিজ ভাইরাস পরাস্ত করেছেন ডোনাল্ট ট্রাম্প, মহান আমেরিকান প্রেসিডেন্ট! তবে নিউইয়র্ক টাইমস-এ দেখলাম রাশিয়া আমেরিকায় সাইবার হামলা চালিয়েছে বলে তাঁর পররাষ্ট্র মন্ত্রী পম্পেও অভিযোগ করেছেন। কিন্তু এব্যাপারে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প রহস্যজনকভাবে একদম নিরব। তিনি মুখে কুলুপ এঁটেছেন। তাঁর নিরবতার কঠোর সমালোচনা করেছেন তাঁরই দলের সিনেটর মিট রমনি।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনতো আবার তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

-শোন, সবই রাজনীতি। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এমনিতে সময় ভাল যাচ্ছে না। কত চিন্তা তাঁর।

দীর্ঘ দিনের সকল জঞ্জাল সাফ করে সবকিছু গুছানো প্রয়োজন এতো সময় কোথায়। হোয়াইট হাউসে বিধায়ের সুর, সবই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত।

আচ্ছা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নতুন প্রেসিডেন্ট বাইডেনের শপথ অনুষ্ঠানে থাকবেন কিনা এখনও বলেন নি।

তার মানে তিনি থাকছেন না। দেশের কথা না হয় বাদ দিলাম কিন্তু বহিবিশ্ব সেটা কি ভাবে নেবে।

-এখন পেন্ডামিক জমানা। যে কোন রাষ্ট্রতো পরের কথা মানুষের সাধারণ জীবন যাপন সীমিত। বিয়ে-শাদি, জন্মদিন, বিবাহ বার্ষিকী এমন কি দাফন-কাফন সব ভার্চুয়াল। সেখানে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান!

প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত জোসেফ বাইডেন তো বলছেন- ভার্চুয়াল অনুষ্ঠান হবে। ঘরে বসে যেনো লোকজন টিভিতে দেখে। হয়তো শেষ পর্যন্ত মুখ রক্ষার খাতিরে কোন অজ্ঞাত স্থান থেকে তিনিও যোগ দেবেন ভার্চুয়ালি। চাইলে সেই পুরনো গাজির গীতও ধরতে পারেন ....। আবার চাইলে নিজেকে ক আ (!) ঘোষণা করতে পারেন! তা হতে পারে।

প্রেসিডেন্ট একদিন ফাষ্ট লেডীকে নিয়ে মাউন্ট রাশমোরে বেড়াতে গেলেন। গ্রেনেটে খুদাই আমেরিকার জাতির পিতা জর্জ ওয়াশিংটন, টমাস জেফারসন, দিওডোর রোজাভেল্ট ও আব্রাহাম লিংকনের আবক্ষ স্কাল্পচার দেখে ফাষ্ট লেডী অভিভূত। প্রেসিডেন্ট কে জিজ্ঞেস করলেন হানি এরা কাঁরা?

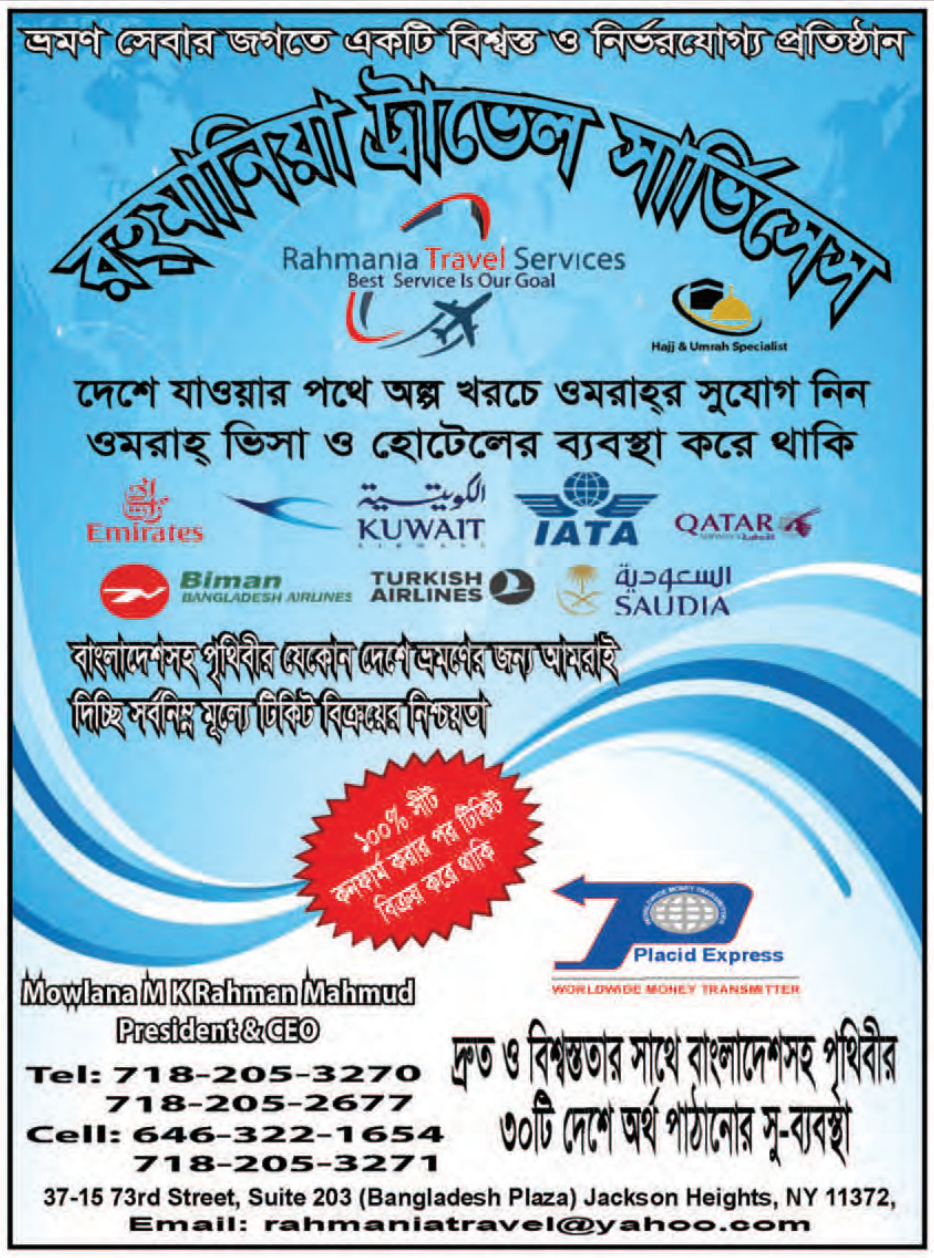
প্রেসিডেন্ট বললেন- হানি তাঁরা সবই আমেরিকার গ্রেট প্রেসিডেন্ট। তা হলে তুমি বুঝি গ্রেট নও ? অবশ্যই, কি বলো- আমি হচ্ছি ডবল গ্রেট! তাহলে তুমি এখানে নেই কেন? সাথে সাথে প্রেসিডেন্ট তলব করলেন তাঁর প্রদান আইনজীবকে।

বললেন- তুমি তাড়াতাড়ি এদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করো। কি জন্য স্যার, আইনজীবী মহোদয় জানতে চাইলেন। প্রেসিডেন্ট বললেন আমি এখানে কেন নেই! এটা হয়ে যাবে স্যার মামলার দরকার নেই, এটা সময়ের ব্যাপার। হয়ে যাবে মানে? দুঃখিত স্যার, এটা নিজে দেখে যাবার কোন নিয়ম নেই! তবে ২শ পার্সেন্ট গ্যারান্টি স্যার হবে, এটাতো আপনার মতো গ্রেটদের স্মরণে। তবে...তবে কি?

স্যার, এই যতো গ্রেটম্যান দেখছেন তাঁরা ইহজগতে নেই স্যার! (চলবে)

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372





ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সার্পোট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

সোমালিয়া থেকে ট্রাম্পের প্রস্থান



মো: বজলুর রশীদ

বিশ্বের দরিদ্রতম দেশের একটি সোমালিয়া। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ যদিও অনেক খ্রিষ্টান রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার ২২টি দেশ নিয়ে আরব বিশ্ব গঠিত। সোমালিয়াও আরব দেশ। অথর্ব সরকারের কর্মকান্ড ও নিজের ভোগবিলাসের লালসা এর সমস্যা ও দুর্দশাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। সোমালিয়ায় সংবিধান অনুসারে, প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রের প্রধান এবং প্রধানমন্ত্রী সরকারপ্রধান যাকে প্রেসিডেন্ট নিয়োগ দেন; আর সংসদ অনুমোদন দেয়। সোমালিয়ার আরেক পরিচয়, জলদস্যুর ঘাঁটি। আন্তর্জাতিক জলসীমায় বাণিজ্যিক জাহাজ ও তেলের ট্যাংকারে নির্মম অভিযান চালায় ওরা। সোমালিয়ার সামাজিক সমস্যাও প্রকট। সোমালি মেয়েদের খতনা করা হয়। অনেক দেশে এটি নিষিদ্ধ এবং অনেক দেশ বেআইনি ঘোষণা করেছে এটাকে। কিন্তু সোমালি সমাজে এই রীতি গভীরে প্রোথিত। ফলে মেয়েরা নির্যাতন, রোগ ও মৃত্যুর শিকার হচ্ছে। যথাযথ আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও বিচার কার্যক্রমের অভাবে এটাকে তিরোহিত করা যাচ্ছে না। একই সাথে বাল্যবিয়েও চালু আছে।

গত ৪০ বছরে সোমালিয়ায় ডজনখানেক দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছে। নিকটাতীতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল ২০১০-১২ সালে, ২০১৪ ও ২০১৬-১৭ সালে। খরা ও গোষ্ঠীগত বিরোধে সোমালিরা মানবিক সহায়তার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকেন। খাবারের দাম আকাশচুম্বী, লাখ লাখ সোমালি জানেন না তাদের পরবর্তী আহার কোত্থেকে আসবে। ২০১১ সালে দুর্ভিক্ষে দুই লাখ ৬০ হাজার জনের মৃত্যু হয়। মানুষ খাবার ও পানীয় জলের জন্য পশুর প্রস্রাব পর্যন্ত পান করেছিল। চলতি বছরের গোড়ার দিকে যেসব কৃষিজাত ফসল জমিতে ছিল, সেগুলো পঙ্গপাল খেয়ে শেষ করেছে। জাতিসঙ্ঘ জানায়, এই বছর সোমালিয়া ও ইথিওপিয়াকে যে পঙ্গপাল আক্রমণ হয়েছে তা গত ২৫ বছরে দেখা যায়নি। বিশাল ঝাঁকে ৩৬০ বিলিয়ন পঙ্গপাল থাকে, এগুলো ওড়ার সময় সূর্যকেও আড়াল করেছে।

সরকারি ও আধাসরকারি কর্তৃপক্ষ পানি সরবরাহব্যবস্থা ভোগ করে। স্বাস্থ্যগত যেসব অসুখে সোমালিরা বেশি মারা যান তার মধ্যে রয়েছে ডায়রিয়া, কলেরা, যক্ষ্মা ও ম্যালেরিয়া। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়াও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব সোমালিদের নিঃশেষ করে দিচ্ছে। রাজধানী মোগাদিসুতেই দুই ইসলামী গোষ্ঠী কর্তৃত্বের জন্য লড়াই করে। এক দল সুফি ভাবধারার এবং তারা মধ্যপন্থী; অপর দল আল শাবাব 'মৌলবাদী' ও উগ্র। কোনো বিরতি ছাড়াই পক্ষদ্বয় ১৯৯১ সাল থেকে লড়াই করে আসছে। যুক্তরাষ্ট্র আল শাবাবকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য বহুদিন ধরে যুদ্ধ করে আসছে। আল শাবাব তাদের ঘোষণা মতে, শরিয়া আইন পুরোপুরি চালু করতে চায়। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মহল শান্তির চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। এমন ভয়াবহ রাজনৈতিক দুর্যোগের মধ্যে সোমালিয়ার এক বিরাট অংশ 'সোমালিল্যান্ড' নামে স্বাধীন হতে চায়, স্বাধীনতার ডাক দিয়েছে এই স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল। সোমালিল্যান্ডে ভিন্ন মুদ্রা, সেনাবাহিনী, পাসপোর্ট রয়েছে। তারা দাবি করে– এ অঞ্চলের লোকদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি আলাদা, নৃতাত্ত্বিকভাবেও তারা ভিন্ন। ২০০৮ সাল থেকে সোমালিয়ার চেয়ে তুলনামূলক শান্ত এই এলাকা। এ মুহূর্তে সোমালিল্যান্ডের সাথে সংঘর্ষ বাধিয়ে পরিস্থিতি জটিল করতে চায় না সোমালিয়া। সোমালিল্যান্ডের সাথে তাইওয়ান গোপন সম্পর্ক করেছে। চীনের সাথে বাড়ন্ত-বিরোধের কারণে তাইওয়ান গত ফেব্রুয়ারিতে করা গোপনচুক্তি ও সম্পর্কের বিষয়টি মিডিয়ায় প্রকাশ করেছে। আন্তর্জাতিক বাহিনী সোমালিয়া উপকূলে জলদস্যুতাবিরোধী টহল দেয়। এই টহল দলে চীনের নৌবাহিনী শক্তিশালী ভূমিকা পালন করছে। পাশের জিবুতিতে চীনের নৌঘাঁটি রয়েছে।



আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের শেষ দিনগুলোর দিকে এখন সবার নজর। বিশেষ করে সামরিক দিক দিয়ে তিনি কোথায় সেনা পাঠাচ্ছেন বা সেনা প্রত্যাহার করছেন; সেগুলো বিশেষ বিবেচনা রাখে। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সেনাঘাঁটি নিয়ে নতুন প্রেসিডেন্ট বাইডেন কী করবেন, সেসবও ট্রাম্প ভাবছেন মনে হয়। গত নভেম্বরে ক্রিস্টোফার মিলার, প্রতিরক্ষা সচিব ঘোষণা দিয়েছেন, আফগানিস্তানে সেনাসদস্য ৪,৫০০ থেকে ২,৫০০ এবং ইরাকে ৩,৫০০ থেকে ২,৫০০-তে নামিয়ে আনছেন। সোমালিয়া থেকেও সেনা প্রত্যাহার হচ্ছে। যদিও আল শাবাব বাহিনীর সাথে যুদ্ধ ও সংঘাত চলছে, এ বাহিনী ক্ষিপ্রতার সাথে প্রশিক্ষিত সেনাদের হত্যা করছে। সোমালি স্পেশাল ফোর্স দানাবকে প্রশিক্ষণের জন্য কিছু আমেরিকান প্রশিক্ষক থেকে যাবেন। সোমালিয়ায় ক্ষমতার পালা বদলের সময় সবাই শপথ করেই, আল শাবাবকে 'খতম' করা হবে। কিন্তু রাজনৈতিক মঞ্চে নিজেরাই 'খতম' হয়ে যাচ্ছেন। আল শাবাবকে পশ্চিমারা 'মৌলবাদী ইসলামী দল' বলে ডাকে। পশ্চিমা শক্তি মূলত আল শাবাবকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য যুদ্ধ করলেও তারা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সোমালিয়ায় আইএসেরও বড় বড় ঘাঁটি রয়েছে। সময় সময় এসব ঘাঁটি লক্ষ করে যুক্তরাষ্ট্র বিমান হামলা চালায়। ওয়াশিংটনের মূল উদ্দেশ্য হলো আল শাবাব ও আইএসকে নিশ্চিহ্ন করা। প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সময় ড্রোনের মাধ্যমে পাকিস্তান, সোমালিয়া ও ইয়েমেনে ৫৬৩ বার বোমা হামলা করা হয়েছিল। যুদ্ধ এলাকার বাইরে বোমা বর্ষণ এমন এক জঘন্য কাজ, যা আন্তর্জাতিক আইনে নিষিদ্ধ ও মানবতাবিরোধী। কিন্তু ওবামার সময় মিডিয়া ব্ল্যাকআউটের কারণে এসব তথ্য এবং পেন্টাগনের বোমা বর্ষণের দৈনিক প্রতিবেদন দিনের আলো দেখেনি। ওবামাকে 'ম্যাককুইন অব এরিয়েল ডেথ' নামে ডাকা হতো।

ওয়াশিংটন আল শাবাব নিয়ে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে সেনা প্রত্যাহার করছে। দুর্ভিক্ষপীড়িত ও হতদরিদ্র দেশে বোমা হামলা করেও তাদের নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হয়নি। যুদ্ধ-পরিশ্রমী নেতা মোহাম্মদ ফারাহ আইদিদকে ধরতে গিয়ে ১৮ জন আমেরিকান সৈন্য প্রাণ হারালে ক্ষিপ্ত হয়ে সোমালিয়াতে বিমান থেকে ব্যাপক ক্রুজ মিসাইল ও বোমা হামলা চালায় মার্কিনিরা। ওবামার আমলেও আল শাবাবের ওপর ব্যাপক হামলা চালানো হয়েছিল। এতে আহমদ আবদি গোদানে মৃত্যুবরণ করেন। গোদানে 'আলকায়েদার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন' মর্মে ওয়াশিংটন মিডিয়ায় প্রকাশ করে। তার মৃত্যুতে আল শাবাব শান্তিরক্ষী বাহিনীর ওপর ব্যাপক হামলা শুরু করে। যুক্তরাষ্ট্রও মোগাদিসুতে ব্যাপক হামলা চালায়, ফলে ৬০০ সাধারণ নাগরিক নিহত হয়। ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর তিনিও সোমালিয়ার ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে পড়েন। ২০১৭ সালে পেন্টাগনকে সোমালিয়ায় সারা দেশে আরো যুদ্ধ চালানোর অনুমতি দেন। আল শাবাব সদস্যকে হত্যার জন্য কমান্ডারকে কোনো অনুমোদন না নেয়ার সুযোগ দেয়া হয়। শুরু হয় নিরন্ন যোদ্ধা ও প্রশিক্ষিত যোদ্ধার লড়াই। মার্কিন জেনারেল টমাস বক্স ফুলিয়ে বলেন, 'আমাদের খুশিমতো লড়াই হবে।' ২০১৮ সালে ৪৭টি ড্রোন বহর আক্রমণ চালায়। গত বছর ২০১৯ সালে তা বেড়ে ৬৩টিতে দাঁড়ায়। এখন সেনা প্রত্যাহার হলেও সোমালিয়া সরকারকে প্রয়োজনীয় সব সহযোগিতা করা হবে বলে পেন্টাগন ঘোষণা দিয়েছে। যথা-পূর্বং তথা-পরং। সমালোচকরা বলছেন, আল শাবাব বাহিনী বোমা বর্ষণের কারণে পার্শ্ববর্তী কেনিয়ার জঙ্গলে আত্মগোপন করেছে। তাই সেনাদের সেখানে অপারেশনের জন্য নেয়া হচ্ছে।

সোমালি প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ কিছুই করতে পারছেন না। সমস্যা অন্তহীন; তিনি বরং সমস্যার সাগরে ভাসছেন। এ মুহূর্তে বিদেশী সেনা সহায়তা ছাড়া তিনি কিছু করতে অক্ষম। দেশে পবর্তসম সমস্যা। টুইটারে তিনি বলেছেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের মিলিটারি সহায়তায় সোমালিয়া কার্যকরভাবে আল শাবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দেশের নিরাপত্তা রক্ষা করছে।' যুক্তরাষ্ট্র-সোমালিয়া পার্টনারশিপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সোমালিয়ার সিনেটর আইয়ুব ইসমাইল ইউসুফ হঠাৎ সেনা প্রত্যাহারে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। বৈশ্বিক সন্ত্রাস দমনের জন্য বিদেশী সেনার প্রয়োজন শেষ হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রের ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট সেপ্টেম্বর-২০ প্রতিবেদনে বলেছে, 'বহু বছর ধরে সোমালিয়া-যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবিরোধী চাপ সামাল দিয়ে এলেও পূর্ব আফ্রিকায় আল শাবাবের দৌরাত্ম্য একটুও কমেনি।' আমেরিকান ইউনিভার্সিটির উইলিয়াম লরেন্স সেনা প্রত্যাহারকে 'অসহায় প্রস্থান' বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেন, 'যুদ্ধক্ষেত্র থেকে একবার সরে এলে আবার ব্যুহরচনা করা সোজা নয়। অনেক গ্রাউন্ড সাপোর্ট হারিয়ে যায়।'

বাইদোয়া সোমালিয়ার উল্লেখযোগ্য একটি শহর। এখানে আল শাবাবের বড় ঘাঁটি। বাইদোয়ার সীমান্তে কেনিয়ার বিশাল জঙ্গল; প্রয়োজনে জঙ্গলে শাবাব বাহিনী লুকিয়ে থাকে। বিবিসির মেরি হার্পার বলেন যে, বাইদোয়া ও কেনিয়া সীমান্তে টার্গেট করা অসম্ভব। আল শাবাব থেকে কেউ ফিরতেও পারে না। তাদের আটক করা হয়। কেউ পালিয়ে এলে তাকে সোমালিয়া ছাড়তে হয়, নতুবা মৃত্যুদন্ড। সোমালি সরকারি বাহিনী যেখানে রয়েছে সেখানে আল শাবাব আক্রমণ চালায়। এটা তাদের একটি কৌশল। দক্ষিণ সোমালিয়ার পুরো এলাকা থেকে এই বাহিনী ট্যাক্স আদায় করে, এদের সদস্য সংখ্যা ৯ হাজার। গোয়েন্দা বাহিনীতে এক হাজারের কিছু বেশি। মহিলারা আল শাবাবের বড় একটি অংশ। বিভিন্ন অপারেশনে মহিলারা সহায়তা করেন। আমেরিকার ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের গত ডিসেম্বর ৪ তারিখের ঘোষণা : 'কোনো পলিসির পরিবর্তন নয়'। এই আমেরিকান সেনারা কেনিয়া ও জিবুতিতে প্রেরিত হবে। জিবুতিতে চীনের নৌবন্দর রয়েছে। ক্রমবর্ধমান চীনের সামরিক বাহিনীকে কোনো 'চেক' ছাড়া বাড়তে দিতে ওয়াশিংটন রাজি নয় বলেই মনে হচ্ছে। আমেরিকার সেনা কত দিনের জন্য প্রত্যাহার করা হচ্ছে, তা জানা যায়নি। তবে আল শাবাব ও আইএস আবারো শক্তি অর্জন করবে, তা বলাবাহুল্য। ট্রাম্পের সেনা প্রত্যাহারে লাভজনক কিছু নেই; বরং সোমালিয়া অল্প কিছু দিনের মধ্যে ভঙ্গুর অবস্থায় পড়ে যাবে। নতুন প্রেসিডেন্টের 'ডিসিশান লিস্টে' সোমালিয়া গুরুত্ব পায়নি; তবে এখন সেটি পরিবর্তিত হতে পারে। যে প্রেসিডেন্ট আমেরিকার অন্তহীন যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটাতে চান তিনি ওয়ার জোনে আবার সেনা পাঠালে জনগণের কাছে কী বলবেন? প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পও ক্ষমতায় আসার আগে ওবামা ও হিলারির সমালোচনা করে বলেছিলেন, মধ্যপ্রাচ্যে সেনা পাঠিয়ে নির্বোধের মতো কাজ করেছেন তারা। কিন্তু তিনিও ক্ষমতায় এসে ইরানের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সব কিছু করেছেন, ইয়েমেন যুদ্ধে জড়িয়েছেন, সিরিয়ায় নতুন করে সেনা পাঠিয়েছেন, আফগানিস্তানে 'মাদার অব অল বোম্বস' মেরেছেন, সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে শতাধিক হাফেজ শিশুকে বোমা মেরে হত্যা করেছেন। ইরানের জেনারেল কাসেম সোলাইমানিকে হত্যা করেছেন এবং বিজ্ঞানী ফখরিজাদে হত্যায় সমর্থন দিয়েছেন। তিনি ইরানের বিরুদ্ধে শেষ দিনগুলোতে 'সর্বাত্মক যুদ্ধ' করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সমর্থন পাননি।

বলা হয়েছে, জো বাইডেন ক্ষমতা নেয়ার আগেই সেনা প্রত্যাহার করে নেয়া হচ্ছে। তা হলে সোমালিয়া থেকে সেনা প্রত্যাহারের বোঝাটি নয়া প্রেসিডেন্ট বাইডেনের ওপরই পড়ছে। সোমালিয়ায় গোষ্ঠীগত সশস্ত্র সংগ্রাম যেন রক্তের সাথে মিশে আছে। নিরাপত্তাহীনতা, রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা ও সীমাহীন মানবতাবিরোধী অপরাধ সোমালিদের মহাসঙ্কটে ফেলে দিয়েছে। ২.৮ মিলিয়ন সোমালি দেশের অভ্যন্তরে উদ্বাস্তু। লুটপাট, ধর্ষণের কোনো বিচার নেই। ২৫ নভেম্বর সিআইএর কিছু কর্মকর্তাও সোমালিয়ায় প্রাণ হারিয়েছেন। সবাই মনে করছেন এটি আল শাবাব বাহিনীর কাজ। কিন্তু কোনো প্রমাণ নেই।

সোমালিয়ায় যেমন খরায় সব শুকিয়ে চৌচির হয় আবার বন্যায় সব ডুবিয়ে দেয়া মানুষ অসহায় হয়ে বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে পড়ে। খরা ও বন্যা একটির পর একটি চলতে থাকে। সে সাথে ভায়োলেন্স ও গোষ্ঠীবিরোধ। অনেক বছরের স্বল্প বৃষ্টিপাত ও ন্যূনতম ফসল সোমালিয়া, দক্ষিণ সুদান, ইথিওপিয়া ও কেনিয়ায় নিয়মিত দুর্যোগের কারণ। সশস্ত্র সংগ্রাম ও ভায়োলেন্স গত ৩০ বছর ধরে চলছে। সশস্ত্র গোষ্ঠী বোমাবাজি, আত্মঘাতী আক্রমণ, বন্দুকযুদ্ধ ও অপহরণের মাধ্যমে সমাজকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলছে। ওদের দমাতে সরকারি সেনাবাহিনীও আক্রমণ-প্রতি আক্রমণ চালায়। ফলে এলাকা ছেড়েছেন মানুষ। খাবার ও পানির জন্য হাহাকার নিয়মিত ঘটনা। তবু কেউ এগিয়ে আসার মতো নেই। তদুপরি গবেষক ও চিকিৎসা কর্মীদের মতে, কোভিড-১৯ সর্বনাশা বিপর্যয় ডেকে এনেছে। কিন্তু গৃহযুদ্ধ তাদের কোনো স্বাস্থ্যবিধি মানতে সুযোগও দিচ্ছে না।

নির্বাচনী অঙ্গীকার হিসেবে ট্রাম্প সোমালিয়া থেকে ডিসেম্বরের শুরুতে সেনা প্রত্যাহারের নির্দেশ দেন। ১৫ জানুয়ারি তারিখের ভেতর কর্মরত ৭০০ বিশেষ ফোর্স চলে আসার কথা। যুক্তরাষ্ট্রের সেনা প্রত্যাহার ট্রাম্পের শেষ মুহূর্তের সিদ্ধান্ত, অর্থাৎ বিদেশে কর্মরত সেনাসংখ্যা কমানো ট্রাম্পের ভাষায়, সারা জীবনের যুদ্ধ থেকে আমেরিকার পরিত্রাণ পাওয়া উচিত।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব, বাংলাদেশ সরকার

সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা ২৫ বছরে
The Weekly Bangla Patrika

খ্যাতিমানদের অসতর্কতা

ড. এ কে এম মাকসুদুল হক

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম তথা অনানুষ্ঠানিক গণমাধ্যম আনুষ্ঠানিক গণমাধ্যম থেকে বহুগুণ শক্তিশালী। গণমাধ্যম সাধারণত সংবাদ প্রচার করে আর অনানুষ্ঠানিক গণমাধ্যম সংবাদের পরের সংবাদ বা সংবাদের অব্যক্ত বক্তব্য প্রকাশ করে। এটা হতে পারে ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক। এর বৈশিষ্ট্য যাই হোক না কেন, সেই সংবাদের পেছনের সংবাদ জনমত গঠনে মূল ধারার সংবাদমাধ্যমের চেয়েও জোরাল ভূমিকা পালন করে। আমাদের দেশে বিশেষ করে ফেসবুক এ ধরনেরই একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। এই ফেসবুকের মাধ্যমে গত কিছু দিনের মধ্যে বেশ কয়েকটি বিষয় জনসমক্ষে চলে এসেছে এবং দেশব্যাপী অনেক তোলপাড়ও হয়ে গেছে। দেশের দু'জন বিশিষ্ট সম্মানিত ব্যক্তি টকশোতে কিছু কথা বলেছেন, যা পরে ফেসবুকে ভাইরাল হয়েছে এবং জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। আর একজন ক্রীড়াঙ্গনের সর্বজনগ্রহণযোগ্য ব্যক্তি দেশের বাইরে একটি অনুষ্ঠানে যোগদান করে সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের একজন স্বনামধন্য শিক্ষক একটি টেলিভিশন চ্যানেলের আলোচনা অনুষ্ঠানে মুসলমান জনগোষ্ঠীর সম্ভাষণের সংস্কৃতি 'সালাম' দেয়া-নেয়া নিয়ে মন্তব্য করেছেন। তিনি যা বলেছেন তার সারমর্ম, আগে 'স্লামালাইকুম' প্রচলিত ছিল দেশের মুসলিম সমাজে। বর্তমানে 'আসসালামু আলাইকুম' বলার একটি শ্রেণী তৈরি হয়েছে। এ শ্রেণীটি জঙ্গি শ্রেণী। অর্থাৎ তার মতে যারা 'আসসালামু আলাইকুম' বলে অভিবাদন জানায় তারাই জঙ্গিবাদের তত্ত্ব ও শিক্ষা সমাজে ছড়াচ্ছে। ওই সম্মানিত শিক্ষাগুরুর এই কথোপকথনে দেশের বেশির ভাগ মানুষ বিস্মিত হয়েছেন। দেশের মানুষের আশা শিক্ষকদের কাছে অনেক বেশি। শিক্ষকরা জেনেশুনে সঠিক কথাটাই বলবেন বলেই সবাই আশা করেন। কাজেই একজন শিক্ষক যখন কোনো বিষয়ে না জেনে বা না বুঝে তার বক্তব্য আনুষ্ঠানিকভাবে জাতির সামনে তুলে ধরেন, তখন তা হয় দুর্ভাগ্যের বিষয় জাতির জন্য। এ ধরনের বক্তব্য বা ধারণার দু'টি কারণ থাকতে পারে। তিনি না জেনে বলছেন অথবা জেনে বুঝে বিশেষ উদ্দেশ্যে বলছেন। দুটোই কিন্তু একটি জাতির জন্য আত্মঘাতী। কারণ প্রশ্ন হলো– এত বড় একজন শিক্ষক না জেনে কেন বলবেন? অথবা জেনে বললে প্রশ্ন উঠবে, কোন স্বার্থের কারণে তিনি এটা বলবেন, আর কী পাওয়ার আশায় তিনি তা বলবেন?

'সালাম' শব্দের অর্থ শান্তি-প্রশান্তি, কল্যাণ, দোয়া, শৃঙ্খলা। সত্যিকারার্থে 'সালাম' বিনিময়ের সঠিক উচ্চারণই হলো 'আসসালামু আলাইকুম'। আর 'স্লামুলিকুম', 'সালামালাইকুম' প্রভৃতি হলো বিকৃত বা অশুদ্ধ উচ্চারণ। একজন শিক্ষক কি আমাদেরকে অশুদ্ধ বা বিকৃত উচ্চারণের চর্চা করতে উপদেশ দিচ্ছেন? শুদ্ধ করে সালাম দিলেই কি জঙ্গিবাদের ধারক হয়ে যাবো? যে দেশে ৯০ শতাংশ মানুষ মুসলমান, সে দেশে ইসলামী অভিবাদনের শুদ্ধ উচ্চারণ কি জঙ্গিবাদের নামান্তর? অর্থাৎ 'আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক' এ কথাটি শুদ্ধভাবে বলা কি জঙ্গিদের কাজ হতে পারে? জঙ্গিরা কি মানুষের শান্তি কামনা করে? অথচ 'সালাম' দিয়ে অভিবাদন দেয়ার মানেই হলো, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আমার থেকে নিরাপদ। আমি তার শান্তি কামনা করছি।' তা হলে অপরের শান্তি কামনাকারী কি জঙ্গি হতে পারে? সালাম মুসলমানদের শুধু সংস্কৃতির অংশ নয়, এটি তাদের এক প্রকার ইবাদত। আমাদের নবী সা: বেশি বেশি সালামের প্রচলন করতে বলেছেন সমাজের মধ্যে (তিরমিজি : ২৬৮৮) অর্থাৎ সমাজের মানুষ নিজেদের মধ্যে বেশি বেশি শান্তি কামনা করলে সে সমাজে জঙ্গিবাদ বা উগ্রবাদ থাকতে পারে না। আর আমরা সেই সালামের প্রচলনকেই জঙ্গিবাদের কারণ বলছি! অথচ আল্লাহ পাক মানবজাতির আদি পিতা হজরত আদম আ:কে 'সালাম' দেয়া শিখিয়েছিলেন ফেরেশতাদের দলকে সালাম দেয়ার মাধ্যমে (সহিহ বুখারি : ৬২২৭)। এক ব্যক্তি রাসূল সা:কে প্রশ্ন করলেন, ইসলামের কোন আমলটি সর্বোত্তম? রাসূলুল্লাহ সা: জবাবে বলেন, 'অনাহারীকে খাবার খাওয়ানো এবং পরিচিত ও অপরিচিত সবাইকে সালাম দেয়া।' (সহিহ বুখারি : ৬২৩৬)। 'মূল 'আস-সালাম' শব্দটি আল্লাহ তায়ালার উত্তম নামগুলোর অন্যতম। এর অর্থ শান্তি ও নিরাপত্তার আধার। বান্দা যখন এ কথা বলে তখন সে তার ভাইয়ের জন্য শান্তি, নিরাপত্তা ও হিফাজত কামনা করে। সে হিসেবে 'আসসালামু আলাইকুম'-এর অর্থ 'আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সংরক্ষক।' (কুরআনুল কারিম, বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৫৮)। আল্লাহ তায়ালা অন্যের এবং এমনকি নিজেদের গৃহে প্রবেশ করার সময় সালাম দেয়ার আদেশ দিয়েছেন। (সূরা নূর, ২৪ : ২৭ ও ৬১)। আর কেউ সালাম দিলে তারও চেয়ে উত্তমভাবে সালাম দিয়ে জবাব দিতে বলা হয়েছে। (সূরা নিসা ৪:৮৬)। অর্থাৎ 'সালাম' দিয়ে অন্যকে অভিবাদন জানানোর পদ্ধতি ইসলামের একটি মৌলিক বিষয়। এটিকে অবহেলা করার বা এর উচ্চারণ বিকৃত করে অভিবাদন করার সুযোগ নেই। কাজেই আমরা ধরে নেবো, ওই সম্মানিত শিক্ষক অসতর্কভাবেই এমন বক্তব্য পেশ করেছেন। নাম বলতে চাই না, তিনি অজ্ঞানতাবশত বা উদ্দেশ্যমূলকভাবে এগুলো বলেছেন। কারণ তিনি একজন মহান শিক্ষক।

> **'সালাম' শব্দের অর্থ শান্তি-প্রশান্তি, কল্যাণ, দোয়া, শৃঙ্খলা। সত্যিকারার্থে 'সালাম' বিনিময়ের সঠিক উচ্চারণই হলো 'আস-সালামু আলাইকুম'। আর 'স্লামুলিকুম', 'সালামালাইকুম' প্রভৃতি হলো বিকৃত বা অশুদ্ধ উচ্চারণ।**

আমাদের একজন সাবেক স্বনামধন্য বিচারপতি এক টকশোতে বলেছিলেন, টাখনুর ওপর ট্রাউজার পরা মূলত জঙ্গিবাদের লক্ষণ। তার ওই আলোচনাটিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। তিনি একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হলেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আচরণ ও কার্যকলাপের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে বিতর্কের সৃষ্টি করেছেন। এ জন্য তিনি একজন আলোচিত ব্যক্তিত্বও। আমরা বিশ্বাস করতে চাই, মুসলমান হিসেবে তিনিও না জেনেই এ ধরনের মন্তব্য করেছেন। জঙ্গিবাদবিরোধী আদর্শের ধারক বলে দাবি করলেও তার কথাবার্তায় মনে হয়, তিনি একটি বিশেষ আদর্শের অনুসারীদেরই জঙ্গি হিসেবে চিহ্নিত করতে চান। কাজেই তার এ ধরনের অবস্থানের বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে জনমনে প্রশ্ন উঠতেই পারে। আসলে টাখনুর ওপর কাপড় বা ট্রাউজার পরার ব্যাপারে রাসূল সা:-এর কঠিন সতর্কবাণী রয়েছে। রাসূল সা: বলেছেন, (বাকি অংশ ৯ পাতায়)

আমার দেখা স্বাধীনতা যুদ্ধ

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

মাহবুবা বেগম

১৯৬৯ সাল সবেমাত্র এসএসসি পাশ করেছি, বিয়ে হয়ে গেলো এক স্কুল শিক্ষকের সাথে। ৭০-এর নভেম্বরে কোল জুড়ে এলো এক কন্যা সন্তান, ভালোই কাটছিল দিনকাল। হঠাৎ করে পাকিস্তানীদের বিশ্বাস ঘাতকতায় জেগে উঠলো পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ, নির্বাচনে শেখ মুজিব সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেও হতে পারলেন না পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, পাকিস্তানীরা শুরু করল নানা রকম টাল বাহানা। যার ফলে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ রাস্তায় নেমে শুরু করলো আন্দোলন। হরতাল, বিক্ষোভ, অবরোধ, মিছিল 'জয় বাংলা' শ্লোগানে মুখরিত হলো পূর্ব পাকিস্তানের আকাশ-বাতাস। তখন চলছিল মার্চ মাস। একদিন সন্ধ্যায় বাবার বাড়িতে বেড়াতে আসলাম। সম্ভবত সেদিন ছিল ২৩ মার্চ, বাবা বললেন- আজ আর যাওয়ার দরকার নেই, শুনতেছি গন্ডগোল লাগবে। বাবার পাশের ফ্লাটটি খালি ছিল। সেই ঘরেই আমাদের দু'জনের রাতে থাকার ব্যবস্থা হলো। ছোট মেয়েটিকে নিয়ে সেখানে রাত কাটাবো এটাই হলো আয়োজন। সে রাত ছিল ২৫ মার্চের কালোরাত, রাত ১২টার পর পুলিশ লাইন থেকে গোলাগুলি শুরু হলো। পুলিশরা গুলি ছুড়ছে আর বিহারীরা পাল্টা গুলি ছুড়ছে। আমরা সারারাত ঘুমাতে পারিনি। ভয়ে বাচ্চাটিকে বুকে নিয়ে উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়ে ছিলাম। সকালে সবাই রাস্তায় বেড়িয়ে পড়লো, খুজতে লাগলো বিহারীদের। যেখানে যে বিহারী পেল মারধর করলো। লালখান বাজারে একজনকে মেরেই ফেলল, আরেক জনকে আহত করলো। উদিত হলো ২৬ মার্চের সূর্য। মেজর জিয়াউর রহমান ঘোষণা দিলেন স্বাধীনতার। শুরু হয়ে গেল মুক্তিযুদ্ধ, হাজার হাজার মানুষ ভারতে পালিয়ে গেল। আমরা সবাই আমাদের একটি ভাড়া ঘরে আশ্রয় নিলাম। আমার চাচা, ফফু, আমি এবং বাবা, মা, ভাই, বোন সবাই মিলে আমরা ২৫জন মানুষ। যেসব লোকজন ভারতে যেতে পারেনি, তারা গ্রামে চলে গেল, আমার বাবা বললেন- এত লোক নিয়ে আমি কিভাবে গ্রামে যাব, আমার এই মহান পরোপকারী বাবা একা একা গ্রামে গিয়ে আত্নগোপন করতে রাজী হলেন না। ছেলে, মেয়ে, ভাই, বোন সকলের মায়ায় লালখান বাজার ছেড়ে গেলেন না। নিজ ঘরেই থেকে গেলেন, লালখান বাজার বাঙালী শূন্য হয়ে পড়ল। যে কয়জন ছিল তারা ভয়ে ভয়ে দিন কাটাতে লাগলো। সারা এলাকা জুড়ে বিহারীদের তান্ডব, লুটপাট, মারামারি করেই চলছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে যুবক বিহারীরা নানা রকম পরিকল্পনা করতো, কখন কার ঘরে হামলা করা যায়। আর আমরা ঘরে বসে ভয়ে কাঁপতে থাকতাম আর আল্লাহর জিকির করতে থাকতাম। আমাদের বিশ্বাস ছিল একদিন আল্লাহ অবশ্যই আমাদেরকে স্বাধীনতা দেবেন।



একদিকে বিহারীদের অত্যাচার, অপরদিকে পাকিস্তানী সেনাদের, সেনারা বাঙালীদের ঘরে ঢুকে ঢুকে তাদের ধরে নিয়ে হত্যা করে ফেলত। এলাকায় আগুন দিয়ে যত কঁাচাঘর ছিল সব পুড়িয়ে দিল। আমার সাজানো সংসার ওরা পুড়িয়ে দিয়ে আমাকে পথে বসিয়ে দিল। আমার বিয়ের সব আসবাবপত্র পুড়ে ধ্বংস হয়ে গেল। বাজার-ঘাট সবই বিহারীদের দখলে, দোকানপাট বেশির ভাগ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, যে দু'চারটা খোলা থাকতো তাও বিহারীদের দখলে। কেউ বাজারে যেতো না। নে,তায়াম্মুম করে অজু গোসল করতে হয়েছে, অনেক সময় বিজলী থাকতো নাা, ব্ল্যাক আউট চলতো, রাস্তাঘাট নিরব থাকতো। হটাৎ হঠাৎ বিহারীদের দল এসে লুটপাত করতো। আমি আর আমার এক চাচাতো বোন যুবতী ছিলাম, আমরা ভয়ে থাকতাম, পরিবারের সবাই আমাদের জন্য চিন্তিত থাকতো, আল্লাহ তায়ালার অপার অনুগ্রহে আমরা নির্যাতন থেকে রক্ষা পেয়েছিলাম।

শুরু হল এপ্রিল মাস। আমাদের জন্য মহা দুঃখের সময়। সারা লালখান বাজার ধরে শুরু হলো হত্যা যজ্ঞ। আজ একে ধরে নিয়ে যায় কাল ওকে। এভাবে চলতে লাগলো। মনজু মিয়ার কলোনী থেকে একই দিনে ১৭জনকে ধরে নিয়ে গেলো। বেশীরভাগকে হত্যা করল। মনজু মিয়ার কলোনীর নাম হল বিধবা পাড়া। এই এপ্রিলের ১৬ তারিখ আমাদের উপর এলো চরম বিপদ। বেবীট্যাক্সি নিয়ে এলো তিনজন পাকিস্তানী সেনা। আমার বাবাকে ধরে নিয়ে গেল। শুরু হলো আমাদের দু:খ। যদিও যুদ্ধ লাগার পর থেকে আমরা ছিলাম ব্যথিত, এখন দুঃখটা হলো ভিষণ। একটা পরিবারে যখন বাবা না থাকে, তখন সেই পরিবারের অবস্থা পাঠকরা সহজেই অনুমান করতে পারেন। বাবাকে নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তাকে তারা হত্যা করলো (ইন্নালিল্লাহ.....রাজিউন)। আমার বাবা শহীদ হলেন। যারা ইসলামী যুদ্ধে মারা যায় তারা শহীদ। আর যাদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয় তারাও শহীদ আমার বাবার কোনো দোষ ছিলনা, তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে। তাই, তিনি তো শহীদ। ঘটনা তো এখানেই শেষ নয়। এবার শুরু হয় পাকিস্তানী সেনাদের আমাদের ঘওে আনা-গোনা উদ্দেশ্য টাকা, কখনও ৪জন, কখনও ২জন, কখনও একজন, বার বার আসতে থাকে। আমার বাবার মুক্তিপণ দাবি করে, এভাবে অনেক টাকা নেওয়ার পর এক পর্যায়ে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে গেলাম। আমার বাবার সন্তানদের মধ্যে আমি সবার বড়, সেই জন্য ভয়ভীতিকে পায়ে ঠেলে, পাক সেনার মুখোমুখি হলাম। বললাম, তোমরা আর কত টাকা চাও? আমার বাবা তো আসছেন না, কবে আসবেন? অথচ ওরা আমার বাবাকে ধরে নেওয়ার সাথে সাথে হত্যা করে, সেদিন থেকে পাক সেনারা আমাদের ঘরে আসা বন্ধ করল, আল্লাহ-তায়ালার উপরে অনুগ্রহ পাক সেনারা আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করেনি, ওরা শুধু আমাদের টাকাই চেয়েছিলো।

৭১-এর দুঃখ আর কত বললো। সামনের দরজা দিয়ে আমার বাবাকে ধরে নিয়ে গেল আর পিছনের দরজা দিয়ে আমার স্বামী পালিয়ে গেলেন।

পাঠক চিন্তা করুন। আমাদের অবস্থা কি? বাবাকে ধরে নিয়ে গেল স্বামী পালিয়ে গেলেন, ছোট ছোট ভাইবোন তখন আমার। এক হতাশার সমুদ্রে ভাসছিলাম। সপ্তাহ খানেক পর আমার স্বামী একজনের কাছে একটা দুধের কৌটা আর একটা চিরকুট পাঠালেন, তিনি বেঁচে আছেন, আল্লাহর দরবারে শোকর আদায় করলাম।

আলাউদ্দিন নামের এক বিহারীকে বাঙালিরা আহত করেছিলো, সবাই বলছিলো তাদের সহযোগীতায় পাক সেনারা আমার বাবাকে হত্যা করেছিল।

এরপর দীর্ঘ নয় মাস পর্যন্ত চলতে লাগলো বিহারী ও পাক সেনাদের যৌথ অত্যাচার। এরই মধ্যে আমরা কোন রকম বেঁচে থাকলাম। আল্লাহর রহমতে আমরা সুরক্ষিত ছিলাম। মানুষদের ঘর-বাড়ি পোড়ালো, দোকানপাট লুট করলো, গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি খেয়ে উজাড় করলো। কথায় বলে দুঃখের রাত পোহায় না।

যাক সে দুঃখের অবসান হলো। এলো ডিসেম্বর মাস, ১৬ ডিসেম্বর বাংলা শত্রুমুক্ত হলো, উদিত হলো স্বাধীন সূর্য। দিকে দিকে 'জয় বাংলা' স্লোগানে মুখরিত হলো। আমরা স্বাধীন হলাম, সুখের নি:শ্বাস ছাড়লাম। আজকের বিজয় দিবসে সশ্রদ্ধ সালাম জানাই বীর মুক্তিযোদ্ধদের।

চিরজীবি হউক আমাদের মাতৃভূমি।

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

পরমাণুযুদ্ধের ঝুঁকি ও ভবিষ্যৎ বিশ্ব

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

হাসান জাবির

স্নায়ুযুদ্ধ-উত্তর যুগে বিশ্বব্যবস্থা যখন একটি মৌলিক পরিবর্তনের দ্বারপ্রান্তে, ঠিক তখনই বিশ্বব্যাপী মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যুদ্ধের আশঙ্কা। শুধু কি যুদ্ধের আশঙ্কা? রীতিমতো পরমাণু অস্ত্রের ঝনঝনানিতে এই মুহূর্তে শঙ্কিত পুরো বিশ্ব। এই পরমাণু যুদ্ধভীতির প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে আমেরিকা ও তার পশ্চিমা মিত্র দেশসমূহের লালিত ধ্বংসাত্মক নীতি। বিশেষত ইরান, সিরিয়া, উত্তর কোরিয়া, ভেনেজুয়েলা, কিউবা, চীন ও রাশিয়াসংক্রান্ত পশ্চিমাদের একপেশে ও বিদ্বেষমূলক নীতির চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়া হিসেবে পরমাণুযুদ্ধের আশঙ্কা ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে। অবশ্য আমেরিকা ও তার মিত্রদের একপেশে নীতির বিপরীতে উপরোক্ত দেশগুলোর পারস্পরিক ঐক্যবদ্ধ অবস্থানের কারণেই ত্বরান্বিত হয়েছে বিশ্বব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন; যে প্রক্রিয়ায় স্নায়ুযুদ্ধ-উত্তর যুগে প্রথমবারের মতো একপক্ষীয় বিশ্বব্যবস্থায় মারাত্মক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে মার্কিন কর্তৃত্ব। এই আলোকে পরিবর্তনশীল বিশ্বব্যবস্থায় নিজ আধিপত্য পুনরুজ্জীবিত করতে মরিয়া ওয়াশিংটন। অন্যদিকে চ্যালেঞ্জ উত্তরণে আমেরিকার গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের প্রতিক্রিয়ায় বিদ্যমান বৈশ্বিক উত্তেজনা আরো বৃদ্ধি পাওয়ার নানা ইঙ্গিত মিলছে। এখানে উল্লেখ করতে হয় যে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমেরিকা নিরস্ত্রীকরণ, পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ এবং এতৎসংশ্লিষ্ট বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক চুক্তি থেকে একতরফা নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে অনেকটাই শিথিল হয়ে পড়েছে পরমাণু অস্ত্রের ব্যবহারসংক্রান্ত আইনি বাধ্যবাধকতা। আইনি শৈথিল্যের এই বাস্তবতায় আমেরিকাও নিজেকে বাঁধনমুক্ত করেছে এমন ধারণা অমূলক নয়। আর এ কারণেই ভয়টি হচ্ছে বেশি। মূলত মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার স্বার্থের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী ইরানকে ঘিরেই পরমাণু আক্রমণ আশঙ্কার বিভিন্ন ইঙ্গিত আমরা লক্ষ করছি। এখন পর্যন্ত ব্যাপারটি ইরানকে ভয় দেখানোর পর্যায়ে থাকলেও অদূর ভবিষ্যতে এই আমেরিকান নীতি পরিবর্তনের বিভিন্ন আভাস এখনই পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া কোরিয়ান উপত্যকা, কৃষ্ণসাগর ও বাল্টিক সাগরভুক্ত এলাকাসহ বৃহত্তর ইউরোপে পরমাণু অস্ত্রের ঝনঝনানি সহসাই শোনা যাচ্ছে। প্রথমত আমেরিকা, এছাড়া রাশিয়া, চীন, উত্তর কোরিয়া, ভারত ও পাকিস্তানের পারমাণবিক অস্ত্রগুলোই এই মুহূর্তে সমগ্র বিশ্বের জন্য বিপজ্জনক হুমকি। এর মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে ইরানকে ঘিরে আমেরিকার সামরিক প্রস্তুতি ক্রমশ জোরদার হওয়ার স্পষ্ট দৃশ্য আমরা লক্ষ করছি। বেশ কয়েক বছর ধরেই মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন সামরিক ঘাঁটিতে আমেরিকা কর্তৃক অপ্রচলিত যুদ্ধ সরঞ্জাম মোতায়েন এবং এসংক্রান্ত অন্যান্য প্রস্তুতি অজানা আশঙ্কার জন্ম দিচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখ করার মতো একটি ব্যাপার হচ্ছে পরমাণু অস্ত্রবাহী আমেরিকান বিমান বি-৫২। গত এক বছরের মধ্যে বিশাল আকৃতির বি-৫২ বিমানের কয়েকটি বহর দফায় দফায় ওড়াউড়ি করেছে পারস্য উপসাগরের আকাশে। সর্বশেষ গত সপ্তাহে অন্তত দুটি বি-৫২ বিমান পারস্য উপসাগরের আকাশে বিপজ্জনকভাবে ওড়াউড়ি করায় ইরান বিষয়ে মার্কিন মনোভাবের অস্বচ্ছতা



সবার জন্যই চিন্তার কারণ। এ ধরনের ইঙ্গিতবহ ঘটনা হঠাৎ যেন বৈশ্বিক বিপর্যয়ের কারণ না হয়ে ওঠে, সেটি ভাবতে হবে এখনই। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে ইউরোপ ও আমেরিকার সঙ্গে চীন ও রাশিয়ার মতপার্থক্য। কিন্তু ইউরোপের ধোঁয়াশাচ্ছন্ন অবস্থানসহ আমেরিকার একগুঁয়েমির কারণে ইরান পরমাণু চুক্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে দেখা দিয়েছে সংশয়। অন্যদিকে নাতাঞ্জ পরমাণু প্রকল্পের দুর্ঘটনা, দেশটির শীর্ষস্থানীয় পরমাণু বিজ্ঞানী মোহসেন ফাখরিজাদের হত্যাকান্ডসহ এসংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যুতে আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার সঙ্গে সাম্প্রতিককালে বিবাদে জড়িয়েছে ইরান। উপরোল্লিখিত ঐ দুই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় ইরান আইএইএর সঙ্গে নিজেদের সহযোগিতা সীমিত করতে বেশ কিছু পালটা পদক্ষেপ নেওয়ায় পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করছে। ফলে ইরানের পরমাণু কর্মসূচি ঘিরে সৃষ্ট অনিশ্চয়তা মধ্যপ্রাচ্যের সংকটকে সহসাই ঠেলে দিচ্ছে অন্যদিকে। এই আবহে দ্রুতই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে পরিস্থিতি। তাই ইরান বিষয়ে আমেরিকার নীতি পর্যালোচনা করলে যেসব নেতিবাচক চিত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তার মধ্যে প্রথমেই দৃষ্টিগ্রাহ্য হয় পরমাণু অস্ত্রের ভয়াবহতা। অন্যদিকে আপাতত পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে থাকলেও কোরিয়ান উপত্যকা ঘিরেও আছে অপ্রচলিত যুদ্ধের আশঙ্কা। এখানেও আমেরিকা-উত্তর কোরিয়া দ্বিপক্ষীয় বিরোধ তুঙ্গে। পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে যে কোনো মুহূর্তেই। অন্যদিকে পাকিস্তান-ভারত উত্তেজনার কেন্দ্রে আছে পরমাণু অস্ত্রের ঝুঁকি। এই ঝুঁকি যে কোনো সময় গুরুতর দুর্ঘটনার জন্ম দিতে পারে। পক্ষান্তরে ইউরোপের সামরিক নিরাপত্তার প্রশ্নে দীর্ঘ সময় থেকেই মুখোমুখি অবস্থানে আছে রাশিয়া ও পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটো। এ দুই পক্ষের যাবতীয় সামরিক প্রস্তুতির উল্লেখযোগ্য অংশই হচ্ছে পরমাণু অস্ত্রের ব্যবহারসংক্রান্ত। উন্নত অস্ত্র, নিখুত আক্রমণ, পালটা আক্রমণ প্রতিহত করার বিষয়াদি দুই পক্ষের মধ্যে বরাবর অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। তাই পরমাণু শক্তিধর দেশগুলোর মধ্যে চলমান এসব উত্তেজনার কারণে যে কোনো মুহূর্তে পরমাণু আক্রমণের মারাত্মক ঝুঁকিতেই আছে বিশ্ব।

এখানে উল্লেখ করতে হয় যে ১৯৬৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় পরমাণু অস্ত্র নিরস্ত্রীকরণ-সংক্রান্ত নিউক্লিয়ার টেস্ট ব্যান ট্রিটি, যা সংক্ষেপে এনটিবিটি নামে পরিচিত। এই দ্বিপক্ষীয় চুক্তি ঠান্ডা লড়াইয়ের উত্তেজনা প্রশমনের পাশাপাশি দুই পক্ষের বর্ধনশীল পারমাণবিক যুদ্ধের ঝুঁকি অনেকটাই কমিয়ে এনেছিল। কিন্তু আশির দশকের শুরুতেই রোনাল্ড রিগ্যান আমেরিকার ক্ষমতায় এলে এই স্থিতাবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এ ক্ষেত্রে ১৯৮৩ সালে রিগ্যান কর্তৃক তারকাযুদ্ধ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা STRATEGIC DEFENCE INITIATIV (SDI) পোশাকি নামের STAR WARS DEFENCE বা তারকাযুদ্ধ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করলে দুই পক্ষের মধ্যে বিদ্যমান উত্তেজনা আবার বহুলভাবে বেড়ে যায়। এতে করে স্নায়ুযুদ্ধ সমীকরণে আমেরিকার জন্য সামরিক অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে সহায়ক হয়। এই সূত্র ধরে বিশ্বব্যাপী আমেরিকার রাজনৈতিক প্রভাবের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে। এরকম অবস্থার মধ্যে ১৯৮৭ সালে আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে পরমাণু অস্ত্র নিরস্ত্রীকরণ-সংক্রান্ত আরো একটি ঐতিহাসিক চুক্তি INTERMEDIATE RANGE NUCLEAR FORCE, সংক্ষেপে ওঘঋ স্বাক্ষরিত হলে পারমাণবিক যুদ্ধের শঙ্কা প্রায় স্থায়ীভাবে হ্রাস পেয়েছিল। বিশেষত স্নায়ুযুদ্ধে পুঁজিবাদী স্বার্থ সুরক্ষার অনুকূলে ভূমিকা রাখা বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ভূরাজনৈতিক অঞ্চল ইউরোপে পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা একেবারে সীমিত করেছিল আইএনএফ চুক্তিটি। প্রায় দুই যুগ ধরে আইএনএফ চুক্তির আওতায় রাশিয়া ও আমেরিকা যে অস্ত্র সংবরণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত ছিল, তার আনুষ্ঠানিক অবসান হয়েছে বছর দুয়েক আগে। একধরনের খামখেয়ালির বশেই আমেরিকা আইএনএফ চুক্তি থেকে একতরফাভাবে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিলে রাশিয়াও অনুরূপ ভূমিকা গ্রহণ করে। ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে অবসান হয় আইএনএফ চুক্তির। আর চুক্তির অবসান হওয়ায় ইতিমধ্যে রুশ-মার্কিন পরমাণু অস্ত্র প্রতিযোগিতার বিস্তার ঘটেছে। যে প্রক্রিয়ায় ইউরোপে পরমাণু যুদ্ধের ঝুঁকি দ্রুতই স্নায়ুযুদ্ধ যুগের অবস্থানে ফিরে যাচ্ছে। অন্যদিকে এই ক্ষেত্র তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে ইউক্রেন সংকট। মূলত ইউক্রেনকে ন্যাটো জোটে অন্তর্ভুক্ত করতে কিয়েভে পশ্চিমা হস্তক্ষেপ ইউরোপের নিরাপত্তার প্রশ্নে নতুন এক প্রেক্ষাপটের অবতারণা করেছে। ইউক্রেন সংকটের জের ধরেই রাশিয়া ও ন্যাটো ইউরোপ বরাবর নিজেদের সর্বোচ্চ শক্তির সমাবেশ ঘটিয়েছে। ফলে প্রতিনিয়ত সেখানে অব্যাহতভাবে চলছে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের বিপজ্জনক মহড়া। এসবের মধ্যে সর্বাগ্রে আছে বিভিন্ন ধরনের পরমাণু অস্ত্র। এর ফলে কৃষ্ণসাগর ও বাল্টিক সাগরীয় এলাকা পূর্বের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি মাত্রায় পরমাণু অস্ত্রের ঝুঁকি ও পালটা ঝুঁকিতে আছে।

তবে সব ছাপিয়ে যে বিষয়টি বেশি চিন্তার কারণ তা হচ্ছে ইরান। এই মুহূর্তে ইসরাইলের সঙ্গে আরব দেশগুলোর সম্পর্ক স্থাপনকে কেন্দ্র করে মধ্যপ্রাচ্যে চলছে একধরনের রাজনৈতিক রূপান্তর। এই রূপান্তর প্রক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ায় চাপে পড়েছে ইরান। অন্যদিকে সিরীয় সংকট সমাধান হওয়ার পর এই প্রথম কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থানে চলে গেছে আমেরিকা। তাই ভয় হচ্ছে বেশি। যদি খামখেয়ালির বশে, জেদে আবার হিরোশিমা-নাগাশাকি কান্ডের সূত্রপাত ঘটায় আমেরিকা কিংবা উল্লেখিত পরমাণু শক্তিধর দেশগুলো?

লেখক: বিশ্লেষক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও নিরাপত্তা

AFFORDABLE SENIOR CARE OF NEW YORK LLC

Licensed Home Health Care Agency

আমরা বাংলায় কথা বলি

আমাদের অফিস লোকেশন ব্রুকলিনের বাংলাদেশী অধ্যুষিত চার্চ ম্যাকডোনাল্ড এলাকায়

CDPAP

- বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
- আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।
- রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে।





CDPAP প্রোগ্রামের আওতায় HHA /প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার বৃদ্ধ, অসুস্থ বা শারিরীকভাবে অক্ষম মা-বাবা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে আয় করতে পারেন।

✓ প্রশিক্ষণ ও **HHA** সার্টিফিকেট থাকলে আপনি
আমাদের মাধ্যমে যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারেন।

✓ আপনি কি **HHA** অথবা **PCA** হিসেবে চাকুরী খুঁজছেন?
তাহলে আপনি আমাদের প্রতিষ্ঠানে সুযোগ সুবিধাসহ আকর্ষণীয় বেতনে চাকুরী করতে পারেন।

CDPAP *প্রোগ্রামের জন্য কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই।*

রোগীর জন্য নিজ গৃহে সেবা পেতে অথবা রোগীকে সেবা দানের বিস্তারিত তথ্য জানতে বাংলায় কথা বলুন।

CDPAP Specialist: Tarin: 347-362-1525, OFF: 718-851-0325

Brooklyn OFFICE

338 East 5th Street, Brooklyn, NY 11218
(Church Ave & East 5 street)
Tarin: 718-851-0325

Jackson Heights OFFICE

37-15, 73rd Street, Jackson Heights Suite # 208
(Bangladesh Plaza)
Solaiman: 302-513-3837

Email: info@ASCofNY.com
www.affordableseniorcarenewyork.com/cdpap.html

Affordable Senior Care of New York, LLC is a Licensed Home Health Care Agency
by the New York State Department of Health

Office Hour : Mon.-Friday (9am-5pm)

মেট্রোপলিটন লার্নিং ইন্সটিটিউট, ইন্ক

নিউইয়র্ক ষ্টেট শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত
কাউন্সিল অন অকুপেশনাল এডুকেশন (সিওই) কর্তৃক এডক্রেডিয়েশনপ্রাপ্ত
একটি অলাভজনক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

আমাদের প্রোগ্রাম সমূহঃ
(সিওই অনুমোদিত এবং ফিন্যানসিয়াল এইড এর জন্য মনোনীত)

- মেডিকেল এডমিনিস্ট্রেটিভ এসিস্টেন্ট
- একাউন্টিং এসিস্টেন্ট
- কম্পিউটার অফিস টেকনোলজি উইথ মেডিকেল বিলিং এন্ড ইংলিশ
- কম্পিউটার অফিস টেকনোলজি উইথ বুককিপিং এন্ড ইংলিশ
- কম্পিউটার অফিস টেকনোলজি উইথ ইংলিশ (শুধুমাত্র ব্রুকলিন ক্যাম্পাস এর জন্য)
- মেডিকেল এডমিনিস্ট্রেটিভ এসিস্টেন্ট - সংক্ষিপ্ত (শুধুমাত্র প্রধান এবং ব্রুকলিন ক্যাম্পাস এর জন্য)

শর্ট প্রোগ্রাম
(সিওই অনুমোদিত তবে ফিন্যানসিয়াল এইড এর জন্য মনোনীত নয়)

- নার্স এসিস্টেন্ট / এইড (শুধুমাত্র প্রধান ক্যাম্পাস এর জন্য)
- পেসেন্ট কেয়ার টেকনিসিয়ান (শুধুমাত্র প্রধান ক্যাম্পাস এর জন্য)
- ফ্লেবোটমি টেকনিসিয়ান (শুধুমাত্র প্রধান ক্যাম্পাস এর জন্য)
- ইকেজি টেকনিসিয়ান (শুধুমাত্র প্রধান ক্যাম্পাস এর জন্য)



সুবিধাজসক ক্লাশসূচি
প্রভাতী ক্লাশঃ সকাল ৯:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০টা
সন্ধ্যাকালীন ক্লাশঃ বিকাল ৫:১৫ টা থেকে রাত ১০:১৫টা

শনি ও রবিবার (শুধুমাত্র শর্ট প্রোগ্রামের জন্য)
সকাল ৯:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০ টা

রয়েছে জব প্লেসমেন্ট সুবিধা
ফিনান্সিয়াল এইড
যোগ্যদের জন্য রয়েছে ফিনান্সিয়াল এইড সুবিধা

ইংলিশ অ্যাজ এ সেকেন্ড ল্যাংগুয়েজ (ESL)
(২য় ভাষা হিসাবে ইংরেজি) - লেভিল ওয়ান টু এইট

যোগাযোগঃ
ডা. মাসুদুল হাসান
ডিরেক্টর মেডিকেল প্রোগ্রাম,
রিগোপার্ক শাখা

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুনঃ www.gettraining.org

প্রধান ক্যাম্পাস
৯৭-৭৭ কুইন্স বুলোভার্ড (৯ম তলা)
রিগো পার্ক, নিউইয়র্ক ১১৩৭৮
ফোনঃ ৭১৮-৮৯৭-০৪৮২

এক্সটেনশন ক্যাম্পাস
৫৬০ ৫৯ স্ট্রীট, ৫ম এভিনিউ
ব্রুকলীন, নিউইয়র্ক ১১২২০
ফোনঃ ৭১৮-৪৯২-২১২০

তাসলিমা খান - ৩৪৭-৮৩৬-২২২৬
খালেদা পারভিন - ৯২৯-৩০১-৯২৭৫
কাউসার জাহান - ৯১৭-৩৪০-৪৩৫৯

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে Sonali Exchange এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌঁছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুনঃ www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

ইসলামে স্বেচ্ছাসেবীর বিশেষ

(শেষের পাতার পর)

স্বার্থহীন মানবসেবাই এখানে মুখ্য। একজন বিশ্বাসী স্বেচ্ছাসেবকের আসল লক্ষ্য থাকে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। কোরআন-হাদিসে স্বেচ্ছাশ্রমের ব্যাপক উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দেওয়া হয়েছে।

কোরআনে স্বেচ্ছাসেবার গুরুত্ব বোঝাতে এটিকে নিজের জন্যই কল্যাণকর হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সৎকর্ম করে, তা তার জন্য কল্যাণকর।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৮৪)

স্বেচ্ছাসেবা ও মানুষের উপকার করা মুমিনের অন্যতম গুণ। ঈমানের পাশাপাশি মানবসেবায় ব্রতী হওয়াও সৎকর্মের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিমে মুখ করবে। বরং বড় সৎকর্ম হলো ঈমান আনবে আল্লাহর ওপর, কিয়ামত দিবসের ওপর, ফেরেশতাদের ওপর এবং নবী-রাসুলদের ওপর, আর সম্পদ ব্যয় করবে তাঁরই মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, এতিম-মিসকিন, মুসাফির-ভিখিরি ও মুক্তিকামী দাসের জন্য। (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৭৭)

সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন অত্যন্ত পরোপকারী ও স্বেচ্ছাসেবী মানসের অধিকারী। পবিত্র কোরআনে তাঁদের পরস্পরকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা এসেছে। অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া উত্কৃষ্ট মানের স্বেচ্ছাসেবা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যারা মুহাজিরদের আগমনের আগে মদিনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালোবাসে, মুহাজিরদের যা দেওয়া হয়েছে, তার জন্য তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদের অগ্রাধিকার দেয়। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম। (সুরা : হাশর, আয়াত : ৯)

পবিত্র কোরআনে উল্লিখিত জুলকারনাইনের প্রাচীর নির্মাণের ঘটনা স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য শিক্ষা। জুলকারনাইন এক জনপদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানকার লোকজন প্রতিবেশী ইয়াজুজ-মাজুজ সম্প্রদায়ের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ছিল। তারা জুলকারনাইনের কাছে একটি প্রাচীর বানিয়ে দেওয়ার দাবি জানায়। বিনিময়ে অর্থ দিতে চাইলে জুলকারনাইন তা নিতে অস্বীকৃতি জানান এবং স্বেচ্ছাসেবা হিসেবে তাদের কাজ করে দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তারা বলল, হে জুলকারনাইন, ইয়াজুজ-মাজুজ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছে। আপনি বললে আমরা আপনার জন্য মোটা অঙ্কের বিনিময় ধার্য করব এই শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন। তিনি বললেন, আমার পালনকর্তা আমাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন তা-ই যথেষ্ট।' (সুরা : কাহফ, আয়াত : ৯৪-৯৫)

মুসা (আ.)-এর স্বেচ্ছাসেবার কথাও কোরআনে আলোচিত হয়েছে। দুজন নারীর অসহায়ত্বে তিনি স্বেচ্ছাশ্রমে এগিয়ে এসেছেন। আল্লাহ বলেন, 'যখন তিনি মাদইয়ানের কূপের ধারে পৌঁছালেন, তখন কূপের কাছে একদল লোক পেলেন তারা জন্তুদের পানি পান করাচ্ছিল এবং তাদের পেছনে দুজন নারী দেখলেন তারা তাদের জন্তুদের আগলে রাখছে। তিনি বললেন, তোমাদের কী সমস্যা? তারা বলল, আমরা আমাদের জন্তুদের পানি পান করাতে পারি না, যে পর্যন্ত রাখালরা তাদের জন্তুদের নিয়ে সরে না যায়। আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ। তখন মুসা তাদের জন্তুদের পানি পান করালেন। (সুরা : কাসাস, আয়াত : ২৪)

হাদিসে রাসুল ও সাহাবিদের জীবন থেকে স্বেচ্ছাসেবার অনেক দৃষ্টান্ত পাই। মদিনা রাষ্ট্রের পরতে পরতে সাহাবায়ে কেরামের স্বেচ্ছাশ্রমের দাগ লেগে আছে। মসজিদ-ই-নববী নির্মিত হয়েছিল মুসলিম সমাজের স্বেচ্ছাশ্রমে। খন্দকের যুদ্ধে সাহাবিদের সঙ্গে স্বয়ং রাসুল (সা.) পরিখা খননে যোগ দেন। ইসলামের যেকোনো সংকটে সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের জানমাল অকাতরে বিলিয়ে দেন। দুনিয়ার কোনো স্বার্থের জন্য নয়; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি, মানবসেবা এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য তারা এসব স্বেচ্ছাশ্রম করেছেন।

স্বেচ্ছাসেবার গুরুত্ব বর্ণনা করে রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 'যত দিন সূর্য উদিত হবে মানুষের প্রতিটি আঙুলের হাড় তথা ছোট কাজই সদকা। দুই ব্যক্তির মধ্যে ইনসাফের সঙ্গে ফয়সালা করা সদকা। বাহনে উঠতে সাহায্য করা সদকা। বাহনে কারো মালামাল উঠিয়ে দেওয়া সদকা। ভালো কথা বলা সদকা। নামাজের জন্য যাওয়ার পথের প্রতিটি পদক্ষেপ সদকা। পথ দেখিয়ে দেওয়া সদকা। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা সদকা।' (বুখারি, হাদিস : ২৮৯১)

ইসলামের প্রথম যুগের সংকটকালে দাওয়াতি কাজ পরিচালনার জন্য সাহাবি জাইদ ইবনুল আরকাম (রা.) নিজের বাড়ি দান করে দেন। রাসুল (সা.)-এর হিজরতের দিন আলী (রা.) নিজের প্রাণের পরোয়া না করে মানুষের আমানত ফিরিয়ে দিতে মক্কায় রয়ে যান। অসহায় মানুষের সেবা করার কারণে জাফর ইবনে আবি তালিব (রা.)-কে রাসুল (সা.) 'আবুল মাসাকিন' বা 'দুস্থদের পিতা' আখ্যা দেন। বিশিষ্ট নারী সাহাবি রুফাইদা (রা.) আহতদের জন্য ইসলামের ইতিহাসে প্রথম ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল নির্মাণ করেন। এসব ঘটনা আমাদের জন্য শিক্ষা। স্বেচ্ছাসেবা আমাদের যোগ্যতা, দক্ষতা এবং নেতৃত্বগুণ বৃদ্ধি করে। মানুষের সুখ-দুঃখের অংশীদার হওয়ার সুযোগ এনে দেয়, যা আমাদের পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত করে। স্বেচ্ছাসেবীরা সফল হবে উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনরা, তোমরা রুকু করো, সিজদা করো, তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত করো এবং সৎ কাজ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। (সুরা : হজ, আয়াত : ৭৭)

স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য রয়েছে আল্লাহর সাহায্য। রাসুল (সা.) বলেন, 'বান্দা তার ভাইকে যতক্ষণ সাহায্য করে, আল্লাহ ততক্ষণ তাকে সাহায্য করে থাকেন।' (মুসলিম, হাদিস : ২১৪৮)

স্বেচ্ছাসেবকদের মুজাহিদ ও বীর উল্লেখ করে রাসুল (সা.) বলেন, 'বিধবা ও অসহায়দের সেবকরা আল্লাহর পথের মুজাহিদ কিংবা তাহাজ্জুদগুজার ও নিয়মিত নফল রোজা পালনকারীর মতো মর্যাদাবান।' (বুখারি, হাদিস : ৫৩৫৩)

স্বেচ্ছাসেবীদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার জান্নাত। মহানবী (সা.) বলেন, 'যে মুসলমান অপর মুসলমানকে বস্ত্রহীন অবস্থায় পেয়ে বস্ত্র দান করে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে সবুজ পোশাক পরাবেন। খাদ্য দান করলে জান্নাতের ফল খাওয়াবেন, পানি পান করালে জান্নাতের শরবত পান করাবেন।' (আবু দাউদ, হাদিস : ১৭৫২)

আল্লাহর আনুগত্য মেনে মানবতার কল্যাণে স্বেচ্ছাসেবায় নিজেকে উৎসর্গ করা মুমিনের দায়িত্ব। তাই আমরা নিজ নিজ অবস্থান থেকে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিকভাবে স্বেচ্ছাসেবায় এগিয়ে আসি এবং নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করি।

ম্যারাডোনার শেষ ইচ্ছা কি

(শেষের পাতার পর)

দিয়াগো ম্যারাডোনা। বিশ্বকে কাঁদিয়ে এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করার কিছু দিন আগে ১৩ অক্টোবর নিজের শেষ ইচ্ছার কথা জানিয়ে একটি চিঠি লিখে যান আর্জেন্টাইন এই কিংবদন্তি। সেই চিঠিতে ম্যারাডোনা লেখেন- গভীরভাবে চিন্তা করার পর আমার ইচ্ছা যে, আমার দেহ সংরক্ষণ করা হোক। সেখানেই রাখা থাক আমার সব ট্রফি, ব্যক্তিগত জিনিস। মানুষ এসে তাদের ভালোবাসা জানিয়ে যাক সেখানেই।

ম্যারাডোনার আইনজীবী মারিয়ো বাউড্রি জানিয়েছেন, ম্যারাডোনার এমন কোথাও সমাধি করা হোক যেখানে সব ভক্ত আসতে পারবেন। এ ভাবনা নিয়ে ম্যারাডোনা তার ভাইদের সঙ্গেও আলোচনা করেছেন।

ম্যারাডোনার মারা যাওয়ার পরই তার রেখে যাওয়া সম্পত্তির অংশীদার হতে পরিবারের সদস্যরা আইনি লড়াই শুরু করেছেন। তাদের সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব এড়াতে ম্যারাডোনার মরদেহ কবর থেকে তুলে ডিএনএ পরীক্ষাও করানো হতে পারে। কবর থেকে ম্যারাডোনার লাশ উঠানোর এমন গুঞ্জের মধ্যেই প্রকাশ পেল তার একটি চিঠি। যে চিঠিতে নিজের মরদেহ সংরক্ষণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন আর্জেন্টিনার ১৯৮৬ বিশ্বকাপ জয়ের নায়ক।

বিএনপি নেতা সৈয়দ জুবায়ের

(শেষের পাতার পর)

(১৯ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৭টার দিকে নিউজার্সীর ওয়াইন জেনারেল হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। তিনি স্থানীয় একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি ৪ পুত্র ও ৪ কন্যাসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন রেখে যান।

মরহুমার এক কন্যা বাংলাদেশে এবং অন্যান্য ছেলেমেয়ে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী। এদিকে মরহুমা জকিয়া বেগমের নামাজে জানাজা রোববার বাদ জোহর নিউজার্সীর পেটারসন শহরের ইউনিয়ন এভিনিউস্থ মসজিদ আল ফেরদৌস সংলগ্ন পার্কিং লটে অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় ইমামতি করেন মরহুমার পুত্র সৈয়দ কুবায়েদ আলী। পরে তার মরদেহ স্থানীয় করব স্থানে দাফন করা হয়। বিএনপি ও কমিউনিটি নেতা আলহাজ সৈয়দ জুবায়ের আলীর মাতা জকিয়া বেগমের ইন্তেকালে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের পক্ষ থেকে সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান জিল্লু গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন। এছাড়াও মৌলভীবাজার ডিষ্ট্রিক্ট এসেসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকার সাবেক সাধারণ সম্পাদক শাহান খান পৃথক শোক বার্তার মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন।

খালেদার অসহায়ত্ব ছিল

(প্রথম পাতার পর)

ভিনদেশি রাষ্ট্রদূতের হস্তক্ষেপ চাইতে হবে, এ বিষয়টি খুবই নাড়া দিয়েছিল ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত প্যাট্রিসিয়া বিউটেনিসকে। ২০১৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ফরেন সার্ভিস থেকে অবসরে যাওয়ার পর দেশটির পররাষ্ট্রবিষয়ক 'কথ্য ইতিহাস প্রকল্পকে' দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি স্মরণ করেছেন এক-এগারোর সেই দিনগুলোর কথা। প্যাট্রিসিয়া বিউটেনিস ২০০৬ সালের ১৩ এপ্রিল থেকে ২০০৭ সালের ২৩ জুন পর্যন্ত বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের শেষ দিকের সময় থেকে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রথম কয়েক মাস তিনি বাংলাদেশ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন।

তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও বিরোধীদলীয় নেতা শেখ হাসিনার সঙ্গে যোগাযোগ বা সম্পর্ক রাখার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়েছিল কি না–এমন প্রশ্নের জবাবে প্যাট্রিসিয়া বিউটেনিস বলেন, 'হয়েছে। কিন্তু যথেষ্ট চেষ্টা করেও আমি অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হই।'

উদাহরণ হিসেবে বিউটেনিস জানান, বাংলাদেশে যাওয়ার পর রাষ্ট্রপতির কাছে পরিচয়পত্র উপস্থাপনের আনুষ্ঠানিকতা শেষে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, এ দেশের রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক কয়েকজন ব্যক্তির প্রতি তিনি শ্রদ্ধা জানানোর মাধ্যমে জনগণের সামনে আসবেন। তাঁর অফিসের কর্মীরা তাঁকে একই দিনে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর ও জিয়াউর রহমানের সমাধিতে গিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন। সে অনুযায়ীই তিনি এক এক করে দুই জায়গাতেই একই দিনে গিয়েছিলেন। কিন্তু এর ফল খুব একটা ভালো হয়নি। বিএনপি মনে করেছিল, শেখ হাসিনার পরিবার সেই সম্মান প্রাপ্য নয়। কারণ শেখ হাসিনা তখন রাষ্ট্রক্ষমতায় নেই। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের অভিযোগ ছিল প্রথমে জিয়ার সমাধিতে যাওয়া নিয়ে। শুরুতেই এমন অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, বাংলাদেশে বড় দুই দলের নেতাদের ব্যাপারে সমান আচরণ করা কতটা কঠিন। কারণ তারা পরস্পরকে সমান হিসেবে দেখে না।

বিউটেনিস বলেন, ঢাকায় যাওয়ার পরপরই মনে হয়েছে যে এখানে সবাই তাঁকে রাজনীতিতে জড়ানোর চেষ্টা করছে। একই সঙ্গে বুঝতে পেরেছেন যে এ দেশে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব কতটা। তিনি বলেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে নেতারা অব্যাহতভাবে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতেন এবং তাঁদের অবস্থানের বিষয়ে কোনো না কোনো সমর্থন-সহযোগিতা চাইতেন। এমনটি সব দেশে হয় না। বাংলাদেশ উন্নয়নের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মাত্রায় সফল হলেও রাজনৈতিকভাবে তখনো অগ্রগতির পথে। তখন বাংলাদেশ অনেকটাই যুক্তরাষ্ট্রপন্থী। তাই নেতারা তাঁর সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে চাইতেন। আর এ নিয়ে সব সময় তাঁকে সতর্ক থাকতে হতো। বাংলাদেশে থাকার কিছুদিনের মধ্যেই বিষয়টি খুব ভালোভাবেই রপ্ত করেছিলেন তিনি।

বিউটেনিসের মতে, 'ভারতে সরকারের সঙ্গেও আমাদের অনেক অংশীদারি আছে। কিন্তু সেখানে সরকারি কর্মকর্তারা খুব সজাগ থাকেন যেন তাঁদের যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের খুব কাছের মনে না হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেক আলাদা। এখানে সবাই তাদের নিজস্ব এজেন্ডা নিয়ে আমেরিকানদের সঙ্গে দৃশ্যমান থাকতে চায়।'

'বাংলাদেশে রাজনীতি শুধু খেলা নয়, বিদ্বেষপূর্ণ খেলা'–সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর এমন মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় প্যাট্রিসিয়া বিউটেনিস বলেন, 'অনেকটাই এমন। রাজনৈতিক দলগুলোর পেশিশক্তি দেখানোর লোক আছে। আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে আদর্শিক খুব পার্থক্য নেই, অন্তত দৈনন্দিন রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে।'

বিউটেনিস বলেন, অব্যাহতভাবে তাঁকে শুনতে হতো যে তিনি নিরপেক্ষ নন। আর তিনিও অব্যাহতভাবে বলতেন, 'আমরা কোনো নির্দিষ্ট কাউকে বা প্রার্থীকে সমর্থন করছি না।'

বিউটেনিস স্মরণ করেন, বিএনপি তখনো ক্ষমতায়। তারা তাদের পছন্দের ব্যক্তিকে পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা করার ব্যবস্থা করছে। এমন সময় তাঁর বাসায় ফোন বেজেই চলেছে। সব রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম সবাই তাঁর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছে। অন্য মিশনপ্রধানদের ফোনেরও একই অবস্থা।

বিউটেনিস বলেন, একপর্যায়ে মনে হলো, 'অদ্ভুত। আপনারা (বাংলাদেশিরা) নিজেদের সমস্যা নিজেরা সমাধান করুন। আমি মনে করি না, নিজেদের রাজনীতির মধ্যে বিদেশিদের ডেকে আনা ভালো কোনো ভাবনা। অন্য সরকারগুলো আমাদের বিরুদ্ধে প্রভাব খাটানোর অভিযোগ আনে। আর এখানে (বাংলাদেশে) লোকজন কী করবে, তা যেন আমরা ঠিক করে দিই সে জন্য তারা আক্ষরিক অর্থেই দাবি জানায়।'

সাবেক ওই রাষ্ট্রদূত বলেন, 'সহযোগিতার জন্য আমি আরেকটি অনুরোধ পেয়েছিলাম। আগে যেমন বলেছিলাম, সামরিক বাহিনী এ সময়টাকে (এক-এগারো) দেশের রাজনীতিকে পরিচ্ছন্ন করার সুযোগ হিসেবে দেখেছিল। দুর্নীতির অভিযোগে তাদের অন্যতম টার্গেট ছিলেন খালেদা জিয়ার ছেলে ও দৃশ্যত তাঁর উত্তরাধিকারী তারেক রহমান। তিনি (তারেক রহমান) তাঁর মা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে বেশ ক্ষমতাবান ছিলেন এবং লোকজন তাঁকে ভয় পেত। একদিন আমি প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করার অনুরোধ পেলাম। যেহেতু শেখ হাসিনা ও অন্য দলগুলোর নেতাদের সঙ্গে আমার অব্যাহতভাবে দেখা হচ্ছে, আমি খালেদা জিয়ার সঙ্গেও দেখা করতে রাজি হলাম। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পাঁচতারা একটি হোটেলে গেলাম। সেখানেই বিএনপি ওই দেখা করার ব্যবস্থা করেছিল।'

বিউটেনিস বলেন, খালেদা জিয়া একটি কক্ষে তাঁর পুত্রবধূর (তারেক রহমানের স্ত্রী জোবাইদা রহমান) সঙ্গে বসে ছিলেন। তারেকের স্ত্রীর সঙ্গে আমার আগেও দেখা হয়েছিল। বিউটেনিস বলেন, 'খালেদা জিয়া চেয়েছিলেন আমি যেন তাঁর ছেলেকে কারাগার থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করি। বিষয়টি এমন যেন আমার সেই ধরনের প্রভাব আছে। আমি চেষ্টা করিনি। আমার সেই প্রভাব থাকলেও আমি চেষ্টা করতাম না। আবারও বলব, আমাদের অবস্থান ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং তাদের সামরিক সমর্থকদের প্রতি আহ্বান জানানো, যেন বন্দিদের মানবাধিকার ও আইনি প্রক্রিয়াকে সম্মান করে।'

বিউটেনিস বলেন, 'খালেদা জিয়া যদি সেদিন দাবি করতেন যে তারেককে নির্যাতন করা হচ্ছে; আমি সেই দাবি সরকারকে জানাতাম। কিন্তু তিনি সেই দাবি করেননি।'

বিউটেনিস আরো বলেন, 'আমি হস্তক্ষেপ করতে পারিনি। তবে আমি তাড়িত হয়েছিলাম এটি ভেবে যে এই অনুরোধ জানানো তাঁর (খালেদা জিয়া) জন্য কতটা অবমাননাকর। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে ক্ষমতাবান সেই নারী বিভিন্ন ইস্যুতে আমাদের অবস্থানকে অনেকটাই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছিলেন। আর এখন তিনি তাঁর সন্তানকে মুক্ত করতে আমাকে বলছেন। আমার স্মরণ আছে, সেদিন আমাদের তিনজনের মধ্যে (খালেদা জিয়া, জোবাইদা রহমান ও বিউটেনিস) কঠিন আলোচনা হয়েছিল।'

নিউইয়র্কে ৩ ঘন্টার ব্যবধানে করোনায়

(প্রথম পাতার পর)

কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। জানা যায়, এক নিকটাত্মীয়ের বাড়ীতে থ্যাঙ্কগিভিং ডে'র একটি পার্টিতো তারা সপরিবারে যোগ দেয়ার ফলে সেখান থেকে পরিবারের সবাই করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারেন বলে ধারনা করা হচ্ছে। পরবর্তীতে করোনায় আক্রান্ত হয়ে তারা হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। হাসপাতালে ভর্তির ২৫দিন পর তারা শনিবার মৃত্যুবরণ করেন বলে সূত্রটি জানায়। অপরদিকে তাদের পরিবারের সদস্যরা অনেকটা সুস্থ্য হয়ে বাসায় ফিরেছেন।

মরহুম পিতা মোহাম্মদ খাইরুজ্জামান ও পুত্র আবুল বাশার পান্না'র নামাজে জানাজা রোববার (১২ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ব্রকলীনের মসজিদ ইমামুল বুখারীর (১৮৬৩ ফ্ল্যাটবুশ এভিনিউ, ব্রুকলীন) সংলগ্ন খোলা রাস্তায় অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় ইমামতি করেন এই মসজিদের ইমাম মোহাম্মদ রেজাউল কাদের। পরে তাদের মরদেহ নিউজার্সীর মালবরো কবর স্থানে দাফন করা হয়।

চট্টগ্রামের সন্তান পিতা ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ খাইরুজ্জামান এবং পুত্র আবুল বাশার পান্না'র মৃত্যুতে চট্টগ্রাম সমিতি ইউএসএ ও সন্দ্বীপ সোসাইটি ইউএসএ'র নেতৃবৃন্দ গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে তাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন।

এদিকে নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে আবারো করোনাভাইরাসের বিস্তার আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাবা-ছেলেসহ গত এক মাসে নিউইয়র্কে সাত বাংলাদেশীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে অতি সম্প্রতি মৃত্যুবরণকারী অপর পাঁচজন হলেন আবাসন ব্যবসায়ী গোলাম রহমান সেলিম (৪৬), চট্টগ্রাম কলেজের ইংরেজি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ও নিউইয়র্কের স্কুল বোর্ডের শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ (৭৩), এলমহার্স্টের বাসিন্দা শেফালি বেগম (৫৫), চট্টগ্রাম সমিতি ইউএসএ'র সভাপতি আবদুল হাই জিয়া (৫৫) এবং লং আইল্যান্ড হসপিটালের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার তৌফিকুল ইসলাম (৬২) (প্যাথলজিষ্ট)।

এদিকে গত শনিবার পর্যন্ত নিউইয়র্কে করোনাভাইরাসে মৃত্যুবরণ করেছেন প্রায় ৩৬ হাজার মানুষ। তাদের মধ্যে বাংলাদেশীর সংখ্যা প্রায় তিন শতাধিক। জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় (জেএইচইউ) থেকে প্রকাশিত সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, শনিবার সকাল পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা পৌঁছেছে ১৬ লাখ ৭৪ হাজার ৬০ জনে। এছাড়া, ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে সাত কোটি ৫৬ লাখ ২৭ হাজার ৫৯৩ জনে।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীনের উহানে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। চলতি বছরের ১১ মার্চ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) করোনাকে মহামারি ঘোষণা করে। এর আগে ২০ জানুয়ারি জরুরি পরিস্থিতি ঘোষণা করে ডব্লিউএইচও।

করোনাভাইরাসে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এ পর্যন্ত দেশটিতে এক কোটি ৭৪ লাখ ৪২ হাজার ১৮০ জন করোনায় আক্রান্ত এবং তিন লাখ ১৩ হাজার ২৪৬ জন মৃত্যুবরণ করেছেন।

আমি বোরখা পরতেও বলিনি, কাজ ছাড়তেও বলিনি

(প্রথম পাতার পর)

পরছেন। সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে অনেকেই সমালোচনা করেছেন নায়িকার। এমনকি তার স্বামীকে নিয়েও সমালোচনা করা হয়। বলা হয়, দুজনকে একদম মানাচ্ছে না। সানার এই সিদ্ধান্ত একেবারে ভুল। তিনি কোনো চাপে পড়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিনা তাও প্রশ্ন করা হয় নায়িকাকে।

কিন্তু সানা স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, কোনো চাপ নয়, তিনি বিয়ের আগেই কাজ ছাড়বেন জানিয়েছিলেন। এবং বোরখা পরা তার একদম নিজের সিদ্ধান্ত। তবে এ ব্যাপারে এত দিন মুখ না খুললেও সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে সানার স্বামী পুরো বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন।

তিনি বলেছেন, যারা বলছেন সানা ও আমাকে মানাচ্ছে না, তারা একদম ভুল। আমরা দুনিয়ার সেরা জুটি। আমরা একে অপরের জন্য তৈরি হয়েছি। আমি ভাগ্যবান যে সানাকে পেয়েছি। ওর সঙ্গে ছাড়া আমি ভালো থাকতাম না।

তিনি আরো বলেন, আমি সানাকে কাজ ছাড়তে বলিনি। এটা ওর সিদ্ধান্ত। এমনকি বোরখা পরতেও বলিনি। সেটা ও নিজের ইচ্ছাতেই পরছে।

তিনি বলেন, আমি কখনোই সানাকে নির্দিষ্টভাবে জীবনযাপনের জন্য বাধ্য করিনি। ৬ মাস আগে ইনস্টাগ্রামে সানা জানিয়েছিলেন তিনি হিজাব পরবেন। সবাই ভেবেছিল, এটা হয়তোবা মহামারি করোনার কারণে। কিন্তু সানা সবসময়ই কাজের জায়গা থেকে নিজেকে আলাদা রাখতে চেয়েছিলেন। আমি ভেবেছিলাম, ওকে কিছুটা সময় দেওয়া উচিত। তবে ও হঠাৎই বিনোদন দুনিয়া ছাড়ার কথা ঘোষণা করে দিল। এতে আমিও কিছুটা হতবাক হয়েছিলাম।

সাঈদ আরও বলেন, আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলাম যে, আমি সানাকে বিয়ে করতে চাই এবং তিনি আমার প্রার্থনা শুনেছিলেন। আমার মনে হয় আমি যদি অন্য কাউকে বিয়ে করতাম, হয়তো এত খুশি হতাম না। সানা নিজে সম্পূর্ণ নয়, তবে ও আধ্যাত্মিক, ক্ষমাশীল এবং স্বচ্ছ হৃদয়ের মানুষ। আমি সর্বদা এমন একটি মেয়েকে চেয়েছিলাম যে আমার পরিপূরক এবং আমাকে সম্পূর্ণ করবে।

তিনি বলেন, পরিচিতরা এখনও আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন যে, আমি কীভাবে কোনও অভিনেত্রীকে বিয়ে করতে পারলাম? যারা এমন প্রশ্ন করছেন তারা ভীষণই সংকীর্ণ মনের। এটি আমার জীবন এবং এ বিষয়ে কারও মন্তব্য করা উচিত নয়। অন্যরা নির্দ্বিধায় ভাবতে পারে যে আমদের মধ্যে কোনও মিল নেই, তবে আমরা জানি আমরা কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

Homeopathy & Herbal
হোমিওপ্যাথিক এন্ড হারবাল
ডাঃ এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA) Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

মহিলাদেরঃ* অনিয়মিত ঋতুস্রাব * স্তনের টিউমার * চুল পড়া * শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিহিয়া * ডিম্বাশয়ের টিউমার (Ovarian Cyst) * Endometriosis, * জরায়ুর টিউমার (Uterus Tumors), * বন্ধ্যাত্ব * ঋতুস্রাবে বিলম্ব ইত্যাদি।

শিশুদেরঃ-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন ষ্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।
37-15 73rd Street, Jackson heights, NY 11372.
Cell: 917-285-4804, Ph: 718-898-0939
www.vhvshop.com
Business Hours: Monday-Friday: 12:00PM-8:00PM Saturday-Sunday: 12PM-5PM

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা
সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স
গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

হিলসাইডে বাংলাদেশী ডাক্তার

ডাঃ মোঃ কাওসার রশীদ

Diplomate American Board of Internal Medicine

❊ ফিজিক্যাল এক্সাম ❊ স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা ❊ টিএলসি এক্সাম ❊ হজ্ব ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা ❊ ডায়াবেটিস ❊ উচ্চ রক্তচাপ ❊ থাইরয়েড ❊ এজমা ❊ বাতের ব্যথা ❊ চর্মরোগ ❊ যৌনরোগ এবং অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের ক্লিনিকে সুলভ মূল্যে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, স্পাইরোমেট্রি, প্রেগন্যান্সি, টিবি টেস্ট, কান ফুটো করা হয়।

We accept all major insuranPes including Medicare, Medicaid, Metro Plus, Health Plus, GHI, PHS, AETNA, OXFORD, HIP BC & BS, 1199, Union Plan এবং অন্যান্য যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের জন্য হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

আমরা ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য Child Health Plus ইন্স্যুরেন্স করতে সাহায্য করে থাকি।

সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত, শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

168-32 Highland Ave. Jamaica, NY. F ট্রেনে 169th St. (South Side)
Tel: 718-657-8325, 718-657-7300
মেডিক্যাল অফিসে আসার পূর্বে এপয়েন্টমেন্ট করে নিন।

LAW OFFICES

OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)

মজিবুর রহমান

লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালট্যান্স

718-545-2600, 917-834-9269

*Bankruptcy, Divorce
*Major Accident Cases
*Business, Incorporation
*Investment
*Estate, Litigation
*Landlord & Tenant Commercial
*Real Estate Closing
*Trade Disputes

Trade disputes and Investments involving Bangladeshi legal matters

যোগাযোগ : মুজিবুর রহমান ৯১৭-৮৩৪-৯২৬৯

23-52 31st. Street. Astoria. NY 11105

জ্যামাইকা ও গ্রীন পয়েন্টে বাংলাদেশী ডেন্টিস্ট



আমরা মেডিকেইড, মেট্রোপ্লাস, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ্ ফার্স্ট, সিগ্না, এ্যাটনা, মেটলাইফ, গার্ডিয়ান, সেলিডেন্ট ও অন্যান্য Insurance এবং Union Plan গ্রহণ করে থাকি।

ডাঃ মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস

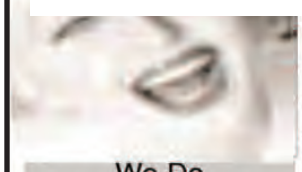
DR. MAFUJUL HASAN D.D.S.

জ্যামাইকা অফিস
170-09, Hillside Ave,
Jamaica, NY-11432
Ph: 718-291-2710

গ্রীনপয়েন্ট অফিস
40-41, Green Point Ave,
Sunnyside, NY- 11104
Ph: 718-392-2858

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

ENTAL



আমার পরিবারের সবার জন্য দাঁতের চিকিৎসার জন্য এস্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

We Do
Implant & Veneers

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

অংঃড়ৎরধ খড়পধঃরড়হ
২৮-৫৭ ঝঃবরহধি ঝঃৎববঃ,
অংঃড়ৎরধ, ঘণ
ঘ ঃৎধরহ ঃড় ৩০ আব. ঝঃধঃরড়হ
ঞবষ: ৭১৮-২৬৭-০৫০০

Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

AUTHORIZED e-file PROVIDER

7 DAYS OPEN

718-475-5686



87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent

এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Direct Deposit

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

একাউন্টিং

- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP

- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন

- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File



Member of AICPA

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

NOTARY PUBLIC

IRS ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saterday
10:00am - 8pm

Tax Preparation
fee pay by Cradit card

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313
karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com
37-20 74th Street. 2nd Floor. Jackson Heights

‘হুজুর ভাসানী’র প্রয়াণ দিবসে-

(শেষের পাতার পর)

করেন। এ নিয়ে আমার কিছু স্মৃতি আছে। লিখেওছি। গত বছরও এই দিনে এখানে পোস্ট করেছি। অমি চাই কথাগুলো বেশী বেশী প্রচারিত হোক, মানুষ জানুক। কারন মাওলানা ভাসানীর মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন আছে। সে রহস্যের উন্মোচন আজও হয়নি। হুজুরের ৪৪তম মৃত্যুবার্ষিকীতে পুরনো পোস্টটি আবারও দিচ্ছি।

‘আমি তখন দৈনিক কিষাণের বার্তা সম্পাদক। অফিস সেগুন বাগিচার এক বিরাট বাড়ীতে। কাগজটা সবে সাপ্তাহিক থেকে দৈনিক হয়েছে। গোছগাছের কাজ তখনও চলছে। ১৭ তারিখ দুপুরের আগ থেকেই অফিসে। বিকেল তিনটা সাড়ে তিনটা কি চারটার দিকে মেডিকেল থেকে কে একজন ফোন করে বললেন, হুজুরের অবস্থা গুরুতর!

ক'দিন যাবত তিনি ঢাকা মেডিকেলে ভর্তী ছিলেন জানি। যাবো যাবো করে যাওয়া হচ্ছিল না। অবস্থা গুররুতর শুনে খটকা লাগে! সেগুন বাগিচা থেকে মেডিকেল, রিকশায় আট থেকে দশ মিনিটেই পৌঁছি। দোতালায় যে কেবিনে হুজুর ছিলেন গিয়ে দেখি লোকজন কেউ নাই। তখনও কেউ এসে পৌঁছায় নাই। হুজুর সোজা চিৎ হয়ে শুয়ে বেড়ে। চোখদু'টো বোজা। একপাশে স্ত্রী আলেমা ভাসানী থ' হয়ে বসে, অপলক তাকিয়ে হুজুরের মুখের দিকে। পায়ের দিকটায় দু'টো নার্স হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে। যেন কিছু বুঝে উঠতে পারছে না।রুমে ঢুকে হুজরের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো উনি ঘুমিয়ে আছেন। রুমের পরিবেশটাও এমন- মনে হলোনা উনি মারা গেছেন। একবার ভ্রম হয় কেউ কি আমাকে বোকা বানালো! নার্সদের জিজ্ঞেস করি কি হয়েছে। ওরা আমতা আমতা করতে থাকে। হুজুরের স্ত্রীকে শুধাই। তিনি হতভম্বের মত বলতে থাকেন, উনি তো ভালই ছিল। একটু আগে বইসা খাইলো। নার্সরা কি জানি অষুধ খাওয়াইলো। তারপর ছটফট করতে করতে শুইয়া পড়লো। এখন তো চোখ খুলেনা। নার্সদের বলি, কি অষুধ দিছিলেন। ওরা খানিকটা কম্পিতকণ্ঠে বলে, রোজ যা দেই। এবার ধমক দিয়ে বলি, ভুল অষুধ দিছিলেন? ওরা একইভাবে আমতা আমতা করতে থাকে।

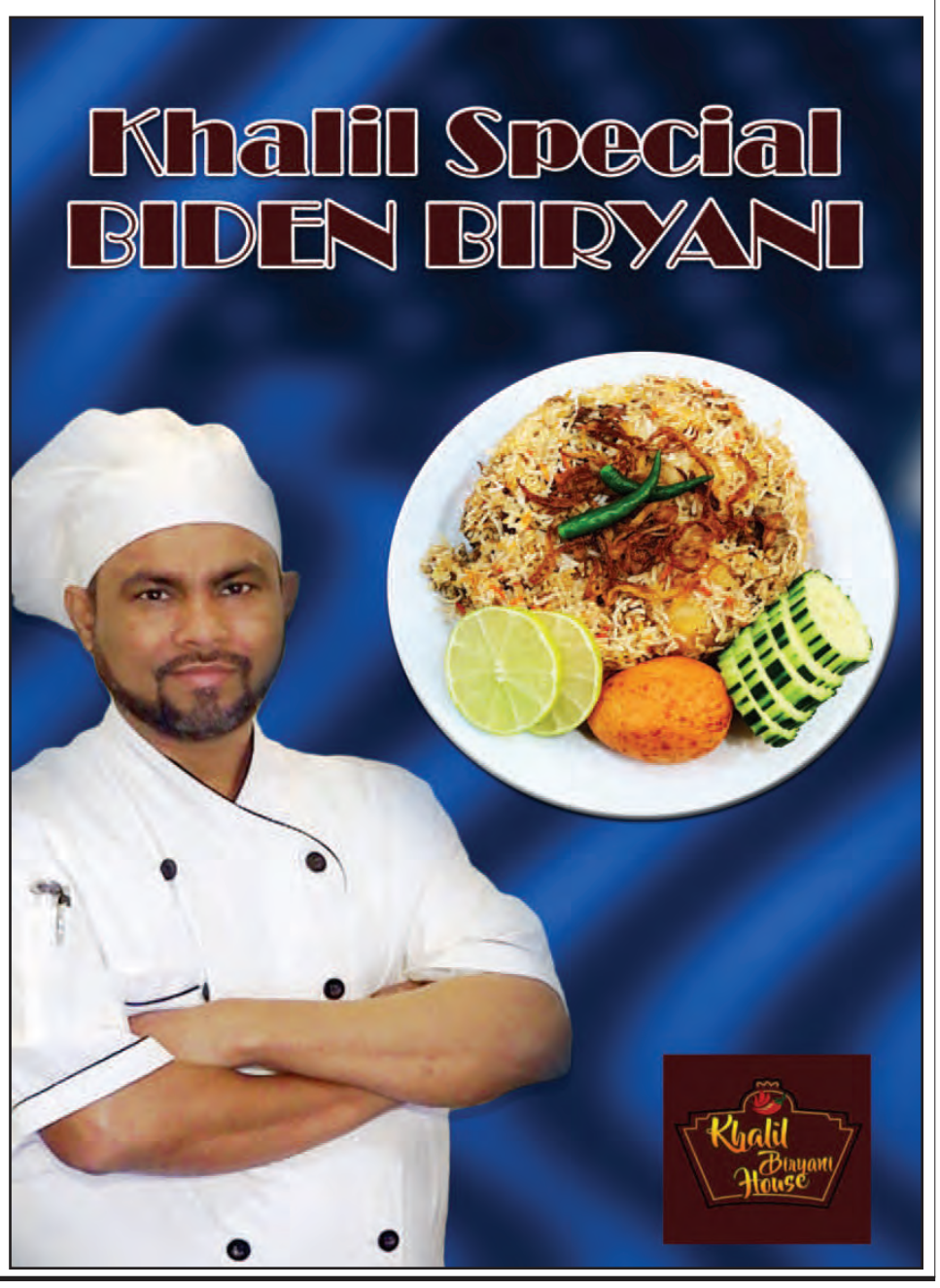
নার্সদেরকে জেরা এবং হুজুরের স্ত্রীর সাথে কথা বলে বুঝতে পারলাম, সকাল থেকে হুজুর বেশ ভাল ছিলেন। সকলের সাথে স্বাভাবিকভাবে কথা বলেছেন। যোহরের নামাজ পড়েছেন। দুপুরের খাবারও খেয়েছেন। এরপর নার্সদের কেউ অসাবধানতাবশত: তাকে অন্য কোন অষুধ খাইয়েছে। রিএ্যাকশন হয়ে হুজুরের হার্টবিট বা প্যালপিটিশন বেড়ে যায়। যেটা হুজুর সহ্য করতে পারেন নাই, হার্ট এ্যাটাক হয়ে গেছে। কিন্তু চলে গেছেন কিনা কেউ বুঝতে পারছিল না। এর মধ্যে দু'জন ডাক্তার ছুটে আসেন। সিনিয়রজন হুজুরের পালস পরীক্ষা করতে থাকেন। নার্সদের কাছে জানতে চান কি হয়েছিল। ওরা একইভাবে আমতা আমতা করতে থাকে। এক ডাক্তার হুজুরের ফাইলটা নিয়ে দেখেন, অষুধগুলো দেখেন। তারপর সিনিয়র ডাক্তারের কানেকানে কিছু বলেন। ইতিমধ্যে হুজুরের স্ত্রী ফুফিয়ে কান্না শুরু করেছেন। নার্সদেরকে বকাঝকা করে চলেছেন। আমি বলি, ডাক্তার সাহেব হুজুর তো ভালই ছিলেন। নার্সরা তাকে ভুল অষুধ দিয়েছে। ডাক্তার আমার পরিচয় জানতে চান। সাংবাদিক জেনে একটু সংযতকণ্ঠে বলেন, দেখেন এটা আমাদের চি-কিৎসার ব্যপার। আমরা দেখছি। আপনারা এখন যান। আমি তারপরও বারবার বলতে থাকি ভুল অষুধ খাইয়ে হুজুরকে মেরে ফেলা হয়েছে। এর মধ্যে বাবু ভাই (হুজুরের বড় ছেলে নাসের খান ভাসানী) চলে আসেন। বড় ডাক্তার আসেন। একে একে দলের নেতা কর্মীরা আসতে থাকে। পুলিশ আসে। ভীড় বেড়ে চলে। আমার কথাটা ভীড়ে চাপা পড়ে যায়। বের হয়ে আসি কেবিন থেকে।

ভুল অষুধে যে হুজুরের মৃত্যু হয়েছে এ কথাটা আমি পরদিন কাগজে লিখেছিলাম। এ নিয়ে সম্ভবত: কিছুদিন হৈ চৈও হয়েছিল। একটা তদন্ত কমিটিও হয়েছিল। ওই পর্যন্তই। রাষ্ট্রক্ষমতায় তখন জিয়াউর রহমান। ভরা মার্শাল ল'র যুগ। হয়তো সরকার চেয়েছিল এ নিয়ে যেন ঘাটাঘাটি না হয়। হুজুরের দল ন্যাপের নেতারা তখন জিয়াউর রহমানের সাথে যোগ দিয়ে মন্ত্রী-এমপি হবার ছক কষছেন। তারাও হয়তো সরকারকে এ নিয়ে বিব্রত করতে চান নাই। ফলে হুজুরের মৃত্যুরহস্য উদ্ঘাটনে গঠিত তদন্ত কমিটি ওভাবেই পড়ে থাকলো। মাওলানা ভাসানীর মৃত্যু- আজও রহস্যাবৃত্তই হয়ে রইলো!’ ভাসানী হুজুর ছিলেন রাজনীতির মহীরূহ। গন-মানুষের নিখাদ নেতা। স্বাধীনতার একজন অন্যতম প্রবক্তা, আজকের ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। অথচ দু:খের বিষয় রাষ্ট্রীয়ভাবে তো নয়ই দলীয়ভাবেও তাকে স্মরণ করা হয় না। এই দীনতা কোন গৌরবের কিছু না, জাতির লজ্জা। হুজুরের অনুসারি কিছু ছোটখাট সংগঠন এই দিনে তাঁর স্মৃতিচারন করে, আলোচনা করে। সীমিত পরিসরের এইসব আলোচনা স্মৃতিতর্পণ মনে করিয়ে দেয় মাওলানা ভাসানী নামে আমাদের দেশে একজন রাজনীতির মুরুব্বী ছিলেন, যার অভাব আজ তীব্রভাবে অনুভূত। হুজুর ভাসানীর পুণ্যাত্মা শান্তিতে থাকুন।









কোম্পানীগঞ্জে মতীন ফাউন্ডেশনের শীতবস্ত্র বিতরণ সম্পন্ন





সিলেট: উত্তর সিলেটের প্রথিতযশা আলিমে দ্বীন, জামেয়া মুশাহিদিয়া খাগাইল মাদরাসা কোম্পানীগঞ্জ এর দীর্ঘকালীন নাজিমে তা'লিমাত, হযরত মাওলানা আব্দুল মতীন হাফিযাহুল্লাহ'র নামে প্রতিষ্ঠিত সমাজ সেবামূলক সংগঠন 'মাওলানা আব্দুল মতীন ফাউন্ডেশন, সিলেট'-এর উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। গত ১৮ ডিসেম্বর শুক্রবার বিকেল ৪ টায় বিপুল সংখ্যক শীতার্ত মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ ২০২০ কর্মসূচীর তৃতীয় পর্বে লিডিং ইউনিভার্সিটির প্রভাষক মাওলানা জিয়াউর রহমানের সভাপতিত্বে ও জামেয়া মুশাহিদিয়া খাগাইল মাদরাসার গভর্ণিং বডির সদস্য হাফেজ খায়রুল হুদা ও ফাউন্ডেশনের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মাওলানা মইন উদ্দীন আহমদ এর যৌথ পরিচালনায় শুরুতে কুরআনে হাকীম থেকে তেলাওয়াত করেন শামীম আহমদ ও ইসলামী সংগীত পরিবেশন করেন আবদুল্লাহ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সালুটিকর মাদানিয়া মাদরাসার পরিচালক মাওলানা সুহেল আহমদ।

কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার জামেয়া মুশাহিদিয়া কাসিমুল উলুম খাগাইল মাদরাসা প্রাঙ্গণে উক্ত শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও সৈয়দ নাসির উদ্দিন (র:) স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট এর সভাপতি, হুমায়ুন আহমদ মাসুক মাদরাসার ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে বলেন, মাওলানা আব্দুল মতীন হাফি-যাহুল্লাহর মতো আরো অনেক মানুষ গড়ার কারিগর এই মাদরাসা থেকে জন্ম নিতে হবে। তিনি কওমি মাদরাসার শিক্ষাদানের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, কওমী মাদরাসায় কখনো সন্ত্রাসী জন্ম দেয় না, কওমি মাদরাসায় কখনো সুদখোর ঘুষখোর জন্ম দেয় না, মাদারিসে কওমিয়ার ছাত্র-শিক্ষকরা কখনো ক্ষুধার্ত থাকে না। তাই এই সমস্ত মাদ্রাসায় সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসতে হবে, সাহায্য সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করতে হবে। আমাদের বাচ্চাদেরকে এই সমস্ত মাদ্রাসায় শিক্ষাদান করাতে হবে।

তিনি আরো বলেন, যার নামে এই ফাউন্ডেশন, তিনি তাঁর জীবনের সিংহভাগ সময় এই দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে কাটিয়েছেন, দীর্ঘকালীন সময় নাজিমের অহলিমাতের দায়িত্ব সুচারুরূপে আঞ্জাম দিয়ে এই বৃহত্তর এলাকায় ইলমে ওহীর আলো প্রস্ফুটিত করেছেন। এজন্য মনের গভীর থেকে তাঁর সুস্বাস্থ্য ও নেক হায়াতের জন্য সবার দোয়া করা উচিত।

তিনি মাওলানা আব্দুল মতীন ফাউন্ডেশনের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার প্রশংসা করে আগামী দিনে সংগঠনের কার্যক্রমকে আরো বেগবান করার উদাত্ত আহ্বান জানান। পাশাপাশি দেশের সকল বিত্তশালীদের এই ফাউন্ডেশনের ন্যায় সাধ্যানুযায়ী শীতার্ত ও বিপন্ন মানবতার পাশে দাঁড়ানোর এবং হত দরিদ্র এবং মেধাবী ছাত্রদের দুঃখ-দূর্দশা ভাগাভাগি করার আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, জামেয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম বাগজুর মাদরাসা কোম্পানীগঞ্জ এর পরিচালক ও ফাউন্ডেশনের সহ-সভাপতি, মুফতি মুফিজুর রহমান ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পরিচয় করিয়ে দেয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে বলেন, কে ঐ মাওলানা আব্দুল মতীন?

তিনি হলেন উত্তর-পূর্ব সিলেটের প্রথিতযশা আলিমে দ্বীন, শায়খুল ইসলাম আল্লামা মুশাহিদ বায়মপুরী রাহিমাহুল্লার একান্ত শাগরিদ, জামেয়া মুশাহিদিয়া খাগাইল মাদরাসার দীর্ঘকালীন শিক্ষা সচিব, অজস্র মানুষ গড়ার কারিগর, উত্তর সিলেটে যিনি অত্যন্ত সুচারুভাবে ইলমে নববীর প্রচার-প্রসার করেছেন। ইলমে নববীর অতন্দ্র প্রহরী ও দ্বীনের উপর অটল-অবিচল থেকে খালিছ নিয়তে যিনি চার যুগেরও বেশী সময় দ্বীনের কাজ করেছেন, তিনিই হলেন আমাদের সর্বজনশ্রদ্ধেয় মাওলানা আব্দুল মতীন হাফিযাহুল্লাহ। আমরা দোয়া করি আল্লাহ তা'আলা যেন এই জ্ঞান তাপসের শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি নেক হায়াতে তাইয্বিা দান করেন।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের রাজনীতির হাতেখড়ি ছিলেন দুইজন আলেম। একজন হচ্ছেন মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, অপরজন মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ। যারা এই বিজয়ের মাসে আলেম সমাজকে অবমাননা এবং গালি দেয়, তাদের স্মরণ রাখা উচিত, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে আলেম সমাজের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। অনেক উলামায়ে কেরাম ছিলেন স্বয়ং মুক্তিযোদ্ধা, অনেক মাদরাসা ছিল মুক্তিযুদ্ধের ক্যাম্প। অনেক মাদরাসার প্রধান ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সহযোগী। তাই দেশ স্বাধীনের ক্ষেত্রে কাউকে খাটো করা, ছোট করা যাবে না, বা অবমাননা করা যাবে না। সবাইকে তাঁদের নিজ নিজ অবদানের জন্য সম্মান করতে হবে, শ্রদ্ধা করতে হবে।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন পূবালী ব্যাংক বন্দর বাজার শাখার অফিসার ও ফাউন্ডেশনের ট্রেজারার, কবি নজমুল হক চৌধুরী, সুরমাভিউ টোয়েন্টিফোর ডটকম'র সম্পাদক এমদাদুল হক সোহাগ, সৈয়দ নাসির উদ্দিন (র:) স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট এর ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল ফয়েজ উদ্দিন আহমদ ও নবদূত সামাজিক ফোরাম এর চেয়ারম্যান মাওলানা কে এম রফিকুজ্জামান প্রমূখ।

অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য তরুণ রাজনীতিবিদ সামসুদ্দীন আহমদ শাহীন, তরুণ সমাজ সেবক ইকবাল হুসেন এমাদ, মাওলানা হোসাইন আহমদ ও মাওলানা ইমরান হোসাইন সেলিম প্রমূখ। এছাড়াও জামেয়া মুশাহিদিয়া খাগাইল মাদরাসার শিক্ষক আনোয়ার হোসাইন, মাওলানা খায়রুল ইসলাম, হায়দরী বাজার মাদানীয়া মাদরাসার নায়েবে মুহতামীম মাওলানা আইন উদ্দীন, সৌদি প্রবাসী মাওলানা হাবীবুর রহমান, আসাদুজ্জামান ও জুনেদ আহমদ সহ স্থানীয় পর্যায়ে দক্ষিণ রনিখাই ইউনিয়নের বিভিন্ন মাদরাসার প্রধানগণ, ইমামগণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকসহ এলাকার বিপুল সংখ্যক মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে হুমায়ুন আহমদ মাসুক সহ অন্যান্য অতিথিদেরকে ফুলের তোড়া ও বই দিয়ে বরণ করেন সালিক আহমদ সাদী ও ফখর উদ্দিন।

উল্লেখ্য, যে এবছর শীতার্ত মেধাবী ছাত্র ও অসহায় মানুষের মধ্যে মাওলানা আব্দুল মতীন ফাউন্ডেশন, সিলেট এর পক্ষ থেকে চারটি পর্বে মোট এক হাজার কম্বল বিতরণ করা হচ্ছে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





ফখরুল আলমের ভ্রাতৃবিয়োগ

(শেষের পাতার পর)

ফখরুল আলম ভাইয়ের বড় ভাই শাহ আলম (৭১) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক কন্যা ও এক পুত্র সহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। খবর ইউএনএ'র।

ফখরুল আলম ইউএনএ প্রতিনিধি-কে জানান, বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবসের দিন অর্থাৎ গত ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সময় সকাল সাড়ে ছয়টায় রাজধানী ঢাকার একটি হাসপাতালে তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি কিডনি ও হৃদরোগ সংক্রান্ত শারীরিক নানা জটিলতায় ভূগছিলেন। মরহুমার কন্যা আষ্ট্রেলিয়া প্রবাসী আর পুত্র যুক্তরাষ্ট্রে পিএইচডি কোর্সে অধ্যয়ন করছিলেন।

মরহুম শাহ আলমের নামাজে জানাজা ঢাকা ও ফেনীতে অনুষ্ঠানের পর ঐদিনই ফেনীর ধর্মপুর গ্রামের পারিবারিক কবর স্থানে তার মরদেহ দাফন করা হয়েছে।

ফখরুল আলম তার মরহুম বড় ভাইয়ের বিদেহী আত্মার মাগফেরাতের জন্য সকলের দোয়া কামনা করেছেন।

কোম্পানীগঞ্জ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের

(শেষের পাতার পর)

রঞ্জন ভৌমিক প্রেরীত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে। এসোসিয়েশনের ঘোষিত নতুন সময়সূচী মোতাবেক সংগঠনের অফিসে মনোনয়ন পত্র জমা আগামী ২৬ ডিসেম্বর শনিবার রাত ৫-১০টা, মনোনয়নপত্র বাছাই ১ জানুয়ারী শুক্রবার রাত ৫-৯টা, প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ ৮ জানুয়ারী শুক্রবার রাত ৫-৯টা, প্রার্থিতা প্রত্যাহার ১৫ জানুয়ারী শুক্রবার রাত ৫-৯ টা, চুড়ান্ত তালিকা প্রকাশ ২২ জানুয়ারী শুক্রবার ৫-৯টা, ভোটগ্রহণ ও নির্বাচন ২৮ ফেব্রুয়ারী রোববার সকাল ৮টা-রাত ৮টা পর্যন্ত। নির্বাচনের নমিনেশন ফি অপরিবর্তিত রয়েছে। নির্বাচনী সকল কার্যক্রম সমিতির অফিসে সম্পন্ন হবে। তবে ভোট গ্রহণের স্থান পরবর্তীতে জানানো হবে।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার আশীষ রঞ্জন ভৌমিক জানান, বিগত ২০১৯ সালের ১০ অক্টোবর কোম্পানীগঞ্জ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউএসএ ইনক এর নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণ সম্পন্ন হওয়ার পর অনিবার্য কারণবশত নির্বাচনী পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত হয়ে যায়। পরবর্তিতে মামলার জটিলতার কারণে নির্দিষ্ট সময়ে বাকী নির্বাচনী কার্যক্রম ও চূড়ান্ত নির্বাচন সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি।

গত ১৮ নভেম্বর মাননীয় আদালতের নির্দেশ ক্রমে এবং ট্রাস্টি বোর্ডের চিঠি মোতাবেক নির্বাচন কমিশন পূর্বের স্থগিত নির্বাচন-২০১৯ এর পরবর্তী কার্যক্রমের তারিখ ঘোষণা করে।

আশীষ রঞ্জন ভৌমিক আরো জানান, বিগত ২০১৯ সালের ১০ অক্টোবর বিক্রিত ফরম ও তফসিল অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তিনি জানান, নিউইয়র্ক সিটির কোভিড-১৯ এর নিয়ম-কানুন মেনে নির্বাচনী কার্যক্রম এবং চূড়ান্ত নির্বাচন সম্পন্ন হবে। নির্বাচনের চূড়ান্ত তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারী রোববার ধার্য করা হয়েছে। তবে কোভিড-১৯ বা অন্য কোন কারণে চূড়ান্ত নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন হলে, তা পত্রিকা এবং সমিতির নোটিশ বোর্ডের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে। তিনি বলেন, নির্বাচনী কার্যক্রম অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার জন্য নির্বাচন কমিশন বদ্ধপরিকর। গঠনতন্ত্রের অধ্যায় ৫ এর ধারা ২১ থেকে ২৫ পর্যন্ত গঠনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনী কার্যক্রমের যে নিয়ম রয়েছে, তা অনুসরণ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্রের অধ্যায় ৫ এর ধারা ২১ এর ১ উপধারা মোতাবেক (কমিশনের সকল কার্যক্রম ট্রাস্টি বোর্ডের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে)। সংগঠনের গঠনতন্ত্রে ধারা ৩২ এর উপধারা ৪ এ বলা আছে, ট্রাষ্টি বোর্ড নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রম তদারকি করতে পারবে এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ায় যে কোন সমস্যা কমিশনের সাথে আলোচনাক্রমে তাৎক্ষণিক সমাধান করার ক্ষমতা রাখে। নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নির্বাচন পরিচালনা করছে এবং নির্বাচন সংক্রান্ত যেকোন বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীদের কোভিড-১৯

(শেষের পাতার পর)

ভ্যাকসিন গ্রহণ করেন ক্যালিফোর্নিয়ার গ্লেনডেল মেমোরিয়াল হাসপাতাল ও প্রোভিন্স ষ্টেট জোসেফ হাসপাতালের ইন্টারনাল মেডিসিন ফিজিশিয়ার ডা. রবি আলম। এছাড়াও বৃহস্পতিবার কভিড-১৯ এর ভ্যাকসিন গ্রহণ করেছেন জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যেও আটলান্টায় বসবাসকারী বাংলাদেশী ফজলে খান।

যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাট অঙ্গরাজ্যের একটি নার্সিং হোমে কর্মরত বাংলাদেশী-আমেরিকান স্বাস্থকর্মী মাইশা জিলু কভিড-১৯ এর ভ্যাকসিন গ্রহণ করেছেন। তিনি শুক্রবার ফাইজারের ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ গ্রহণ করেন। এছাড়াও পেনসেলভেনিয়ার ফিলাফিলডিয়ায় বসবাসকারী নাহরিন হুসনা শনিবার তার কর্মস্থলে ভ্যাকসিন গ্রহণ করেছেন।

মাইশা জিলু কাজের পাশাপাশি একটা বিশ্ববিদ্যালয়েরও পড়ালেখা করছেন। মাইশা বাংলাদেশের মৌলভীবাজারের কন্যা এবং জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাবেক সাধারণ সম্পাদক আহমেদ জিলু তার পিতা।

কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন গ্রহণের পর ডা. মাসুদুল হাসান শুক্রবার এই প্রতিনিধির সাথে আলাপকালে বলেন, আমি ভালো এবং সুস্থ্য আছি। এখন পর্যন্ত কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া অনুভব করছি না।

ভ্যাকসিন নিয়ে মায়িশা বলেন, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমি ভালো আছি। কভিড মোকাবেলায় সবাইকে ভ্যাকসিন নেয়া উচিৎ বলে তিনি মন্তব্য করেন।এদিকে ভ্যাকসিন গ্রহণে আমেরিকান নাগরিকদের সচেতন করতে হোয়াইট হাউজে লাইভ ইভেন্ট করে ভ্যাকসিন নিয়েছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স। সেকেন্ড লেডি ক্যারেন পেন্স এবং সার্জন জেনারেল জেরোম অ্যাডামসও এসময় ভ্যাকসিন নিয়েছেন। শুক্রবার সকালে তারা ভ্যাকসিন নেন। ভ্যাকসিন নিয়ে ভাইস প্রেসিডেন্ট পেন্স বলেন, 'আমি কিছুই অনুভব করিনি'। শটটিকে 'মেডিকেল মিরাকল' বলেও অভিহিত করেন তিনি। ফাইজার ও মডার্নার ভ্যাকসিনকে এফডিএ অনুমোদন দিয়েছেন উল্লেখ করে মাইক পেন্স আরও বলেন, এ ভ্যাকসিনের উপর আমেরিকান জনগনের আস্থা রাখা উচিত এবং এটি নিরাপদ।

অপরদিকে, হাউস স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি শুক্রবার সকালে ফাইজার-বায়োএনটেকের কভিড-১৯ ভ্যাকসিন নিয়েছেন। তিনি ক্যাপিটল অফিসে ডা. ব্রায়াসের কাছ থেকে ভ্যাকসিন গ্রহণ করেন। পরে তিনি তার ভ্যাকসিন রেকর্ড কার্ডটি সাংবাদিকদের সামনে প্রদর্শন করেন। এর আগে বৃহস্পতিবার ন্যান্সি পেলোসি জানিয়েছিলেন, কয়েকদিনের মধ্যে তিনি ভ্যাকসিন গ্রহণ করবেন। ভ্যাকসিন নিয়ে স্পিকার জানান, সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী হাউজ এবং সিনেট সদস্যরা এখন ভ্যাকসিন নেয়ার যোগ্য।

৯০০ বিলিয়ন ডলারের

(প্রথম পাতার পর)

তারা জনপ্রতি ৬শ ডলার করে পাবেন এককালীন। এই প্রণোদনার অর্থ সরাসরি ব্যাংক একাউন্টে অথবা চেকের মাধ্যমে আমেরিকান নাগরিকদের কাছে যাবে। বেকার ভাতার আওতাভূক্তরা ফেডারেল সরকার থেকে ৩শ ডলার করে অতিরিক্ত সহায়তা পাবেন আরো ১১ সপ্তাহ। যা ২০২১ সালের জানুয়ারী মাস থেকে শুরু হবে।

ডেমোক্রাট নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেসের স্পীকার ন্যান্সি প্যালোসি, সিনেটের ডেমোক্রাট মাইনোরিটি লিডার চক শুমার (নিউইর্য়ক) ও সিনেটের রিপাবলিকান মেজরিটি লিডার মিচ ম্যাককনেল (কেন্টাকি) যৌথভাবে এই বিলের সমঝোতার কথা জানান।

এর বাইরে এই প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় রয়েছে ব্যবসীদের পে চেক প্রটেকশন প্রোগ্রাম,স্কুল-কলেজ, ক্ষুদ্র ব্যাবসীদের ঋণ, করোনার টেষ্ট, স্বল্প আয়ের নাগরিকের খাদ্য সহায়তা সহ অন্যান্য ফেডারেল প্রোগাম।

ডেমোক্রাটরা এই দ্বিতীয় পেন্ডামিক প্রণোদনা ২ দশমিক ২ ট্রিলিয়ন ডলারের প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু রিপাবলিকান আইন প্রণেতা বিশেষ করে সিনেটের মেজরেটি নেতা মিচ ম্যাককনেল এই বিশাল অংকের প্রণোদনা পাশে রাজি হননি। ফলে দীর্ঘদিন ধরে বিলের আকার নিয়ে দু'পক্ষের টানা হেঁচড়া চলছিল। উল্লেখ্য, পেন্ডামিক শুরু হওয়ার পর গত মার্চে ২ লক্ষ কোটি ডলারের প্রথম প্রণোদনা প্যাকেজ পাশ হয়।

প্রথম প্যাকেজের আওতায় আমেরিকান নাগরিকরা জন প্রতি ১২ শ ডলার ও ১৮ বছরের নীচে এমন সন্তানের জন্য ৬ শ ডলারের সরাসরি চেক পান। বেকার ভাতা সপ্তাহে ৬ ডলার করে দেয়া হয় ফেডারেল থেকে। এই অর্থ রাজ্যের অতিরিক্ত। এছাড়াও সব ধরনের ব্যাবসায় দেয়া হয় বিরাট প্রণোদনা। আধুনিক ইতিহাসে এত বিশাল আকারের প্রণোদনা প্যাকেজ এটিই প্রথম ও একমাত্র।

কোম্পানীগঞ্জ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউ. এস. এ. ইনক্

COMPANIGONJ WELFARE ASSOCIATION USA INC.

THE ELECTION COMMISSION- 2019

Ref. EC12172020A **তারিখ: ১৭ ডিসেম্বর ২০২০ ইং**

কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২০-২০২২ ইং নির্বাচনী নতুন সময়সূচী
নির্বাচনের তারিখঃ ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০২১, রবিবার

সম্মানিত সদস্য/সদস্যা বৃন্দ,
কোম্পানীগঞ্জ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউ. এস. এ ইনক্

আপনাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানীগঞ্জ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউ. এস. এ ইনক্ এর নির্বাচন-২০১৯, গত ১০ অক্টোবর ২০১৯ ইং তারিখে নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণ সম্পন্ন হওয়ার পর, অনিবার্য কারন বসত নির্বাচনী পরবর্তী কার্যক্রম স্থাগিত হয়ে যায়। পরবর্তিতে তা মামলার জটিলতার কারণে নির্দিষ্ট সময়ে বাকী নির্বাচনী কার্যক্রম ও চূড়ান্ত নির্বাচন সম্পন্ন করা সম্ভব হয় নাই।
বিগত ১৮ নভেম্বর ২০২০ ইং তারিখে মাননীয় আদালত কর্তৃক নির্দেশ ক্রমে এবং ট্রাস্টি বোর্ডের চিঠি মোতাবেক, আমরা নির্বাচন কমিশন স্থগিত নির্বাচন-২০১৯ এর পরবর্তী কার্যপ্রনালী ও সময়সূচী ধার্য করি।

নিম্নে নির্বাচনী নতুন সময়সূচী প্রকাশ করা হলঃ-

	বিবরণ	তারিখ	সময়	স্থান
১	মনোনয়নপত্র জমা	২৬ ডিসেম্বর ২০২০, শনিবার	সন্ধ্যা ৫:০০ - রাত ১০:০০ টা	সমিতির অফিস
২	মনোনয়নপত্র বাছাই	১ জানুয়ারী ২০২১, শুক্রবার	সন্ধ্যা ৫:০০ - রাত ৯:০০ টা	সমিতির অফিস
৩	প্রার্থীর প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ	৮ জানুয়ারী ২০২১, শুক্রবার	সন্ধ্যা ৫:০০ - রাত ৯:০০ টা	সমিতির অফিস
৪	প্রার্থীতা প্রত্যাহারের সময়	১৫ জানুয়ারী ২০২১, শুক্রবার	সন্ধ্যা ৫:০০ - রাত ৯:০০ টা	সমিতির অফিস
৫	প্রার্থীর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ	২২ জানুয়ারী ২০২১, শুক্রবার	সন্ধ্যা ৫:০০ - রাত ৯:০০ টা	সমিতির অফিস
৬	ভোট গ্রহন/নির্বাচন	২৮ ফেব্রুয়ারী ২০২১, রবিবার	সকাল ৮:০০ - রাত ৮:০০ টা	পরবর্তীতে জানানো হবে

১. ১০ অক্টোবর ২০১৯ ইং তারিখে বিক্রিত ফরম ও তফসিল অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
২. নিউ ইয়র্ক সিটির কোভিড-১৯ এর নিয়ম-কানুন মেনে নির্বাচনী কার্যক্রম এবং চূড়ান্ত নির্বাচন সম্পন্ন হবে।
৩. নির্বাচনের চূড়ান্ত তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০২১ ইং, রোজ- রবিবার ধার্য করা হয়েছে কিন্তু কোভিড-১৯ বা অন্য কোন কারণে চূড়ান্ত নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন হলে, তা পত্রিকার মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং সমিতির নোটিশ বোর্ডে দিয়ে দেওয়া হবে।

ধন্যবাদান্তে,

আশীষ রঞ্জন ভৌমিক
প্রধান নির্বাচন কমিশনার,
কোম্পানীগঞ্জ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউ. এস. এ ইনক্

'COMPANIGONJ BHABAN' 61 Church Ave, Brooklyn, NY 11218 | Tel: 646-462-8498





যুক্তরাষ্ট্রে তুষারঝড়ে

(শেষের পাতার পর)

যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলের বেশ কয়েকটি অঙ্গরাজ্যের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। নিউ-ইয়র্ক, মেরিল্যান্ড, ভার্জিনিয়া এবং পেনসিলভেনিয়া রজ্যের কয়েকটি অংশে পাঁচ কোটির বেশি মানুষ এই তুষারঝড়ের কবলে পড়ে। তুষারঝড়ে রাস্তায় জমে যায় বরফের স্তুপ, ব্যাহত হয় যান চলাচল। উদ্ভুত পরিস্থিতে প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের না হওয়ার পরামর্শ দেয় কর্তৃপক্ষ।

বুধবার বিকেল থেকে বৃহস্পতিবার বিকেল পর্যন্ত তুষারপাত হয়। আবহাওয়া দপ্তরের মতে পূর্ব পেনসিলভেনিয়া থেকে নিউইয়র্কের ক্যাটসিল পর্বতমালার প্রশস্ত অঞ্চলে দুই ফুট পর্যন্ত তুষারপাত হয়। বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা ৪০ মিনিটে ব্রিংহ্যামটন এয়ারপোর্টে ৩৯ দশমিক ১ ইঞ্চি তুষারপাত রেকর্ড করা হয়। এছাড়াও নিউইয়র্কের বিভিন্ন স্থানে ৪১ ইঞ্চি তুষারপাত হয়েছে বলে আবহাওয়া দপ্তর জানায়।

নিউইয়র্কের রাজধানী আলবেনীতে গত বৃহস্পতিবার সকাল ১১টার দিকে ২২ দশমিক ৭ ইঞ্চি তুষারপাত হওয়ার রেকর্ড করা হয়। পাশাপাশি ৯ হাজার ৫০০ বাড়ী-ঘরের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে বলে জানা যায়। গত ৫ বছরে এমন তুষারপাত আর হয়নি বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

এদিকে ভারী তুষারপাতের কারণে নিউইয়র্কের গভর্ণর এন্ড্রু কুমো রাজ্যের ১৮টি কাউন্টিতে ষ্টেট ইমার্জেন্সি ঘোষণা করেছেন। তুষারপাতের কারণে নিউইয়র্ক রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৬শ'টি সড়ক দূর্ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। এতে প্রাণ হারিয়েছেন ২ জন। নিউইয়র্কের প্রতিবেশী রাজ্য নিউজার্সীতেও দুই শতাধিক সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। সেখানে চলছে রাজ্য ইমার্জেন্সি।

ওদিকে, বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সিটির স্কুল বন্ধ থাকলেও শুক্রবার থেকে স্কুল চালু থাকবে বলে জানিয়েছেন মেয়র বিল ডি ব্লাজিও। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে খুলে দেয়া হয়েছে সিটির আউটডোর ডাইনিং। অন্যদিকে, মৌসুমের প্রথম তুষারপাত শেষে বিকেলে পরিবার-পরিজন নিয়ে বাসা-বাড়ীর সামনে এমনকি বরফাচ্ছাদিত শ্বেতশুভ্র মাঠে খেলায় মেতে উঠতে দেখা গেছে অনেককে। শিশুদের আনন্দ বাড়াতে রিমোর্ট লার্নিং ক্লাস আগেভাবে ছুটি ঘোষণা করা হয়। পাশাপাশি চলছে বরফ পরিষ্কার-পরিচ্ছনের কাজ।

বাংলাদেশ সোসাইটি অব

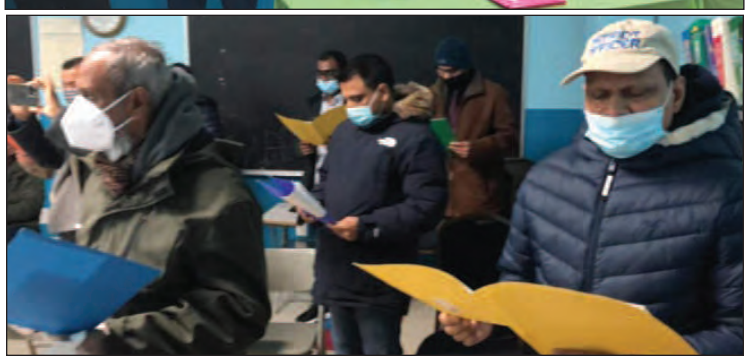
(শেষের পাতার পর)

নবনির্বাচিত কর্মকর্তাদের অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের নির্বাচন কমিশনার মো. শামীম মিয়ার পরিচালনায় নবনির্বাচিত কমিটিকে শপথ পাঠ করান প্রধান নির্বাচন কমিশনার রফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও দোয়া মুনাজাত পরিচালনা করেন সংগঠনের সহ সভাপতি প্রফেসর আমিনুল হক (চুন্নু)। এসময় কমিউনিটি, দেশ, জাতি ও বিশ্ব মানবতার কল্যাণ এবং করোনায় নিহতের আত্মার মাগফিরাত কামনায় বিশেষ দোয়া করা হয়।

অভিষিক্তরা হলেন: সভাপতি- মো. সামাদ মিয়া জাকের, সহ সভাপতি- সৈয়দা মাহমুদা কবির, প্রফেসর আমিনুল হক (চুন্নু) ও হুমায়ুন কবির সোহেল, সাধারণ সম্পাদক- শামীম আহমেদ, সহ সাধারণ সম্পাদক- মো: ইমরান আলী টিপু, কোষাধ্যক্ষ- মোহাম্মদ আবু ফজর, সাংগঠনিক সম্পাদক- মোহাম্মদ বশির মিয়া, আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক- মনিকা মন্ডল, প্রচার সম্পাদক- গোলাম মুহিত, দপ্তর সম্পাদক- মো. কাজীরুল ইসলাম, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক- কবি জুলী রহমান, যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক- মোহাম্মদ এস কবির, ধর্ম ও সমাজ সেবা সম্পাদক- মোহাম্মদ আবু সাঈদ, সাদস্যিক সম্পাদক- মোহাম্মদ আলী মিলন, আপ্যায়ন সম্পাদক- মোহাম্মদ সিহাব মিয়া, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা- ইতি রহমান, কার্যকরী সদস্য: মো. আব্দুল বাছির খান, মোহাম্মদ হোসেন মোল্লা, মোশাহিদ চৌধুরী, মো. শিপন চৌধুরী, মোহাম্মদ শাহাজাহান সফিক, মো. রেজা খান, রুবেজ সিদ্দিকী, এবং ইমন সাইদুর রহমান।

শপথ গ্রহণের পর নবনির্বাচিত সভাপতি মো. সামাদ মিয়া জাকেরের সভাপতিত্বে এবং নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক শামীম আহমেদের পরিচালনায় অনুষ্ঠানের পরবর্তী কার্যক্রম শুরু হয়। অনুষ্ঠানে নবনির্বাচিত কর্মকর্তারা ছাড়াও আরো বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের আসন্ন ডেমোক্র্যাটিক দলীয় প্রাইমারী নিবার্চনে ডিস্ট্রিক্ট ১৮ থেকে প্রার্থী মোহাম্মদ এন মজুমদার, আমেরিকান-বাংলাদেশী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন ইনক'র সভাপতি আব্দুস শহীদ, বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রক্সস নিউইয়র্ক'র সাবেক সভাপতি মাহবুব আলম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক এ ইসলাম মামুন, নবনির্বাচিত সহ সভাপতি সৈয়দা মাহমুদা কবির, প্রফেসর আমিনুল হক (চুন্নু), সহ সাধারণ সম্পাদক মো: ইমরান আলী টিপু, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ বশির মিয়া, আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মনিকা মন্ডল, সাদস্যিক সম্পাদক মোহাম্মদ আলী মিলন, সাংবাদিক হাবিব রহমান প্রমুখ।







বক্তারা সংগঠনের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য বজায় রেখে নব নির্বাচিত কর্মকর্তাদের আগামী দিনেও কমিউনিটির কল্যাণে কাজ করার জন্য আহ্বান জানান। সাংবাদিক হাবিব রহমান তার বক্তব্যে এই প্যান্ডামিকের মধ্যেও বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রক্সসের কর্মকান্ডের প্রশংসা করে বলেন, সংগঠনের কর্মকর্তারা এই দূর্যোগের মধ্যেও জনগণের জন্য যা করেছেনতা সত্যিকারের প্রশংসার দাবী রাখে। তারা ঘরে ঘরে গিয়ে বিপদগ্রস্থদের মাঝে খাবার, ঔষধ সরবরাহ করেছেন। আগামীতেও কমিউনি-টির যে কোন প্রঁযোজনে তাদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান তিনি।

নবনির্বাচিত সভাপতি মো. সামাদ মিয়া জাকারিয়া এবং নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক শামীম আহমেদ বিদায়ী কমিটি সহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রক্সস নিউইয়র্ক'র নির্বাচন গত ১৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে সামাদ-শামীম প্যানেল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়।

নিউ ইয়র্কবাসীগণ মন দিয়ে শুনুন:
COVID-19 এর বিস্তার রোধ করুন



nyc.gov/health/coronavirus

NYC Health
Bill de Blasio মেয়র
Dave A. Chokshi, MD, MSc হেলথ কমিশনার

আল্লামা নূর হোসাইন কাসেমীর জানাজায় লাখো মুসল্লির ঢল টঙ্গীর তুরাগে দাফন



ঢাকা ডেস্ক: শীতের সকালে একজন দেশবরেণ্য আলেমে দ্বীনকে শেষ বিদায় জানাতে রাজধানীর বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ ও আশপাশ এলাকায় লাখো মুসল্লির ঢল নেমেছিল। অশ্রুসিক্ত শীর্ষ ওলামায়ে কেরাম, মাদরাসার ছাত্র শিক্ষক, ইমাম খতীবসহ সর্বস্তরের মুসল্লিরা আলেমে রব্বানি আল্লামা নূর হোসাইন কাসেমীর নামাজে জানাজায় অংশ নিতে দূরদুরন্ত থেকে ছুটে আসেন বায়তুল মোকাররমে। ওলামা-মাশায়েখ ও সর্বস্তরের মুসল্লিদের উপচে পড়া ভিড়ে করোনাকালীন চলমান স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি। জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে তার জানাজার আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও শেষ পর্যন্ত সরকারের অনুমতি না পাওয়ায় মঙ্গলবার (১৫ ডিসেম্বর) বায়তুল মোকাররমেই জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জায়গা না পেয়ে অনেকেই জানাজায় অংশ নিতে পারেননি। হেফাজতে ইসলামের মহাসচিব, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ এর মহাসচিব, বেফাকুল মাদারিসের সিনিয়র সহসভাপতি ও হাইয়াতুল উলয়া বাংলাদেশ এর কো-চেয়ারম্যান আল্লামা নূর হোসাইন কাসেমীর লাশ মঙ্গলবার সাড়ে ১১টায় টঙ্গীর তুরাগে ধউরস্থ তার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসার সংলগ্ন কবরাস্থানে দাফন করা হয়েছে। এর আগে সকাল ৯টা ১০ মিনিটে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে আল্লামা নূর হোসাইন কাসেমীর নামাজে জানাজায় লাখো মুসল্লির অংশ নেন। জানাজার নামাজে ইমামতি করেন মরহুমের ছোট ছাহেবজাদা মুফতি জাবের কাসেমী।

ফজরের নামাজ থেকেই রাজধানীসহ সারাদেশ থেকে আগত মুসল্লিরা বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে অবস্থান নিতে শুরু করেন। সকাল সাড়ে ৭টার মধ্যেই বায়তুল মোকাররম কানায় কানায় ভরে যায়। জাতীয় মসজিদে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় মসজিদের উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব দিকের সকল রাস্তায় তিল ধরার ঠাঁই ছিল না। এসময়ে গুলিস্তান, ফুলবাড়িয়া, মতিঝিল শাপলা চত্বর, দৈনিক বাংলার মোড়, হাইকোর্ট মোড়, কাকরাইল মোড়, ফকিরাপুল মোড়, প্রেসক্লাব, পল্টন মোড়সহ বিভিন্ন পয়েন্টে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে নগরীতে ভয়াবহ যানজটের সৃষ্টি হয়।

জায়গার অভাবে মসজিদের উত্তর পার্শ্বে নির্মাণাধীন মেট্রোরেল এর বাউন্ডারির ভেতরেও হাজার হাজার মুসল্লি নামাজে জানাজায় অংশ নেন। মসজিদের আশপাশে জায়গা না পেয়ে পূর্ব দিকে দৈনিক বাংলার মোড়, হাউজ বিল্ডং এর পেছনে পুরানা পল্টনের অলিগলিতে আগত মুসল্লিরা জানাজার নামাজে দাঁড়িয়ে যান। পুরানা পল্টন মোড় থেকে বিজয়নগর পানির ট্যাংকি পর্যন্ত মুসল্লিরা অবস্থান নেন। এ সময়ে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ থেকে মাইকে দফায় দফায় ঘোষণা দেয়া হয় জানাজার নামাজের ইমামের আগে দাঁড়ালে নামাজ হবে না এবং পূর্ব, উত্তর দক্ষিণ দিকে দাঁড়িয়ে নামাজে অংশ নেয়ার অনুরোধ জানানো হয়। এক পর্যায়ে মসজিদের ওযুখানার পানি শেষ হয়ে যায়। মসজিদের মাইকে পানি সরবরাহের অনুরোধ জানানো হয়। আল্লামা নূর হোসাইন কাসেমী ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত হয়ে গত রোববার (১৩ ডিসেম্বর) দুপুর একটার দিকে রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন।

জানাজার পূর্বে জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব শাইখুল হাদীস মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দীর পরিচালনায় মরহুম আল্লামা কাসেমীর স্মৃতিচারণ করে উপস্থিত মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ এর আমির শায়খুল হাদীস আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী, বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশের সভাপতি, যাত্রাবাড়ী মাদরাসার মুহতামিম, গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদের খতীব ও হাইয়াতুল উলইয়ার চেয়ারম্যান শায়খুল হাদীস মাওলানা মাহমুদুল হাসান, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ এর প্রধান উপদেষ্টা আল্লামা মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ-এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আল্লামা শায়খ জিয়া উদ্দীন, ভারত থেকে আগত দারুল উলুম দেওবন্দের মজলিসে শুরার সদস্য মুফতি শফিকুল ইসলাম কাসেমী, জামিয়া মাদানিয়া বারিধারার ভারপ্রাপ্ত মুহতামিম হাফেজ মাওলানা নাজমুল হাসান, আল্লামা নূর হোসাইন কাসেমী (রহ.)-এর ছোট ভাই মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস ও বড় ছেলে মাওলানা জোবায়ের।

সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী কান্না জড়িত কণ্ঠে বলেন, আল্লামা নূর হোসাইন কাসেমী দ্বীনের জন্য সিপাহসালার ছিলেন। কোনো বাতেলের সাথে তিনি আপোষ করেননি। তিনি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই সকল কাজ করেছেন। তাকে হারিয়ে আমাদের বিরাট ক্ষতি হয়েছে। যা' বয়ান করে শেষ করা যাবে না। তিনি ছিলেন আদর্শ মানুষ গড়ার কারিগর। এসময়ে উপস্থিত অনেকেই কান্নায় ভেঙে পড়েন। মাওলানা মাহমুদুল হাসান বলেন, একের পর এক বুজুর্গরা চলে যাচ্ছেন। আল্লামা কাসেমী আমাদেরকে এতিম করে চলে গেছেন। তিনি আলেমে রব্বানি ছিলেন। আল্লাহ তার সমস্ত নেক আমলগুলো কবুল করুন। আল্লামা মুহিবুল্লাহ বাবুনগরী বলেন, আমরা আজ এক মহান ব্যক্তিকে হারিয়েছি। সমস্ত বাতেলের বিরুদ্ধে আল্লামা কাসেমী ছিলেন আপোষহীন। মরহুমের জানাজায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হেফাজতে ইসলামের সিনিয়র সহসভাপতি আল্লামা নূরুল ইসলাম জিহাদী, বেফাকের সহসভাপতি সাবেক মন্ত্রী মুফতি মোহাম্মদ ওয়াক্কাস, সাবেক এমপি মুফতি শহিদুল ইসলাম, সাবেক এমপি অ্যাডভোকেট মাওলানা শাহীনুর পাশা চৌধুরী, মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানের মধুপুর পীর সাহেব মাওলানা আব্দুল হামিদ, নানুপুর পীর সাহেব মাওলানা সালাহ উদ্দিন, জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সহ-সভাপতি আল্লামা আব্দুর রব ইউসুফী, বেফাক মহাসচিব মাওলানা মাহফুজুল হক, নারায়ণগঞ্জ ডিআইটি জামে মসজিদের খতীব ও হাজীপাড়া মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা আব্দুল আউয়াল, ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের আমির ড. ঈসা শাহেদী ও মহাসচিব অধ্যাপক মোস্তফা তারেকুল হাসান, বাংলাদেশ ফরায়েজী আন্দোলনের সভাপতি ও বাহাদুরপুর পীর ফক্বীর আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ হাসান, খেলাফত মজলিসের মহাসচিব ড. আহমদ আব্দুল কাদের। আরো ছিলেন বাংলাদেশ মুসলিম লীগের মহাসচিব কাজী আবুল খায়ের, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মহাসচিব মাওলানা মামুনুল হক, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের নায়েবে আমির মাওলানা মুজিবুর রহমান হামিদী, যুগ্ম মহাসচিব ও বাতিল প্রতিরোধ পরিষদের সভাপতি হাজী জালাল উদ্দিন বকুল, বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির মহাসচিব মাওলানা মুসা বিন ইযহার ও ঢাকা মহানগরী সভাপতি প্রিন্সিপাল মাওলানা আবু তাহের খান, হেফাজতে ইসলামের নেতা মাওলানা জুনাইদ আল হাবিব, মাওলানা ফজলুল করীম কাসেমী, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আজিজুল হক ইসলামাবাদী, জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা গোলাম মুহিউদ্দিন ইকরাম, বাংলাদেশ লেবার পার্টির চেয়ারম্যান ড. মোস্তাফিজুর রহমান ইরান, ইমাম মুসল্লি ঐক্য পরিষদের সেক্রেটারি হাফেজ মাওলানা হারুনুর রশিদ ও মুফতি রুহুল আমিন, মাসিক মদিনার নির্বাহী সম্পাদক মোস্তফা মঈনুদ্দিন, ইউরোপ জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সহসভাপতি মাওলানা এখলাছুর রহমান, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এর নেতা অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, জাতীয় ইমাম সমাজের নির্বাহী সভাপতি মাওলানা বেলায়েত হোসেন আল ফিরোজী, নেজামে ইসলাম পার্টির (একাংশের) সভাপতি মাওলানা আব্দুর রশিদ মজুমদার, আইম্মা পরিষদের সভাপতি মাওলানা মহিউদ্দিন রব্বানী, মাওলানা বাহাউদ্দিন জাকারিয়া, হাফেজ মাওলানা মুসলেহ উদ্দীন রাজু, মাওলানা আহমদ আলী কাসেমী, ড. মুফতি জহিরুল ইসলাম, ড. মাওলানা মুশতাক আহমদ, মাওলানা আবদুল বছীর, মাওলানা জিয়াউল হক কাসেমী, মাওলানা তাফাজ্জুল হক আজীজ, মাওলানা মতিউর রহমান গাজীপুরী, মুফতি মুনির হোছাইন কাসেমী, মুফতি ইমরানুল বারী সিরাজী ও মুফতি মাসুদুল করীম। (দৈনিক ইনকিলাব)







নিউইয়র্কে কোরআনে হাফেজ

(শেষের পাতার পর)

হাফেজ হয়েছেন। তারা হলেন- হাফেজ মুহাম্মাদ তামজিদ ইসলাম, হাফেজ উসমান আলী, হাফেজ শাফীন সাঈদ ও হাফেজ মীরান খান। হিফজ সমাপণকারী এ চারজনই নিউইয়র্কের স্বনামধন্য দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আন-নূর কালচারাল সেন্টারের শিক্ষার্থী। আন-নূরের হিফজ বিভাগ থেকে তারা পবিত্র কোরআন হিফজ করেন। অতি সম্প্রতি আন-নূর কালচারাল সেন্টারের হলরুমে এক অনুষ্ঠানে তাদের বিশেষ পাগড়ী ও সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আন-নূর কালচারাল সেন্টারের প্রিন্সিপাল ও আন-নূর মসজিদের খতিব মুফতি মুহাম্মদ ইসমাইল।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আল-নূর কালচারাল সেন্টারের উপদেষ্টা মুফতি মুহাম্মদ আবদুল্লাহ। উপস্থিত ছিলেন মুফতি উবাইদুল্লাহ, মুফতি মুজিবুর রহমান, মুফতি নাসিরুল্লাহ, মুফতি মুয়াযুল ইসলাম চৌধুরীসহ স্থানীয় আলেম-ওলামা ও বাংলাদেশী কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

আন-নূর কালচারাল সেন্টারের হিফজ বিভাগের প্রধান শিক্ষক মুফতি আবু তাহের সিদ্দিকী জানান, করোনা মহামারীর কারণে স্বাস্থ্যবিধি মেনে অনুষ্ঠানটি ছোট আকারে করা হয়। তবে সেন্টারে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের অভিভাবক, শুভাকাঙ্খী, বাংলাদেশী প্রবাসীদের ঘরে বসে অংশগ্রহণের সুবিধার্থে গ্রাজুয়েশন অনুষ্ঠানটি নিউইয়র্কের জনপ্রিয় টিভি মিডিয়া 'টাইম টেলিভিশন', তাদের ইউটিউব ও ফেসবুক পেইজে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

সিনেটর লুইস ব্রঙ্কস বরো প্রেসিডেন্ট

(শেষের পাতার পর)

কারেকসান কমিটির চেয়ারপার্সন, স্টেট সিনেটর লুইস সিপুলভিদা এবার ব্রঙ্কস বরো প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনের ঘোণনা দিয়েছেন। গত ১৯ ডিসেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় ব্রঙ্কসে স্থানীয় বাংলাদেশীদের সাথে মতবিনময়কালে তিনি একথা বলেন।

উল্লেখ্য,বর্তমানে দ্বায়িতপ্রাপ্ত বরো প্রেসিডেন্ট রুবেন ডিয়াজ জুনিয়র গত তিন টার্ম যাবত দ্বায়িত্বপালন করে আসছেন। তিনি এবার নির্বাচনে অংশ না নেয়ার সিনেটর সিপুলভিদা এই পদে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন। সিনেটর সিপুলভিদা প্রাক্তন সিনেটর রুবেন ডিয়াজ সিনিয়রের আইন উপদেস্টা থাকাকালীন তার হাত দিয়ে তৈরি বিলটি নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটে বাংলাদেশ ডে হিসাবে উত্থাপিত হয়। পরে তিনি স্টেট অ্যাসেম্বলিম্যান নির্বাচিত হলে সিনেটে এবং অ্যাসেম্বলিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস ২৬ মার্চ বাংলাদেশ ডে হিসাবে যুগপৎভাবে পালিত হয়ে আসছে।

অনুষ্ঠানে উপস্হিত ছিলেন শেখ আল মামুন, ফরিদা ইয়াসমিন, খলিলুর রহমান, কামরুজ্জামান বাবু, মো: শামিম মিয়া, মির্জামামুন রশীদ, সাংবাদিক হাবিব রহমান, এ ইসলাম মামুন, নুরে আলম জিকু, স্বপন তালুকদার, মো: তুশার, মিসেস তুশার প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে উপসিস্থত সকলে লুইস সিপুলভিদাকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।



Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

$২১ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

আজই যোগাযোগ করুন:

গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

Corporate Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	642 Walden Avenue
Jackson Heights, NY 11372	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14211
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	917-744-7308, 718-457-0813	Tel: 917-744-7308	Tel: 347-837-1162



বাংলা চলচ্চিত্রে মুক্তিযুদ্ধ

বিনোদন ডেস্ক: ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, প্রেক্ষাপট ও নানা জানা-অজানা গল্প বাংলা চলচ্চিত্রে উঠে এসেছে। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যে চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়েছে, দেশের বাইরেও তা প্রশংসা কুড়িয়েছে। এ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অসংখ্য প্রামাণ্য, স্বল্প এবং পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে আমাদের দেশে। মুক্তিযুদ্ধের আগেই প্রখ্যাত নির্মাতা জহির রায়হান নির্মাণ করেন 'জীবন থেকে নেয়া'। ১৯৭০ সালে মুক্তি পাওয়া এই চলচ্চিত্রে সংসারের একগোছা চাবির মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি স্বৈরাচারী শাসন ক্ষমতা বোঝানো হয়। অন্যদিকে প্রথম মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র 'ওরা ১১ জন' চলচ্চিত্রে মুক্তিযুদ্ধের খ-চিত্র তুলে ধরা হয়েছে মাত্র। ১৯৭২ সালে মুক্তি পেয়েছিল সুভাষ দত্ত পরিচালিত 'অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী' চলচ্চিত্রটি। একই বছর মুক্তিযুদ্ধের রক্তাক্ত ইতিহাস উঠে এসেছে মমতাজ আলীর 'রক্তাক্ত বাংলা' ও আনন্দের 'বাঘা বাঙ্গালী' চলচ্চিত্রে।

১৯৭৬ সালে হারুন-অর রশিদ নির্মাণ করেন 'মেঘের অনেক রং'। সাংবাদিক ও চলচ্চিত্রকার শহীদুল হক খান সরকারি অনুদানে ১৯৮১ সালে নির্মাণ করেন 'কলমিলতা'। ১৯৯৪ সালে নন্দিত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ নিজের লেখা গল্পে নির্মাণ করলেন 'আগুনের পরশমনি'। ৪৬ বছর ধরে বাংলাদেশে নির্মিত হয়েছে বেশকিছু মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র। অন্যতম এই চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে 'ওরা ১১ জন', 'হাঙ্গর নদী গ্রেনেড', 'শ্যামল ছায়া', 'রক্তাক্ত বাংলা', 'অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী', 'ধীরে বহে মেঘনা', আমার জন্মভূমি, 'আবার তোরা মানুষ হ', 'আলোর মিছিল', 'মেঘের অনেক রঙ', 'কলমিলতা', 'নদীর নাম মধুমতি', 'আগামী', 'এখনো অনেক রাত', 'মুক্তির গান', 'মাটির ময়না', 'জয়যাত্রা', 'খেলাঘর', 'শ্যামল ছায়া', 'আমার বন্ধু রাশেদ', 'গেরিলা', 'জীবনতুলী', '৭১-এর সংগ্রাম', 'মেঘমল্লার', '৭১-এর মা জননী', 'অনুক্রোশ', 'হৃদয়ে ৭১', 'অনিল বাগচীর একদিন', 'এইতো প্রেম', 'ভুবন মাঝি' ইত্যাদি। এ ছাড়া মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্যচিত্র বলতে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে 'স্টপ জেনোসাইড', 'লিবারেশন ফাইটার্স', 'নাইন মান্থস টু ফ্রিডম', 'ইনোসেন্ট মিলিয়নস' 'প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ', 'আগামী', 'প্রত্যাবর্তন' 'সূচনা', 'দুরন্ত', 'একজন মুক্তিযোদ্ধা' 'ধূসর যাত্রা', '৭১-এর যিশু', 'স্মৃতি ৭১', 'সেই রাতের কথা বলতে এসেছি' প্রভৃতি। তবে বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের সংখ্যাটা অনেকটাই কমেছে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ একটি দেশের যেমন জন্ম দিয়েছে, তেমনি স্বাধীন মানচিত্রের জন্য কেড়ে নিয়েছে লাখো মানুষের প্রাণ। মুক্তিযুদ্ধ এতো ঘটনাবহুল যে শতাব্দীর পর শতাব্দী এ নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করা যেতে পারে। কারণ বাংলাদেশের সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায় হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ।

২১ বছর বয়সে যুদ্ধে গিয়েছি

-ফকির আলমগীর



বিনোদন ডেস্ক:: বাংলাদেশের গণসংগীতের কিংবদন্তি শিল্পী ফকির আলমগীর। ষাটের দশক থেকে তিনি গান করছেন। দেশের সব ঐতিহাসিক আন্দোলনে গান দিয়ে মানুষকে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছেন। ৬৯ এর গণ অভ্যুত্থান, ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ ও ৯০ এর সামরিক শাসন বিরোধী গণ আন্দোলনে তিনি সামিল হয়েছিলেন নিজের গান দিয়ে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলা পপ গানের বিকাশেও তার রয়েছে বিশেষ অবদান। আজ ১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস। এ দিবসে একজন শিল্পী হিসেবে আপনার প্রত্যাশা কি?উত্তরে এই শিল্পী বলেন, আমাদের বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন ও ষাটের দশকের আন্দোলনের পূর্ণ পরিণত রূপ হচ্ছে মহান মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সুরক্ষা করার জন্য মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ ও স্বাধীনতা বিরোধীদের প্রতিহত করার শপথ নিয়ে প্রতিটি বিজয় দিবস পালন হোক।

এটাই আমার প্রত্যাশা। মুক্তিযুদ্ধে শিল্পীদের সংগ্রাম ও অবদান কতটুকু বা কেমন ছিল? ফকির আলমগীর বলেন, এক সাগর রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা এসেছে। যারা আমাদের পথ দেখাতো সেসব বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়েছে। আমাদের বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণে বলেছিলেন এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। সেই ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা তরুণরা তখন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিই। ২১ বছর বয়সে যুদ্ধে গিয়েছি। আমি তখন ছিলাম ঢাকার খিলগাঁও এলাকায়। যখন অপারেশন সার্চলাইট হয়েছিল তখন কত আহত অবস্থায় থাকা পুলিশকে সেবা করেছি তার হিসেব নেই। তখন কারফিউ ছিল, কারফিউ ওঠানোর পর আমার গ্রামের বাড়ি ফরিদপুর থানার কালামের্দা গ্রামে যাই। সেখানে গ্রামের তরুণ ও শহর থেকে যারা শরনার্থী গেছে তাদের সংগঠিত করেছি। সাহায্য করেছি সাধ্য মতো। রাজাকার আলবদর যারা মানুষকে অত্যাচার করেছে তাদের প্রতিহত করেছি। গানেও তো আপনার একটা অবদান ছিল। সে প্রসঙ্গে জানতে চাই। ফকির আলমগীর বলেন, অস্ত্র হাতে যেমন যুদ্ধ করেছি তেমনি গান করেও অবদান রাখার চেষ্টা করেছি। বিভিন্ন জায়গায় গান করে টাকা তুলেছিলাম। বিশেষ করে জর্জ হ্যারিসন, রবি শংকররা কনসার্ট ফর বাংলাদেশ করেছিল, সেখান থেকে টাকা তুলে তারা শরনার্থিদের দিয়েছিলো। সেটা আমাদের অনুপ্রাণিত করেছিলো। এখন গানের কি অবস্থা? ফকির আলমগীর বলেন, এখনও গান করে যাচ্ছি। করোনার এই সময়ে অনুষ্ঠানে গাইছি কম। আর গান প্রকাশও নিয়মিত চলছে।

বিয়ের দুই মাসের মধ্যেই অন্তঃসত্ত্বা নেহা কক্কর?

বিনোদন ডেস্ক: অক্টোবরেই বিয়ে করেছেন নেহা কক্কর। রোহনপ্রীত সিংয়ের সঙ্গে দিল্লির গুরুদুয়ারায় বিয়ে সারেন বলিউডের রিমেক কুইন। নেহার সঙ্গে রোহনের বিয়ের খবর ছড়াতেই তুমুল আলোচনা শুরু হয়ে যায়। দিল্লির গুরুদুয়ারায় বিয়ের পর, দুইবার বসে নেহুপ্রীতের রিসেপশনের আসর। বিয়ের পর প্রথমে দিল্লি এবং পরে পাঞ্জাবে বসে নেহার রিসেপশনের আসর। পাঞ্জাবে দ্বিতীয় দফার রিসেপশনের পর মুম্বাইয়ে ফিরে আসেন নেহা-রোহন। মুম্বাইয়ে ফেরার পর দুবাইয়ে পাড়ি দেন এই জুটি। দুবাইয়ে প্রায় ১৫ দিনের হানিমুনের অবসর কাটিয়ে ফের কাজে ফিরেছেন নেহা কক্কর। ভারতীয় গণমাধ্যম জি নিউজের বাংলা সংস্করণ জানাচ্ছে, মধুচন্দ্রিমা সেরে মুম্বাইয়ে ফেরার পর এবার নেহা-রোহনের একটি ছবি ভাইরাল হয়। যেখানে নেহার বেবি বাম্প চোখে পড়ে। নেহা-রোহনের একসঙ্গে ওই ছবি প্রকাশ্যে আসতেই জোর শোরগোল শুরু হয়ে যায়। নেহা কি অন্তঃসত্ত্বা? বিয়ের দুই মাসের মধ্যেই এবার প্রথম সন্তান গর্ভে এলো বলিউডের জনপ্রিয় এই গায়িকার? নেহার ছবি প্রকাশ্যে আসতেই এমন সব প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও নেহা বা রোহন এ বিষয়ে এখনো কোনো মন্তব্য করেননি।



নেহা-রোহনের ছবি প্রকাশ্যে আসতেই যখন গায়িকার অন্তঃসত্ত্বাব হওয়ার খবরে বিনোদন পাতা সরগরম হয়ে উঠেছে, সেই সময় গায়িকা বলেন, এবার থেকে খেয়াল রেখো। যা শুনে রোহন বলেন, অবশ্যই এবার থেকে নেহুর খেয়াল বেশি করে রাখবেন। বিয়ের পর নেহা মা হচ্ছেন কি না, সে বিষয়ে গায়িকা কোনো মন্তব্য না করলেও, ছবিতে তাঁর খুশিতে উচ্ছল মুখ চোখ এড়ায়নি অনুরাগীদের। জি নিউজ।

অভিনয় ছাড়লেন সিদ্দিক



বিনোদন ডেস্ক: শোবিজের আকাশে বাতাসে উড়ছে সিদ্দিকুর রহমানের অভিনয় ছেড়ে দেয়ার খবর। জনপ্রিয় এই অভিনেতাকে কি সত্যিই আর দেখা যাবে না টিভির পর্দায়? এ নিয়ে সিদ্দিকের ভক্তদের মনে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বিষয়টি সিদ্দিক নিজেই মানবজমিনের কাছে খোলাসা করেছেন। তিনি সোজাসাপ্টা জানালেন, শিল্পী জীবনটা এখন আর তার কাছে সঠিক মনে হচ্ছে না। দীর্ঘদিন থেকেই ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা কাজ করছিল তার ভেতর। যুক্ত ছিলেন অন্য পেশায়ও। একপর্যায়ে এসে শোবিজ ছাড়ার মতো বড় সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। অভিনয় ছাড়ার কারণ প্রসঙ্গে সিদ্দিক বলেন, অভিনয়কে এক সময় আমি পেশা হিসেবে নিয়েছিলাম।

কিন্তু এখন আমার কাছে পেশাটা নিরাপদ মনে হচ্ছে না। এ ছাড়া আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে আমার বাবা একজন হাজী ছিলেন। চারবার চিল্লা করেছেন। হজ করেছেন। বাবা মারা যাওয়ার আগে বলেছিলেন, যদি সম্ভব হয় মিডিয়া যেন ছেড়ে দেই। বাবার কথাটা রাখার জন্যই মূলত সিদ্ধান্তটা নেয়া। বাবাকে আমি অনেক ভালোবাসি। তার জন্য আমি সব করতে পারি। তাই এই জগতে আর থাকতে চাই না। এভাবেই কথাগুলো বলছিলেন সিদ্দিক। এদিকে এমপি পদে নিজ এলাকা থেকে নির্বাচন করার পরিকল্পনা আছে এই অভিনেতার। এমনটাও জানালেন তিনি। এদিকে, সিদ্দিকুর রহমানের বিরুদ্ধে সম্প্রতি তার সাবেক স্ত্রী মারিয়া মিম সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করলে সংবাদের শিরোনামে আসেন। গোপনে ছেলের খতনা করার অভিযোগে সিদ্দিকের বিরুদ্ধে এই জিডি করা হয়। সিদ্দিকের অভিনয়ে পথচলা শুরু ২০০৫ সালে। তারপর থেকে অনেক নাটকে অভিনয় করে পেয়েছেন দর্শকপ্রিয়তা। 'কবি বলেছেন', 'হ-াউজফুল', 'গ্রাজুয়েট', 'মাইক', 'বন্ধু এবং ভালোবাসা', 'স-র্বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ', 'ড্যান্স ডিরেক্টর', 'ছাইয়া ছাইয়া' প্রভৃতি সিদ্দিক অভিনীত উল্লেখযোগ্য খন্ড ও ধারাবাহিক নাটক।

মৃত্যুর পরেও মাইকেল জ্যাকসনের জয়



বিনোদন ডেস্ক: মাইকেল জ্যাকসনের বিরুদ্ধে জীবদ্দশায় একাধিকবার শিশু নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। সেই নির্যাতনের কিছু চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তার উপর নির্মিত ডকুমেন্টারি 'লিভিং নেভারল্যান্ড'- এ। এখানে দুই বালককে নির্যাতনের অভিযোগ আনা হয় তার বিরুদ্ধে। তাই এই ডকুমেন্টারির বিরুদ্ধে মাইকেল জ্যাকসনকে হেয় করার অভিযোগে ১০০ মিলিয়ন ডলারের মামলাও করা হয়েছে। মামলাটি করেছিলো মাইকেল জ্যাকসন স্টেট। অবশেষে সেই মামলায় জয় পেয়েছে মাইকেল। চলতি বছরেই করা এ মামলার বিবাদী এইচবিও নেটওয়ার্ক। ভ্যারাইটিসহ বেশ কিছু আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম জানিয়েছে, এইচবিও কর্তৃক নির্মিত ও প্রচারিত হওয়া ডকুমেন্টারি 'লিভিং নেভারল্যান্ড'র বিরুদ্ধে মামলাটিতে রায় দেওয়া হয়েছে মাইকেল জ্যাকসনের পক্ষে। সোমবার (১৪ ডিসেম্বর) আপীলের ৯ম সার্কিট প্যানেলের তিন বিচারকও নিম্ন আদালতের এই রায় বহল রাখার সিদ্ধান্ত নেন।

ফরে শিশু নির্যাতনের দায় থেকে মুক্ত হলেন মাইকেল জ্যাকসন। তাদের ভাষ্যমতে, আপীলটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ১৯৯২ সালের জ্যাকসনের কনসার্ট নিয়ে তৈরি হওয়া সেই ডকুমেন্টারিতে নানাভাবেই পপস্টারকে হেয় করা হয়েছে। এটি ১৯৯২ সালের একটি চুক্তি লঙ্ঘন করেছে। এখানে জ্যাকসনের মতো পাবলিক ইমেজকে নো-ংরাভাবে চিত্রায়ন করা হয়েছে। তবে রায়ের পরে এইচবিও নেটওয়ার্কটির প্রতিনিধিত্বকারী অ্যাটর্নি থিওডোর বাউস্ট্রস কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। প্রসঙ্গত, 'লিভিং নেভারল্যান্ড' হলো একটি ব্রিটিশ-আমেরিকান ডকুমেন্টারি ফিল্ম। এটি পরিচালনা করেছেন ব্রিটিশ চলচ্চিত্র নির্মাতা ড্যান রিড। ডকুমেন্টারিতে জ্যকসনের বিরুদ্ধে শিশু নির্যাতনের অভিযোগ আনা হয়। আর তাই জ্যাকসনকে হেয় করার অভিযোগে ১০০ মিলিয়ন ডলারের মামলা করে জ্যাকসন স্টেট।

নানা রঙে মেহজাবিন



বিনোদন ডেস্ক: ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী মেহজাবিন চৌধুরী। ১৪ ডিসেম্বর সোমবার এই গ্ল্যামারকন্যা ক্যামেরার সামনে দাঁড়ান 'শিল্পী'- শিরোনামের একটি নাটকের জন্য। এর নাম ভূমিকায় রয়েছেন তিনি। নাটকে দেখা যাবে রাস্তা-ঘাটের বিভিন্ন জায়গায় তিনি গান গেয়ে বেড়াচ্ছেন! এতে আরো অভিনয় করছেন আফরান নিশো। এটির নির্মাতা মহিদুল মহিম। এদিকে সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয় মেহজাবিনের একটি স্থিরচিত্র। এতে দেখা যায় 'পান সুপারি' বিক্রি করছেন এই অভিনেত্রী। ফেসবুকে মেহজাবিন ছবিটি পোস্ট করার পর পরই নেটিজেনদের মধ্যে দারুণ সাড়া ফেলে।

এটি নির্মাতা রুবেল হাসানের একটি নাটকের স্থিরচিত্র। সাম্প্রতিক সময়ে এমন নানা রঙে ধরা দিয়েছেন এই অভিনেত্রী। কখনো পাগলি রূপে, কখনো চা বিক্রেতা আবার কখনো স্থূলকায় নারীর চরিত্রে অভিনয় করে তাক লাগিয়েছেন এই অভিনেত্রী। চরিত্র নির্বাচনে দারুণ মনোযোগী মেহজাবিন। তার ভাষ্য, আমি দর্শকদের হতাশ করতে চাই না। তাই চরিত্রকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি। নতুন নতুন চরিত্র নিয়ে দর্শকদের সামনে আসছি। নতুন সব চরিত্রে কাজ করতে গিয়ে দারুণ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হচ্ছেন বলেও জানালেন মেহজাবিন। তিনি বলেন, পান-সুপারি বিক্রির চরিত্রটা করার সময় এমন কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেছি যারা পান-সুপারি বিক্রি করে দু'বেলা খেয়ে কোনো মতে জীবন ধারণ করেই খুশি। অথচ আমাদের সমাজে এর বিপরীত কতো মানুষ দেখতে পাই। অনেক অর্থের মালিক হয়েও সুখী হতে পারছে না। এদিকে চলতি মাসে এই অভিনেত্রীর ওয়েব প্ল্যাটফরমের জন্য একটি কাজ করার কথা ছিল। কিন্তু সেটি হচ্ছে না বলে জানান। বিষয়টি নিয়ে তিনি বলেন, যে কাজটি করার কথা ছিল সেটি এখন হচ্ছে না। কবে শুরু হবে তাও জানি না। আমি এখন নাটক নিয়েই ব্যস্ত আছি। আগামী ভালোবাসা দিবস পর্যন্ত নাটকের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকবো। এর বাইরে কাজ করার শিডিউল নেই। করোনার এই সময়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজ করার নির্দেশ রয়েছে ছোট পর্দার সংগঠনগুলো থেকে। কিন্তু এরইমধ্যে অনেকে স্বাস্থ্যবিধি মানছে না বলে জানা যায়। সম্প্রতি একজন শিল্পী ফেসবুকে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পোস্ট দিয়ে শুটিং করেছেন বলে বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ হয়। মেহজাবিন যাদের সঙ্গে কাজ করছেন তারা কি স্বাস্থ্যবিধি মানছেন? উত্তরে তিনি বলেন, আমি সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার চেষ্টা করছি। আমার টিমও সচেতন থাকছে। তবু আমি অনুরোধ করবো সবাই যেন মাস্ক পরে। নিজেকে সুরক্ষিত রাখে।

নিজেই কোভিড আক্রান্ত হয়ে গেলাম

(শেষের পাতার পর)

একের পর এক বন্ধু স্বজন হারাচ্ছি। বাবা মা ভাই বোন কাউকেই ছাড়েনি এ রোগ। আমরা যারা চিকিৎসক তারা প্রতিদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রোগীদের সেবা প্রদান করছি। ঝুঁকির ব্যাপারটা বুঝলেও কাজ থেমে নেই।

গত দশ মাস হাসপাতাল, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, জন প্রচার মাধ্যমে বিরতিহীন কাজ করছি করোনা রোগের চিকিৎসা, প্রতিরোধ, জনসচেতনতা বাড়াবার প্রত্যয় নিয়ে। এখানে এবং বাংলাদেশে। করোনা চিকিৎসার প্রথম সারির চিকিৎসকদের সাহায্য করার চেষ্টা করছি প্রথম থেকেই।

এতো সাবধান থাকার পরও গতকাল থেকে করোনা রোগের লক্ষন শুরু হলো। পরীক্ষা করাতেই ধরা পড়লো করোনা। বাসার এক কোনায় ছোট একটি রুমে আমার ঠাঁই হয়েছে। দরকারী ওষুধপত্র, কোরান শরীফ, নামাজের পাটি, পানি, খাবার দাবার, ল্যাপটপ, পাল্স অক্সিমিটার, ষ্টেথো, থার্মোমিটার, একটি ওয়ারলেস ক্যামেরা সব দিয়ে দেয়া হয়েছে। সিলভি বরাবরের মতোই অতুলনীয়। কিছুই বাদ রাখছে না সে।

আমি জানি আমার শরীরে এ রোগের প্রতিক্রিয়া অপ্রত্যাশিত হতে পারে। সবার কাছে দোয়া চাইছি যেন তাড়াতাড়ি সুস্থ্য হয়ে প্রাত্যহিক জীবনে ফিরে আসতে পারি। একই সাথে কাউকে যদি অযাচিতভাবে কষ্ট দিয়ে থাকি তবে ক্ষমা করবেন। মানবতার জন্য, পরিবার পরিজনের জন্য, বাংলাদেশের জন্য, বন্ধু বান্ধবের জন্য অনেক কাজ এখনো বাকী আছে। ভ্রমনও বাকী আছে অনেকটা। পরম করুনাময়ের কাছে প্রার্থনা করছি যেন সুস্থ্য হয়ে ফিরে আসি, আর সে আশাগুলো যেন পুর্ণ হয়।

অসুখ মানেই খাবার দাবার

ছোট বেলায় অসুখ হলে যতটা না কষ্ট পেয়েছি তার চে বোধহয় মজার স্মৃতিই বেশী। বিশেষ করে মায়ের হাতের খাবার দাবার। সকালেই ছোট মুরগীর স্যুপ, হাতে বানানো ঘিয়ে ভাজা চারকোনা পরোটা। সাথে আলুঙাজি বা মাংসের ঝোল। দুপুরে গরম ভাতের সাথে উচ্ছে কিংবা থানকুনি শাকের ঝোল, ছোট মাছের হাত সাজানো রান্না, ছোট কই মাছের দোপিয়াজা। কালেভদ্রে পোলাও কোর্মা। মা স্কুল থেকে ফিরবার পথে জলখাবারের সিংগাড়া বা দই নিয়ে আসতেন। আব্বা নিয়ে আসতেন মৌসুমি ফল। কমলা থাকতো সবসময়। অরল্যান্ডে মা বাবা নেই। সিলভি নাবিহা নাবহান তার ভুমিকায় আছে পুরোদমে। কিন্তু আমাদের পাড়া পড়শী বন্ধু স্বজন প্রতিদিন মজার মজার সব খাবার দিয়ে যাচ্ছেন! আমরা অভিভুত।

মনোরোগ বিশেষজ্ঞ বড় বোন নিলু আপা বাসার কাছে থাকেন। এ ব্যস্ততার মাঝেও মুরগীর স্যুপ, হাতে বোলা চারকোনা পরোটা, মুরগীর ভুনা মাংস, মিষ্টি দিয়ে গেছেন। মেডিকেল কলেজের ছোটবোন ডা. পারভীন আমাদের পাড়াতেই থাকে। ও নামকরা রাঁধুনি। ওর চট্টগামের অরিজিনাল সব খাবার পাঠিয়েছে। পাশের বাড়ির ছোটবোন পরিপাকতন্ত্র বিষেশজ্ঞ রাকা আর ছোটভাই ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ মন্নুরা পোলাও কোর্মা পাঠিয়েছে। তাতে ছোটবোন মিতুর ছোয়া।

লেকের ওপারে অরল্যান্ডোর বিশিষ্ট দন্ত বিষেশজ্ঞ কাসেম ভাই আর ভাবি রাত-বিরেতে নিয়ে এসেছেন ঘরে বানানো বিরিয়ানী, কাবাব আর রেজালা। ভাবী রুগ্ন শরীর নিয়ে কতো কষ্টই না করলেন!

ডা. দিনারা ভাবী আর ডা. আক্তার ভাইয়ের আন্তরিকতা এবং স্নেহময়তা আকাশছোয়া। এই গুনী রাঁধুনি নিয়ে এসেছেন দেশী শক্ত মুরগীর ঝোল মাংস, সব্জী, সদ্য করা জলপাই আচার, সেমাই। ডা. মাকসুদ ভাই আর ভাবীদের খাবার ছাড়া আমাদের যেমন কোনো উৎসব শেষ হয় না, তেমনি অসুখ-বিসুখও শেষ হয় না। ভাবীর করা সব্জীর ঘন্ট, রেজালা। বন্ধু ডা. রুমী নিউইয়র্কের সাগর রেস্টুরেন্ট থেকে হাজীর বিরিয়ানী স্পনসর করেছে। ওটা যে কোনো মুহুর্তে পৌছে যাবে। লিন্টু ভাই আর ভাবী দিয়ে গিয়েছেন শীতের ভাপা পিঠে। দিলু এবং জয় পাঠিয়েছে স্বাস্থ্যকর সব্জী।

কতো খেয়ে পারা যায়? অনেকেই খাবার দাবার পাঠাতে চাচ্ছেন। কিন্তু রাখবো কেথায়? ধন্যবাদ জানিয়ে দু:খ প্রকাশ করতে হচ্ছে। আজ আমি মাকে বললাম একটি অসামান্য ভাগ্য আমার! এতো দুরেও সব ভালোবাসার ছোয়া।

সারা পৃথিবীর সব প্রাপ্ত থেকে সবার ভালোবাসা দোয়া উপচে পড়ছে। মহান আল্লাহপাকের কাছে সীমাহীন কৃতজ্ঞতা। সবার ভালেবাসার কাছে চির ঋণী হয়ে যাই প্রতিদিন।

পরামর্শ

করোনার যে কোনো উপসর্গ হলেই করোনার পরীক্ষা করুন। করোনা পজিটিভ হলে, আপনি উপযুক্ত প্রার্থী হলে এবং সহজপ্রাপ্যতা থাকলে সাথে সাথেই মনোক্লোনাল এন্টিবডি নিয়ে নিন। এটিই হতে পারে কোভিডের সেরা চিকিৎসা।এটিই আমাকে সাহায্য করেছে। মাস্ক পড়ুন। সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখুন। ভ্যাকসিন পাবার সাথে সাথেই নিয়ে নিন। লেখকের পেসবুক থেকে নেয়া। লেখক: ফ্লোরিডায় ইউসিএফ কলেজ অব মেডিসিন-এ কর্মরত। টাইম টেলিভিশন-এর জনপ্রিয় 'এক্সুসিভ টাইম' অনুষ্ঠানের নিয়মিত আতিথি আলোচক।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.



জ্যাকসন হাইট্স কাজী অফিস
সম্পূর্ণ নিরিবিলি পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজীর মাধ্যমে শরিয়ত সম্মতভাবে বিবাহ সম্পন্ন সহ নিউইয়র্ক সিটি'র 'ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ ৭১৮-৬১৮-৪০৯৩
৪১-২২ ৭৫ স্ট্রিট, ১ম তলা, এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক ১১৩৭৩



মুসলিম কাজী অফিস
ISLAMIC MARRIAGE SOLEMNIZER (NYC/S. REGISTERED)
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো ও নিউইয়র্ক সিটির 'ল' অনুযায়ী ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।
মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ মজিদী
এম, এম, বিএস-সি (অনার্স) এম,এস-সি (ভূগোল)
খতিব : ম্যানহাটন ডাউনটাউন ক্যানাল স্ট্রীট জুমা মসজিদ
ইমাম : বায়তুল ইসলাম মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টার, ব্রুক্স
ম্যারেজ রেজিস্ট্রার : নিউইয়র্ক স্টেট, ইউএসএ।
পরিচালক : এম, সেতারা ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল লিঃ (বাংলাদেশ)। বাংলাদেশ থেকে হজ্ব ও ওমরার বুকিং চলছে।
গ্রুপ ভিত্তিক/বাসায় গিয়ে 'বিশুদ্ধ কোরআন শিক্ষা' দেওয়া হয়।
যোগাযোগঃ ৬৮-১৫, ৩৮ এভিনিউ, ২য় তলা, উডসাইড, নিউইয়র্ক ১১৩৭৭ (৭- ট্রেন, ৬৯ সাবওয়ে-এর অর্থরুক উত্তরে)
ফোনঃ 347-612-7397, 718-565-8219

INSURANCE
New/ Renewal
❖ AUTO, HOME, BUSINESS, BLACK CAR, GREEN CAB
❖ FOOD-FRUITS VENDOR, LIABILITY
❖ COMMERCIAL VAN, STORE LIABILITY.
❖ CONSTRUCTION, WORKERS COMP. & DISABILITY.

BEST PRICE AND SATISFACTION GUARANTEED
TDS Insurance Brokerage Corp.
Tel : 718-483-9310, Fax : 718-483-9311
BROOKLYN OFFICE
118 Beverley Rd. Brooklyn, NY 11218

বাইডেনের বোঝা : নির্বাচন

(৪ পাতার পর)

সফল হবে না। ২০ জানুয়ারির মধ্যে ট্রাম্প হোয়াইট হাউজ ছেড়ে যাবেন। তিনি বছরের পর বছর অভিযোগ করবেন 'নির্বাচনের ফল চুরি করা হয়েছে এবং আমিই বৈধ বিজয়ী।'

ট্রাম্পের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। তার সামনে আইনগত ও আর্থিক সমস্যা বহু। তিনি টুইট করতে থাকবেন এবং যিনিই মনোযোগ দিয়ে শুনবেন, তার কাছেই নিজের মতো তুলে ধরবেন। অন্য দিকে তার অনুসারীর সংখ্যা কমতে থাকবে। কেউ কেউ বলছেন,ট্রাম্প ২০২৪ সালে আবার প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। তা এখনো অনেক দূরে।

বাইডেন প্রশাসন তার পূর্ববর্তী ট্রাম্প প্রশাসনের অপকর্মের অভিযোগের দরুন জবাবদিহিতার সম্মুখীন হবে। ছ'টি ক্ষেত্রে জবাবদিহিতার ইস্যু প্রবল হয়ে উঠতে পারে।

১. যেসব পরিবার যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হওয়ার চেষ্টা করছে, তাদের শিশুসন্তানদের সাথে আচরণের ধরন। ২. চলমান মহামারীর তীব্রতার অবমূল্যায়নের প্রয়াস এবং সামরিক বাহিনী, আনন্দ উদযাপন এবং রাজনৈতিক সমাবেশের বেলায় যুক্তিসঙ্গত সতর্কতা অবলম্বনে ব্যর্থতাসহ এ মহামারীর মোকাবেলায় অব্যবস্থাপনা। ৩. বিভিন্ন প্রণোদনা কর্মসূচির মাধ্যমে ঋণ বণ্টনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের ভূমিকা। এ ক্ষেত্রে আছে পক্ষপাতের অভিযোগ। এ ব্যাপারে আজো বিস্তারিত মূল্যায়ন না হওয়ার কারণ, সীমিত স্বচ্ছতা। ৪. বিভিন্ন দেশের যেসব সরকার অর্থ নয়, অন্যভাবে ক্ষতিপূরণ চেয়েছে, তাদের মঞ্জুরি ও ঋণ প্রদানে পক্ষপাতিত্ব। যেমন– ইউক্রেনের ক্ষেত্রে ট্রাম্প তা করেছেন। ৫. রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সরকারি সুযোগ-সুবিধার অপব্যবহার এবং রাজনৈতিক তৎপরতায় নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তাদের আইন ভঙ্গের অভিযোগ। ৬. কোনো কোনো দেশের এবং স্বদেশের সরকার থেকে অন্যায়ভাবে ট্রাম্পের আর্থিক সুবিধা নেয়া এবং তার দাতব্য সুবিধার অপ্রয়োজনীয় প্রয়োগ।

ট্রাম্পের প্রতি আমাদের দেখা উচিত সহানুভূতির সাথে। মনোস্তত্ত্ববিদরা ব্যাপকভাবে একমত, তিনি আত্মপ্রেমমূলক সমস্যায় ভুগছেন। তার সারা জীবনই এর প্রমাণ। এটা সুপরিচিত মানসিক ব্যাধি যার চিকিৎসা দরকার। এ চিকিৎসা যাতে না হয়, সে জন্য তিনি পয়সা খরচ করেছেন। তিনি নিজের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। এটা তার মন্ত্রীদের ব্যর্থতা। কেবিনেট তার অবস্থা বুঝতে পারেনি এবং পারেনি তাকে প্রেন্স দিয়ে প্রতিস্থাপিত করতে।

যুক্তরাষ্ট্র আ. লীগের বিজয় দিবস পালন

(৩ পাতার পর)

আলী হোসেন গজনবী ও খুরশেদ খন্দকার।

এছাড়াও ওয়াশিংটন মেট্রো আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, মাহমুদুন নবী বাকী, নিউজার্সী স্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি আজমল আলী, সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ দে বাবলু, কানেকটিকাট স্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি জেহাদুল হক জিহাদ ও সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন আহমেদ চৌধুরী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আরিফুর রহমান আরিফ, পেন্সিলভেনিয়া স্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু তাহের, সহ সভাপতি মিজানুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আবু সাইদ খান, ফিলাডেলফিয়া ট্রাই কাউন্টি আওয়ামী লীগের সভাপতি খায়ের মোহাম্মাদ মিয়া, নিউ ইংল্যান্ড স্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি ইউসুফ চৌধুরী ও সাধারন সম্পাদক ইকবাল হোসেন, মিশিগান স্টেট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আবু মুসা, ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি শফিকুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক ডা. রবি আলম, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি শেখ আতিকুল ইসলাম, রফিকুর রহমান ও সাংগঠনিক সম্পাদক স্বীকৃতি বড়ুয়া, সাউথ জার্সী মেট্রো আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি মোহাম্মদ শাহিন, জর্জিয়া স্টেট আওয়ামী লীগ নেতা শেখ জামাল, নিউজার্সী স্টেট আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সাদিক রহমান, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নেতা আবুল কাশেম, কফিল চৌধুরী, হারুনুর রশিদ, শ্যামল দত্ত, বঙ্গবন্ধু আইনজীবী পরিষদের সভাপতি এডভোকেট মুর্শেদা জামান, বাংলাদেশ আওয়ামী সেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সহ-আন্তর্জাতিক সম্পাদক শাখাওয়াত বিশ্বাস ও বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সদস্য মো: আব্দুল ওহাব জোয়ারদার, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ নেতা শাহ সেলিম, শেখ ওলিউর রহমান, যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি নুরুজ্জামান সরদার ও সাধারণ সম্পাদক সুবল দেব নাথ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ কিবরিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক কামাল হোসেন রাকিব, প্রচার সম্পাদক সাইফুল আলম, স্টেট সেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি গাজী লিটন, যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি জেড.এ জয়, সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর এইচ মিয়া, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল হক রাসেল, মুক্তিযোদ্ধা যুব কমান্ড কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি হুমায়ুন কবির, যুক্তরাষ্ট্র মুক্তিযোদ্ধা যুব কমান্ডের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম সদস্য নুর উদ্দিন, শেখ উদ্দিন প্রমুখ নেতা-কর্মী সভায় উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী শহীদ হাসান বিজয় দিবসের গান পরিবেশন করেন।

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০
ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112
Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112
আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

উইকেন্ড মাক্তাব ও আফটার স্কুল
আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবাণীতে নিউইয়র্কের সাউথ জ্যামাইকায় আপনার সন্তানের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আল-মানসুর কালরচারাল সেন্টারে সুব্যবস্থা হয়েছে, তাই পাবলিক স্কুলগামী ৯৮ভাগ মুসলিম শিক্ষার্থীকে আফটার স্কুল ও উইকেন্ড মাক্তাবের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।
ফুলটাইম হিফ্‌জুল কোরআন ক্লাস
ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস সম্বলিত ৫ বছরের কোর্স যেখানে কায়দা-কোর্‌আন শিক্ষার পাশাপাশি দোয়া, আক্বীদা, আখ্‌লাক, ফিক্‌হ ও হাদীস এবং ইসলামিক ইতিহাস শিক্ষা দেয়া হয়।
সামার ক্লাস
সামার ভ্যাকেশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পূর্ণ একটি সিলেবাস।
সপ্তাহে ৪ দিন, জুলাই ০২-আগস্ট ৩০।
সকাল ১০:৩০ - দুপুর ১:৩০
বৈশিষ্ট্য সমূহঃ
বিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত
অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী
সিলেবাস ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
শিক্ষাদানের ভাষা ইংরেজী
সেমিষ্টার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
ছেলে মেয়েদের আলাদা সুব্যবস্থা
ভর্তি চলছে!
সম্মানিত সচেতন অভিভাবক! আপনার সন্তানের ধর্মীয় অনুভূতি জাগরণে আপনাকেই নিতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত, আর তা বাস্তবায়ন ও সার্বিক সহযোগিতায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।
পরিচালক ঃ শায়েখ মুফতি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্‌
প্রাক্তন ইমাম, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট কারেকশনাল সার্ভিস।
Al-Mansoor Cultural Center
Learning • Reflecting • Celebrating
ভর্তি চলছে
Tel: 718-475-0904
646-545-1943
646-545-7924
107-57 154 Streeet, Jamaica, NY 11433

বাংলাদেশের সর্বত্রই মহান বিজয় দিবস উদযাপিত

মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিহতের অঙ্গীকার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা আর মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিহতের অঙ্গীকার নিয়ে বুধবার (১৬ ডিসেম্বর) বাংলাদেশের সর্বত্রই উদযাপিত হয়েছে মহান বিজয় দিবস। সব ধর্ম-বর্ণের মানুষের দেশ গড়ার দৃঢ়প্রত্যয় আর শোক আর রক্তের ঋণ শোধ করার অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে উজ্জীবিত জাতি দিবসটি উদযাপন করেছে। মানুষের কণ্ঠে ছিল উন্নত-সমৃদ্ধ অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন। সকালে শীতের কুয়াশা ও ঠান্ডা উপেক্ষা করে সর্বস্তরের মানুষ সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধের বাইরে ও আশপাশের মহাসড়ক এলাকা এবং রাজধানী ধানমন্ডির বঙ্গবন্ধু ভবনের সামনে জড়ো হন। করোনা মহামারীর মধ্যেও ভোরের সূর্য ওঠার আগেই ফুল, মাথায় বিজয় দিবস লেখা ব্যান্ড, জাতীয় পতাকা নিয়ে স্মৃতিসৌধে নামে জনতার ঢল। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে সমগ্র জাতি ৩০ লাখ শহীদকে আরও একবার জানিয়ে দেয় 'আমরা তোমাদের ভুলবো না।'

দিনের প্রথম প্রহরে সকাল সাড়ে ৬টায় রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। রাষ্ট্রপতির পক্ষে তার সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এসএম শামিম উজ জামান ও প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে তার সামরিক সচিব মেজর জেনারেল নকিব আহমদ চৌধুরী শহীদবেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। সশস্ত্র বাহিনীর একটি চৌকস দল এ সময় সামরিক কায়দায় সালাম জানায়। শহীদদের স্মরণে বিউগলে বাজানো হয় করুণ সুর। প্রতি বছর রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী এ দিনে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে জাতীয় স্মৃতি সৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। কিন্তু করোনাভাইরাস মহামারীর কারণে অন্য রাষ্ট্রীয় কর্মসূচির মতো এবারের বিজয় দিবসের কর্মসূচিও সীমিত করা হয়। বিজয় দিবসের দিন এবার জাতীয় প্যারেড স্কয়ারেও সশস্ত্র বাহিনীর সম্মিলিত সামরিক কুচকাওয়াজ (প্যারেড) বাতিল করা হয়।

দিনটি ছিল জাতীয় ছুটির দিন। ৪৯ বছর আগে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ৩০ লাখ শহীদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ এবং ২ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে জন্মলাভ করে।

বুধবার সকাল সাড়ে ৬টায় জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে শুরু হয় বিজয় দিবসের আনুষ্ঠানিকতা। একই সময়ে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শুরু হয় শ্রদ্ধা নিবেদন পর্ব। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সংসদের স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরীর পক্ষেও শহীদবেদিতে ফুল দেওয়া হয়। মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হকের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কেএম খালিদ, দুর্যোগ ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী এনামুর রহমানও এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন। শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় বীরশ্রেষ্ঠদের পরিবার, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, প্রধান বিচারপতি ও তিন বাহিনীর পক্ষ থেকে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানান মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস।

বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনও স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায়। বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের শ্রদ্ধার ফুলে ভরে উঠে শহীদবেদি।

আওয়ামী লীগ: আওয়ামী লীগ ভোরে সূর্যোদয়ের ক্ষণে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে, বঙ্গবন্ধু ভবন ও দেশব্যাপী সংগঠনের কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করে। সকাল ৯টায় জাতীয় স্মৃতিসৌধে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের নেতৃত্বে দলের জ্যেষ্ঠ নেতারা শ্রদ্ধা জানান বীর শহীদের প্রতি।



এ সময় দলের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য বেগম মতিয়া চৌধুরী, ড. আবদুর রাজ্জাক, জাহাঙ্গীর কবির নানক, শাজাহান খান ও আবদুর রহমান; তথ্যমন্ত্রী ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ ও আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম; সাংগঠনিক সম্পাদক আহমদ হোসেন, এসএম কামাল হোসেন ও মির্জা আজম; ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী, সংস্কৃতিবিষয়ক সম্পাদক অসীম কুমার উকিল, শ্রমবিষয়ক সম্পাদক হাবিবুর রহমান সিরাজ, স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক ডা. রোকেয়া সুলতানা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক আবদুস সবুর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। পরে আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য মতিয়া চৌধুরী বলেন, 'যে স্বপ্ন দেখে মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করেছিলেন জাতির পিতার নেতৃত্বে, সে স্বপ্ন নতুন প্রজন্ম তুলে নিয়েছে। তারা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।'

পরে বিজয় দিবস উপলক্ষে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বঙ্গবন্ধু ভবনের সামনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের নেতৃত্বে দলীয় নেতারা সেখানে শ্রদ্ধা জানান। বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন দলের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরাও। এছাড়া গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে দলের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। বিকেলে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বিএনপি: সকাল সাড়ে ৯টায় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নেতৃত্বে দলের নেতাকর্মীরা জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। সেখান থেকে ফিরে শেরেবাংলা নগরে দলের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবরে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন তারা। বিকেলে এক ভার্চুয়াল সভা করে দলটি। এর আগে সকালে নয়াপল্টনে বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। ভোরে দেশব্যাপী বিএনপির কার্যালয়গুলোতে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। বিজয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে সুবিধাজনক সময়ে দেশব্যাপী বিএনপির উদ্যোগে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।অন্যান্য দল/সংগঠন: শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিজয় উল্লাসে জাতীয় স্মৃতিসৌধ চত্বর মুখর ছিল বিভিন্ন বয়সী মানুষের পদচারণায়। স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির ধ্বংসাত্মক, নৈরাজ্যকর কর্মকান্ড প্রতিহত করতে স্লোগান, দেশাত্মবোধক গান, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ বেজে চলে বিরামহীন। স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানাতে আসা জনতার এ ঢল অব্যাহত থাকে দুপুর ১টা পর্যন্ত। একে একে বেদিতে শ্রদ্ধা জানায় কেন্দ্রীয় ১৪ দল, গণফোরাম, যুক্তফ্রন্ট, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ), বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ), বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী), গণসংহতি আন্দোলন, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি। এছাড়া সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, আওয়ামী যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, ছাত্রলীগ, কৃষক লীগ, যুব মহিলা লীগ, মহিলা আওয়ামী লীগ, তাঁতী লীগ, জাতীয় পার্টি (জেপি), ছাত্র ইউনিয়ন, যুব ইউনিয়ন, উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা একাডেমি, শিল্পকলা একাডেমি, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, সেক্টর কমান্ডারস ফোরাম-মুক্তিযুদ্ধ-'৭১, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট, জাকের পার্টি, মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদসহ বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন হলের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরাও স্মৃতিসৌধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়।

এদিকে জাতীয় প্রেসক্লাবে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে জাতীয় প্রেসক্লাব, বিএফইউজে-বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন, মুক্তিযোদ্ধার সন্তান সাংবাদিক ফোরাম, ইয়ুথ জার্নালিস্ট ফোরামসহ বিভিন্ন সংগঠন। 'পতাকার বুক জুড়ে মুক্তির জয়গান/অফুরন্ত সাহস শেখ মুজিবুর রহমান' স্লোগান নিয়ে বুধবার বিকেলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আয়োজন করে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট। আলোচনা, নাচ-গান-আবৃত্তিসহ নানা পরিবেশনা উপস্থাপন করেন শিল্পীরা। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতি বছরের মতো এবারও ১০-১৬ ডিসেম্বর সপ্তাহব্যাপী 'মানবাধিকার দিবস থেকে বিজয় দিবস' শীর্ষক বিজয় উৎসব আয়োজন করে। করোনা পরিস্থিতির কারণে এবার ভার্চুয়ালি হচ্ছে এ আয়োজন। মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরের ফেইসবুক পাতায় অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয়। শিল্পকলা একাডেমি তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠান সাজিয়েছে। ১৪ ডিসেম্বর শুরু হওয়া আয়োজনের সমাপনী দিনে গতকাল ছিল আলোচনা, গান, নাচসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। এছাড়া বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিজয় দিবস উদযাপন করেছে।জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর সামনে দাঁড়ানো বাংলাদেশে এবারের বিজয়ের উৎসব বড় পরিসরে উদযাপনের কথা থাকলেও করোনার কারণে সব কর্মসূচি সংক্ষিপ্ত করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে সব সরকারি-আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভবন ও স্থাপনায় আলোকসজ্জা করা হয়। রাজধানী ঢাকা ও দেশের বিভিন্ন শহরের প্রধান সড়ক ও সড়ক দ্বীপগুলো জাতীয় পতাকা ও রংবেরঙের পতাকায় সাজানো হয়। শহীদদের আত্মার শান্তি, জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডাসহ সব ধর্মের উপাসনালয়ে বিশেষ মোনাজাত ও প্রার্থনা সভা হয়। হাসপাতাল, জেলখানা, বৃদ্ধাশ্রম, এতিমখানা, শিশু পরিবার ও ভবঘুরে প্রতিষ্ঠানগুলোতে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়। এছাড়া দেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন নানা আয়োজনে মাসব্যাপী উদযাপন করছে বিজয় দিবস।

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الاتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice



Sheikh Salim
Attorney at Law

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে **(Loan Modification)** ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে **(Foreclosure)** ফ্রি সহায়তা
- আরইও **(REO)** বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর **(Taxlien)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের **(Short Sale)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ **(Mix Use)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

---

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



Ali A. Chowdhury
Managing Director

WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e file

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com



পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

এস্টোরিয়ার প্রাণকেন্দ্রে বাংলাদেশী ফার্মেসী

আমিন ফার্মেসী

সর্বদা ১০% Off

আমরা মেডিকেইড (বেনিফিট), সিবিএস এন্ড
কেয়ারমার্ক, মেডিকেয়ার, বি এবং ডি, সহ
সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি।

MONSUR CHOWDHURY
Pharm D.R.Ph.
Supervising Pharmacist

29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611
Fax: (718) 786-6613

ট্যাক্স রিটার্ন নিয়ে ঝামেলা এড়াতে চান?

তাহলে আজই অভিজ্ঞ সিপিএ প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ নিন
আমরা আপনাদের সর্বোচ্চ সেবায় নিয়োজিত



EAKUB A KHAN CPA PC

Certified public accountant in Queens, New York
7535 31st Ave #206a, East Elmhurst, NY 11370

Hours:
Open · Closes 6PM
Phone: (718) 424-6300

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

ই-মেইল :
শধফবৎরশরনৎরধ@মসধরষ.পড়স

ঠিকানা :
ঝঁৎ ঙ ইধহবব ঝধহমববঃ অপধফবসু
১৪৬ গধৎষেনড়ৎড়ঁময় জড়ধফ
টঢ়ঢ়বৎ উধৎন্ু, চঅ ১৯০৮২

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com



যত দ্রুত সম্ভব ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করুন

আমরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পূন্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে গ্যারান্টি সহকারে ক্রেডিট রিপেয়ার করি।

বাড়ি, গাড়ি কেনা থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করছেন?

ক্রেডিট লাইনে যে কোন ঝামেলাই আমরা রিমুভ করি।



Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suit # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207, 917-566-1612 Fax: 718-412-3249

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

As Seen On TV

SPRING IS HERE: ARE YOU WORKING IN CONSTRUCTION?



Perry D. Silver
Attorney at Law
(917) 533-1033

Perry D. Silver
ATTORNEY LICENSED TO PRACTICE LAW
IN THE COURTS OF THE STATE OF NEW YORK

Nazmul Chowdhury
Assistant to Mr. Silver
(917) 533-0287

Office: 212.661.8400
60 East 42nd Street, Suite 2212, New York, NY 10165 • Fax: 212.661.1242

DEBT SOLUTIONS BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।



BHUIYAN
917-832-7619

BT & T GROUP LLC
37-12, 75th Street, Suite #203, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

তড়িৎ বাড়ী বিক্রি করে ফোরক্লোজার বন্ধ করুন এবং ক্রেডিট কার্ড রক্ষা করুন এই বিষয়ে আমরা সততার সাথে সাহায্য করি।

Omni Realty
The Realty People



118-18 101 Avenue
Richmond Hill,
NY 11419

Nurul Huda Harun
Real Estate
Associate Broker

Tel: 718-441-7000
Fax: 516-441-3548
Cell: 917-238-4161

nurul@omnirealty.com

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

Address

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

BRONX OFFICE
1268 Whiteplains Road.
Bronx,
NY 10472
718-792-6991

JACKSON HEIGHTS OFFICE
37-33 77th St. # 1,
Jackson Heights
NY 11372
718-478-6100



* স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা
* জীবানুমুক্ত যন্ত্রপাতি
* সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। অভিজ্ঞ ডাক্তার
* মেডিকেইড। ইন্সুরেন্স। ইউনিয়ন - কার্ড গ্রহণ
* Visa / Master Card / American Express / Discover সহ অন্যান্য ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ
* সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে Implant / Braces চিকিৎসা

আপনাদের সেবায়



DR. WALI KHAN
D.D.S.



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.

কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।

আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি



আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে

BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।



WELCOME TO
Your Medical Home

SABOOR WAIZUN MEDICAL PC
Caring For Your Health
INAMULHAQUE M SABOOR,MD
Board Certified Internal Medicine
USCIS Designated Civil Surgeon

BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
FAX: (914) 500-6570
Sat, Tues and Thursday:
1:00PM- 8:00PM

JAMAICA
167-10 HIGHLAND AVE
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
FAX: (718) 558-0290
Mon, Wed & Friday:
11:00AM to 5:00PM

Office Hours
Sat, Tues and Thursday: 1:00PM- 8:00PM
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

Available on call 24 hours a day, 7 days a week 365 days a year

ড্রাইভিং লাইসেন্সের ১০০% গ্যারান্টি

ড্রাইভিং শিখতে ভয় পাচ্ছেন? বারবার ফেল করছেন? তাদেরকে চুক্তিতে থিয়োরি দিয়ে ও প্র্যাকটিক্যালি সরলভাবে শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে শেখানো হয়।



যোগাযোগ:
রাজীব খান
347-279-8327
nukdu345@gmail.com

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Income Taxes & Immigration

আমরা অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সহিত নির্ভুল তথ্যের ভিত্তেতে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ করে থাকি। অধিক রিফান্ডের লোভে ভুল তথ্য দিয়ে ফেডারেল ও স্টেটের অডিটের ঝামেলায় না গিয়ে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে ট্যাক্স রিটার্ণ করে ঝামেলা মুক্ত থাকুন।



নিউইয়র্কে বাড়ি ক্রয় বিক্রয় আবাসিক ও কমার্শিয়াল, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, নোটারী পাবলিক।

Md. Harunur Rashid (Milon)
MSS.Pol.Science
ITP.CUNY, H&R Block
Cell: 718-341-3927
Email: harunur69@aol.com

RASHID ENTERPRISE
Bangladesh Plaza, 2nd Fl., #206, 37-15,73rd Street, Jacksone Heights, NY 11372
Tel: 718-458-0575, Fax: 347-642-3276

আমাদের নিকট নিম্নলিখিত সেবা পাবেনঃ

ইমিগ্রেশনঃ
ফ্যামিলি পিটিশন ও কে-ভিসা
রিমোভ কন্ডিশন
এফিডেভিট অব সাপোর্ট
বিনা পরীক্ষায় সিটিজেনশীপ
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন
সিএসএস লুলাক
রিফিউজি, এসাইলম, গ্রীণকার্ড রিনিউ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
IRS authorised e-file provider

ইনকাম ট্যাক্সঃ
ব্যক্তিগত ও ব্যবসা
ট্যাক্সি ক্যাব ও ফুড ভেন্ডার
পার্টনারশীপ, কর্পোরেশন
পেরোল এন্ড সেলস ট্যাক্স
ব্যবসা সেটআপ
কর্পোরেশন ও এলএলসি গঠন

এলমহার্স্টের ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে নিহত ৩

(শেষের পাতার পর)

শনিবার সকালে এলমহার্স্টের ৯১ স্ট্রিট এবং ৪৮ অ্যাভিনিউয়ের একটি তিনতলা অ্যাপার্টমেন্টে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। এতে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। ফায়ার ডিপার্টমেন্ট জানায়, ভোর ৫টা ৩৭ মিনিটে একটি ফ্লোরে আগুন লাগে। পরে তা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় ছড়িয়ে পড়ে। আগুন নেভাতে ফায়ার সার্ভিসের ৩৩টি ইউনিটের ১৪০ জন ফায়ার ফাইটার কাজ করেছেন। তাদের তৎপরতার কারণে আশপাশের বিল্ডিংয়ে আগুন ছড়িয়ে পড়েনি। সেখান থেকে দুজনকে উদ্ধার করে এলমহার্স্ট হাসপাতালে ভর্তি পাঠানো হয়েছে। আগুন নেভাতে গিয়ে দুজন দমকল কর্মীও আহত হয়েছেন। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত অগ্নিকান্ডের কারণ জানা যায়নি। ফায়ার মার্শালস ইনভেস্টিগেশন টিম তদন্ত কাজ চালাচ্ছে।

এদিকে এই অগ্নিকান্ডের ঘটনায় গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে স্থানীয় সিটি কাউন্সিলম্যান ড্যানিয়েল ড্রম এক বিবৃতি দিয়েছেন।

কঠিন হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীদের পথ

(শেষের পাতার পর)

২০১৬ সালে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্পের শপথ গ্রহণের পর প্রথম দিকের উদ্যোগের মধ্যে অন্যতম ও আলোচিত নির্বাহী আদেশ ছিল মুসলমান অধ্যুষিত বিভিন্ন দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আসা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা। আর অভিবাসীদের কফিনে শেষ কোপটি মারলেন অ্যাসাইলাম বা আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য দরজা প্রায় বন্ধ করে। আশ্রয়প্রার্থীদের নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসন নতুন যেসব নিয়ম জারি করেছে সেগুলো হচ্ছে, আশ্রয় আবেদন করার পর যারা আয়কর দেননি তাদের আবেদন নামঞ্জুর করা হবে। যেসব কারণ দেখিয়ে আশ্রয়প্রার্থনা করা হয়েছে তার প্রায় কমন বিষয় নিজ দেশে পার-সিকিউশন বা হয়রানি ও রাজনৈতিকভাবে নির্যাতনের ভয় থাকতে হবে অর্থাৎ নিজ দেশে ভয়াবহ হয়রানি বা নির্যাতনের শিকার হতে হবে। জেন্ডার বা লিঙ্গের ওপর ভিত্তি করে আশ্রয় আবেদনও আরও কঠোর করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। এমনকি নারীরা আইএসের যৌনদাসী হিসেবে অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে পালিয়ে এলেও তাদের আশ্রয় আবেদনযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে না। সেই সঙ্গে কোনো শুনানির সুযোগ না দিয়ে ইমিগ্রেশন বা অভিবাসন বিচারকেরা আশ্রয়প্রার্থিতা আবেদন নাকচ করতে পারবেন নতুন আইনে।

ট্রাম্পের অভিবাসন সংক্রান্ত সর্বশেষ বিধিনিষেধ সম্পর্কে কর্নেল ইউ-নিভার্সিটির স্কুল অব ল'র অধ্যাপক স্টিফেন ইয়েল বলেন, নতুন ইমিগ্রেশন আইন যুক্তরাষ্ট্রের আশ্রয় আবেদনের ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেবে। যে কঠোর নিয়ম চালু করা হচ্ছে, তাতে অ্যাসাইলাম মঞ্জুর হওয়া এখন অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। তবে আদালত চাইলে এই নতুন নিয়ম যুক্তরাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী আখ্যা দিয়ে তা রুখে দিতে পারে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC
87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

Board certified in Internal Medicine
Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG
We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn







Blood test done in the office

We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

কোভিডে মৃত্যু? এ কষ্ট কখনোই ভুলার নয়



বিশ্বজিত সাহা

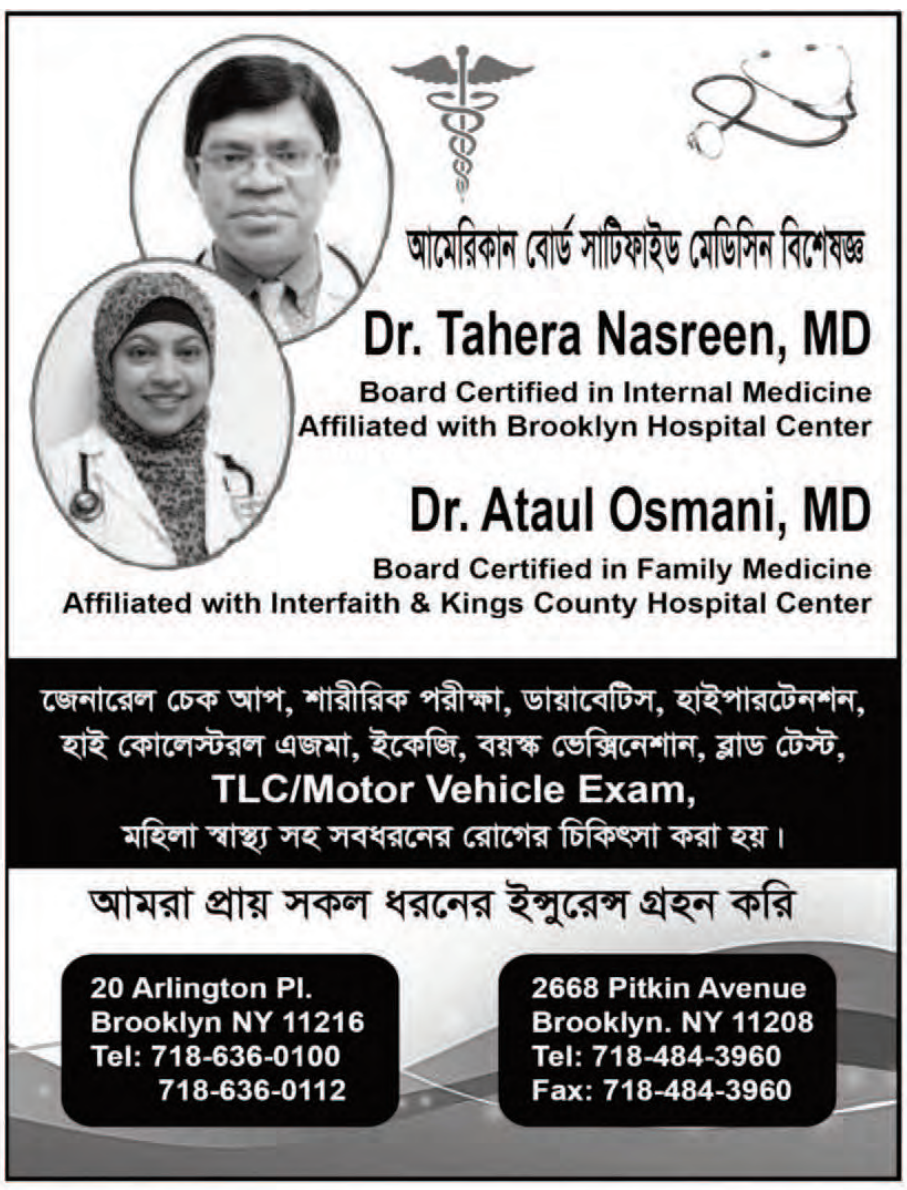
সজীব সাহা। বাংলাদেশের প্রকাশনা সংস্থা মুক্তধারার প্রধান পরিচালক ও বাংলা প্রকাশনা জগতের প্রবাদপ্রতীম পুরুষ চিত্তরঞ্জন সাহার প্রয়াণের পর যিনি হাল ধরেছিলেন, চিত্তরঞ্জন সাহার শ্যালক জহরলাল সাহার কনিষ্ঠ পুত্র সজীব সাহা কোভিড ১৯-এ আক্রান্ত হয়ে অকালে চলে গেলেন। অনেক কষ্টের সংবাদ। একাত্তর-এর সাংবাদিক পার্থ সঞ্জয় এর পোস্টটি তখনো আমার চোখে পড়েনি। গত কয়েকদিন ফেসবুকেও নিয়মিত যেতে মন সায় দিচ্ছে না। চট্টগ্রামে আমার ভাগ্নি জামাই কোভিড-এ আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে। তার দু'দিন পর আমার ঘরেই কোভিড ঢুকে পড়লো। আমার বড় মেয়ে বহতা মার্চের শুরুতে যখন কোভিড-১৯ নিউইয়র্ককে লন্ডভন্ড করে দিচ্ছিলো তখন চিকিৎসকদের সুরক্ষার জন্য নিজ উদ্যোগে protective head shield তৈরী করে। আমার সেই মেয়েটিরই



কোভিড-১৯ পজেটিভ আমাকে বিমর্ষতায় ঠেলে দেয়।

গত শুক্রবার (১৮ ডিসেম্বর) রাতে সজীব-এর মর্মান্তিক খবরটি আমাকে খুব ব্যথিত করে। তাই সঙ্গে সঙ্গে মাওলা ব্রাদার্সের আহমেদ মাহমুদুল হকের সাথে বিষয়টি নিয়ে কথা বলি। সজীবের বাবা জহরলাল সাহা হলেন চিত্তরঞ্জন সাহার স্ত্রীর ছোট ভাই। আমার ছাত্র-বয়সে যখন মুক্তধারার ৭৪ ফরাশগঞ্জের ঐতিহ-াসিক বাড়ীতে চাকুরী করতাম তখন সজীব খুব ছোট। তিন তলার বাসা থেকে নেমে এসে অজিত বাবুর পাশে আমার বসার জায়গার কাছে এসে ঘুরঘুর করতো। কত কথা বলতো, তারপর ওর বাবা অফিসে আসার সময় হলে দ্রুত অফিস থেকে বাসায় চলে যেত। আমি ১৯৮৭ সালে মোস্তফা জব্বার-এর আনন্দ পত্র পত্রিকায় খন্ডকালীন থেকে ফুলটাইম যোগ দেয়ায় মুক্তধারায় যাওয়া কমে যায়। ১৯৯১ সালে আমেরিকায় চলে আসা। সে সজীব কখন বড় হয়ে গেল। নিজে ছড়া লিখতে শুরু করলো। তার পিশেমশাই এর প্রতিষ্ঠানটিকে নতুনভাবে গড়ে তোলার কাজ শুরু করলো।

গত বছর বইমেলায় সজীব-এর মার সাথে দেখা হয় বাংলা একাডেমীতে। সজীব এর মা-বাবা দু'জনেই আজ পুত্র হারিয়ে শোকাহত। তাদের প্রবোধ দেয়ার কোন ভাষা আমার জানা নেই। কোভিড-এ ৫০-৬০-৭০ উর্ধ্ব অনেক আপনজনই আমরা হারিয়েছি। সন্দেশ প্রকাশনার লুৎফুর রহমান চৌধুরী, সুবর্ণ প্রকাশনার জাহাঙ্গীর ভাই ও শিখা প্রকাশনীর বাহার ভাইকেও আমরা কোভিডে-ই হারিয়েছি। কিন্তু ঘুর্ণাক্ষরেও ভাবিনি একটি তরুণ প্রাণ কোভিড কেড়ে নেবে? এ কষ্ট কখনোই ভুলার নয়।







এলাকা অনুযায়ী খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী চার্চের নাম ও ফোন

উডসাইড-ইউনাইটেড বেঙ্গলী লূথারেন	৯১৭৬০৫৪৫৬৬
উডহ্যাভেন-ক্রাইস্ট বাংলা	৯১৭৬৮৩৩০৫৯
ওজনপার্ক-ফার্স্ট বাংলা	৯১৭২১৬৬৭৫০
করোনা-সহভাগিতা	৯১৭৩৯২৬৭৭৩
করোনা-ইভাঞ্জেলীক্যাল বাংলা	৬৪৬৩৯৯৩৮১২
জ্যাক্সন হাইটস-বাংলা বাইবেল	৩৪৭৭৪৪৫৯৯৩
জ্যাকসন হাইটস-বেথেল ব্যাপ্টিস্ট	৩৪৭৫৭৩৭৫৯৩
ব্রঙ্কস-শেলম ইভাঞ্জেলীক্যাল	৬০৩৮২০০৬৪৯
সানিসাইড-কুইন্স অব এঞ্জেলস	৭১৮৩৯২০০১১
হিলসাইড-ইমাকুলেট কন্সেপশন	৭১৮৭৩৯০৮৮০



পার্কচেস্টার মসজিদ কমিটি বাতিল

(শেষের পাতার পর)

সকাল ১১টায় মসজিদের অভ্যন্তরে এই সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। চারঘন্টারও বেশী সময় ধরে চলতে থাকা অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক মুসুল্লি অংশগ্রহন করেন।

মসজিদের সাবেক সভাপতি ফখরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বর্তমান সভাপতি মোশতাক আহমেদ চৌধুরী। সভার শুরু থেকেই অনুষ্ঠানস্থলে উত্তেজনা বিরাজ করছিলো। গন্ডগোল সামাল দেয়ার জন্য কমিটির পক্ষ থেকে বিশালদেহী নিরাপত্তা রক্ষী নিয়োগ দেয়া হয়। অনুষ্ঠান শুরুর পূর্বেই তারা রুমে প্রবেশ পথ ছাড়াও পেছনের দরজায় দরজায় অবস্থান নেয়। বক্তাদের প্রায় প্রত্যেকেই মসজিদ প্রতিষ্ঠার পর থেকে অদ্যাবধি বিভিন্ন সময়ে আর্থিক অনিয়মের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তারা বর্তমান কমিটি বাতিল,ট্রাস্টি বোর্ডের কাছে ক্ষমতা অর্পণ, নির্বাচন কমিশন গঠন এবং মসজিদের বর্তমান অনিয়ম খতিয়ে দেখার জন্য তদন্ত কমিটি গঠনেরও দাবী জানান।

অনুষ্ঠানে অন্যানের মাঝে বক্তব্য রাখেন আব্দুল হাসিম হাসনু, আব্দুল ওয়াহিদ চৌধুরী জাকির, সৈয়দ শারফিন মোর্শেদ, আলমাছ আলী, তারেক আলী, রিয়াজ উদ্দীন কামরান, আব্দুস শহীদ, হারুন আলী, সালিক সিকদার, নজরুল হক, সৈয়দ আল ওয়াহিদ নাজিম, সাব্বির কাজী, জামাল হোছাইন, আব্দুর রহিম বাদশাহ, নুরুল আহিয়া, রফিকুল ইসলাম, আব্দুল মতিন, আকাদ্দেস বাবুল, রেজাউল ইসলাম সহ আরো অনেকে।

উলেখ্য, গত ১ ডিসেম্বর মঙ্গলবার মসজিদের প্রাক্তন কমিটির ৮ জন কর্মকর্তা এক সংবাদ সম্মেলনে পার্কচেস্টার জামে মসজিদের বর্তমান কমিটি মেম্বার সংগ্রহের ৬৫ হাজার ডলার মসজিদ ফান্ডে জমা না দিয়ে নিজেরা আত্মসাত করেছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করে। পাশাপাশি মেম্বারশীপের অর্থ জমা না দিয়ে নির্বাচন কমিশনে জমা দেয়া অবৈধ ভোটার লিস্ট দ্বারা ভোটে বিজয়ী বর্তমান কমিটিরও কোন বৈধতা নেই বিধায় এই অবৈধ কমিটি বাতিল করে পুরাতন কমিটির হাতে দ্বায়িত্বভার অর্পণের পাশাপাশি নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানিয়েছিলেন। একই সাথে এই অর্থ উদ্ধারের ব্যাপারেও দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার দাবী জানিয়েছিলেন তারা ট্রাস্টি বোর্ডের কাছে। সংবাদ সম্মেলনে প্রাক্তন কমিটির সহ সভাপতি আব্দুস শহীদ ও জয়নাল আহমেদ চৌধুরী, এডুকেশন সেক্রেটারী ইসলাম উদ্দিন, কার্যকরী সদস্য আবদুল বাসির খান, মো. লুকমান হোসেন ও ফারুক আহমেদ এবং আগের কমিটির সভাপতি সৈয়দ আল ওয়াহিদ নাজিম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ নজরুল হক, সাবেক কর্মকর্তা সাব্বির কাজী আহমদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সাধারণ সভায় কমিটি বাতিল এবং নির্বাচন কমিশন গঠন করায় তাদের দাবীর একটি অংশ পুরন হয়েছে বলে দাবী করেন সংবাদ সম্মেলন আয়োজন কারীদের অন্যতম এবং প্রাক্তন কমিটির সহ সভাপতি আব্দুস শহীদ। তিনি জানান, আগামী নির্বাচনে বিতর্কিত ২৭১টি বাতিল এবং শুধুমাত্র লাইফ মেম্বাররাই ভোট প্রদান করবেন।

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

একাউন্টিং

ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নটফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন

সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়দি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

* বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিষ্ট্রেশন
* নোটারী পাবলিক রেজুমী
* দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
* ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস

SNS Authorized *IRS e file* Provider

Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেয়া হয়।



অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা।
আমাদের রয়েছে ১৮ বছরের বেশী বিধিসম্মত নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা

EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER

যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ুম

৩৫-৪৬ ৩১ স্টিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬

ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১

email: snsmaq@aol.com (N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Law Firm of Attorney Najmul Alam





এটর্নী নাজমুল আলম, এটর্নী এট ল'
ইউ,এস, সুপ্রীম কোর্ট

ম্যানহাটন অফিসঃ (২১২) ৫৯৯-৭২৯৯
(২৬ ফেডারেল প্লাজার সামনে)
২৯৯ ব্রডওয়ে, সুইট # ১৭০০, নিউইয়র্ক, নিউইয়র্ক ১০০০৭

- ★ Immigration
- ★ Asylum Cases
- ★ Divorce
- ★ Title Insurance
- ★ Real Estate Closing
- ★ Investment Visa E2 EB5
- ★ Deportation Defense
- ★ Criminal Defense Cases
- ★ Citizenship Tests

এসাইলাম, পাবলিক চার্জ, ওয়েভার, সিটিজেনশীপ, মোশন, আপীল সহ সব ধরনের ইমিগ্রেসন কেস।

JUSTICE law firm

Manhattan Office: (212) 599-7299
(In Fornt of 26 Fedarel Plaza)
299 Broadway, Suite # 1700, New York, New York 10007

Wasi Choudhury & Associates LLC

SERVICES

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:** Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:** Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**
- **ইমিগ্রেশন** সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

Wasi Choudhury, *EA*

Admitted to practice before the IRS

সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক

Member : naea NYSSEA IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।



37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377 • Tel: 718-205-3460, 718-440-6712 • Fax: 718-205-3475 • Email: wasichoudhury@yahoo.com

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্পপন) এমডি

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার



স্থান পরিবর্তন

অফিসঃ ৩৭-২৯, ৭২ স্ট্রিট
১ম তলা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করা সহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ইনকাম ট্যাক্স

INCOME TAX

ইনকাম ট্যাক্স, ইমিগ্রেশন ও জেনারেল সার্ভিসের জন্য একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

দীর্ঘ ১৮ বৎসর ধরে আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

AUTHORIZED e-file Provider

অতি যত্ন সহকারে আপনাদের নির্ভুল ট্যাক্স রিটার্ণ করে দেয়ার দায়িত্ব আমাদেরকে দিন

শুধু ট্যাক্স ফাইলের সময়েই নয় বরং সারা বৎসর ধরেই আমরা আছি আপনাদের পাশে

NOTARY PUBLIC

প্রাইম ব্রোকারেজ

যোগাযোগ: *আবুল কালাম*
T: **718-274-1908**, F: **718-728-2293**
email: **primebrokerage34@gmail.com**
৩৪-০৩ ৩০ এভিনিউ, এষ্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৩

ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশনের কাজে প্রয়োজন বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান,
কারণ আপনার ব্যক্তিগত সকল তথ্যাদি থাকছে প্রতিষ্ঠানটির কাছে।

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা **Instructor** দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন

পপুলার ড্রাইভিং স্কুল

Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063

OPEN 7 DAYS

6 Hours DDC Class Good For TLC



বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

- ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
- ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
- প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

- 5 Hours Class Certificate
- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈয্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই

Please Call
718-426-9453, 917-301-2063

Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে



Apna Express Pharmacy Inc.

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি, ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি

TEL. 929-208-0602

DISCOUNT COSMETICS. FILM. COLOGNES.
PERFUMES. VITAMINS. NON-PRESCRIPTION DRUGS.
HOUSEHOLD GOODS. BABY NEEDS

74-12 37AVE, Jackson Heights, NY 11372,

হাফিজ-শওকতকে শোকজ নেপথ্যের কারণ

(প্রথম পাতার পর)

নোটিস বা শোকজ করার ঘটনায় নানামুখী জল্পনা-কল্পনা চলছে খোদ দলটির নেতা-কর্মীদের মধ্যে। এই জল্পনা-কল্পনা বিএনপির পরিধি ছাড়িয়ে দলটির নেতৃত্বাধীন ২০ দল ও জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের শরিক দলগুলোর নেতা-কর্মীদের মাঝেও বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। এই দুই নেতার বিরুদ্ধে দলীয় শৃঙ্খলাবিরোধী কর্মকাণ্ডের অভিযোগ এনে সোমবার এই শোকজ করা হলেও এনিয়ে কয়েক ধরনের কথা শোনা যাচ্ছে।

শোকজের নেপথ্য কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে বিএনপির কেউ কেউ বলছেন, সাংগঠনিক বিষয়ে দলীয় শৃঙ্খলা না মানার কারণে হাফিজ উদ্দিন ও শওকত মাহমুদকে শোকজ করা হয়েছে। বিস্তারিত জানতে চাইলে তারা জানান, বিভিন্ন সময়ে দলের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে দায়িত্ব দেওয়া হলেও সেটা পালনে অপারগতা প্রকাশ করেন হাফিজ উদ্দিন। বিশেষ করে, জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের মনিটরিংয়ের দায়িত্ব দেওয়া হলেও তিনি তা করতে সরাসরি অস্বীকৃতি জানান।

এছাড়া সমপ্রতি একাধিকবার প্রকাশ্যে দলের হাইকমান্ডের বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক বক্তব্য দিয়েছেন তিনি। একারণে তাকে শোকজ করা হয়েছে। আর বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের একাংশের সাবেক সভাপতি ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি শওকত মাহমুদকে শোকজ করা হয়েছে কুমিল্লায় নিজ এলাকায় দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে কাজ করায়।

তবে শোকজের কারণ সম্পর্কে বিএনপির দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে ভিন্ন তথ্য। সূত্রমতে, হেফাজতে ইসলামে মহাসচিব আল্লামা নূর হোসাইন কাসেমীর নামাজে জানাজার পরপরই সোমবার রাজধানীর গুলিস্তান ও পল্টন এলাকায় সরকারের পদত্যাগ দাবিতে পেশাজীবী পরিষদের ব্যানারে হঠাৎ বিক্ষোভ ও অবস্থানের কারণেই এই শোকজ। হঠাৎ এই বিক্ষোভ ও অবস্থানের বিষয়ে আগে থেকে কিছুই জানতো না বিএনপির হাইকমান্ড। এই বিক্ষোভের বিষয়ে নানা মাধ্যমে খোঁজ নিয়ে নেপথ্যের কিছু তথ্য জেনে হাইকমান্ড ক্ষুব্ধ হন।

এই তথ্যের সত্যতা মেলে শোকজ নোটিশে স্বাক্ষর করা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর বক্তব্যেও। রিজভী গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, দলের নাম ব্যবহার করে নেতা-কর্মীদের বিভ্রান্ত করে সংগঠনের শৃঙ্খলাবিরোধী কর্মকাণ্ডের অভিযোগে কেন তাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না- সে বিষয়ে শওকত মাহমুদকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে এবং হাফিজ উদ্দিন আহমেদকে পাঁচ দিনের মধ্যে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে লিখিত জবাব জমা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে।

২০ দল শরিক জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের মহাসচিব ও হেফাজতে ইসলামের মহাসচিব নূর হোসাইন কাসেমীর জানাজা হয় সোমবার জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম এলাকায়। জানাজায় লক্ষাধিক লোক অংশ নেন। জানাজার পর দুপুরে রাজধানীর গুলিস্তান ও পল্টন এলাকায় হঠাৎ করে পেশাজীবী পরিষদের ব্যানারে বিএনপির কয়েক হাজার নেতা-কর্মী-সমর্থক অবস্থান নেন। নেতা-কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন শওকত মাহমুদ, সাদেক খান ও কল্যাণ পার্টির সভাপতি সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম। পরে লাঠিচার্জ ও টিয়ারগ্যাস ছুঁড়ে নেতাকর্মীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় পুলিশ। গুলিস্তানের জিরো পয়েন্ট এলাকায়ও রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন অবস্থান নেওয়া নেতাকর্মীরা।

এসময় তারা সরকারের পদত্যাগের দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন। জানা গেছে, পেশাজীবী পরিষদের এই বিক্ষোভ কর্মসূচিটি হওয়ার কথা ছিল জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে। কিন্তু হঠাৎ স্থান বদল করে সেটি করা হয় পল্টন-জিরো পয়েন্ট এলাকায়। এই কর্মসূচিতে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীরও উপস্থিত থাকার কথা ছিল। কর্মসূচিতে যোগ দিতে তিনি জাতীয় প্রেস ক্লাবেও গিয়েছিলেন। বিএনপির সূত্রমতে, হাফিজ উদ্দিন ওই বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচিতে না গেলেও এসম্পর্কে তিনি জানতেন।

সরকারের পদত্যাগ দাবিতে হঠাৎ বিক্ষোভ সম্পর্কে আগে অবহিত না থাকার কারণেই যে দুই নেতাকে শোকজ করা হয়েছে- সেটির সত্যতা পাওয়া যায় ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর জবানিতেও। জাফরুল্লাহ চৌধুরী বুধবার ইত্তেফাকের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, 'আমি মনে করি হাফিজ-শওকতরা খুব ভালো কাজ করেছেন। বিএনপির মূল নেতৃত্ব তো দীর্ঘদিন ধরে নিষ্ক্রিয়। একারণে দলের নেতাকর্মীরা হতাশ। এজন্য হাফিজ-শওকতদের উদ্যোগটিকে আমি স্বাগত জানাই। তবে দলের হাইকমান্ডকে আগে না জানিয়ে তারা ভুল করেছেন। তারা হয়তো মনে করেছেন- হাইকমান্ডকে জানালে না করতো। তারপরেও বলবো, হাইকমান্ডের উচিত ছিল তাদেরকে ডেকে নিয়ে জানতে চাওয়া। এভাবে পাবলিকটি তাদেরকে শোকজ করাটা বিএনপির ভুল সিদ্ধান্ত।'

উদ্যোগটি কি ছিল? প্রশ্ন করা হলে জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেন, 'উদ্যোগ ছিল রাস্তায় নামার। আমাকে ওইদিনই শওকত ফোন করে বললো- আপনি কোথায় আছেন, আধাঘণ্টা পর একটু থাকতে পারবেন। আমাকে বলেছিল প্রোগ্রামটি হবে সেগুনবাগিচা এলাকায়। সেই অনুযায়ী আমি প্রেস ক্লাবে যাই, সেখানে প্রায় আধা ঘণ্টা অপেক্ষা করে চলে আসি।'

পেশাজীবী পরিষদের ব্যানারে হঠাৎ এই বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচির আগের রাতে ঐক্যফ্রন্ট শরিক নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্নার রাজধানীর গুলশানের বাড়ি ঘেরাও করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। পরে অবশ্য পুলিশ সেখান থেকে চলে যায়। এবিষয়ে মান্না গতকাল ইত্তেফাককে বলেন, পুলিশ এসেছিল, তবে আমার সঙ্গে তারা কোনো কথা বলেনি। তারা দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করেছে- ভেতরে কে কে আছে; এই আর কী।

পল্টন-গুলিস্তান এলাকায় পেশাজীবী পরিষদের কর্মসূচির বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে মান্না বলেন, এবিষয়ে আমি কিছু জানি না, আমি সেখানে যাইওনি। বিএনপির দুই নেতাকে শোকজের বিষয়ে তার মন্তব্য, আমি বুঝতে পারছি না যে- যারা অবস্থান নেওয়ার চেষ্টা করেছিল তারা অন্যায়টা কি করেছে?

তবে শোকজের কারণ সম্পর্কে জানতে যোগাযোগের চেষ্টা করেও হাফিজ উদ্দিন ও শওকত মাহমুদকে পাওয়া সম্ভব হয়নি। হাফিজ উদ্দিন আজ বৃহস্পতিবার সংবাদ সম্মেলনে এবিষয়ে বিস্তারিত বলতে পারেন বলে তার ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছে।

জানা গেছে, ওই অবস্থান কর্মসূচিতে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে বিএনপি সমর্থনে মেয়র নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেনের কর্মী-সমর্থকরাও অংশ নেন। এদিকে ইশরাকের গোপীবাগের বাসায় গতকাল ভোরে হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা। হামলাকারীরা ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে বাড়ির গ্লাস ভাঙচুর করে এবং বাড়ির সামনের পোস্টার-ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলে।

মেক্সিকোর সাবেক গভর্নরকে গুলি

(প্রথম পাতার পর)

স্বর্গরাজ্য বলে বিবেচিত ওই রাজ্যে শুক্রবার রাতে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

মেক্সিকোর অ্যাটর্নি অ্যাটনি জেনারেল জিরার্দো অক্টাভিও সোলিস জানান, হত্যাকারীরা গভর্নর স্যান্ডাভলের পাশেই ছিল। তিনি ওয়াশরুমে গেলে, সেখানে আগে থেকেই অবস্থানকারী একজন তাকে পেছন থেকে কয়েকটি গুলি করে। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। তিনি জানান, সানডোলে একজন বন্দুকধারী গুলি চালালেও তার সঙ্গে রেস্তোরাঁর বাইরে অন্তত নয়জন আততায়ী অপেক্ষা করছিল।

এদিকে, রাজ্য প্রশাসন জানায়, স্যান্ডাভলের নিরাপত্তায় ১৫ জন দেহরক্ষী ও বুলেটপ্রুফ গাড়ি নিয়োজিত ছিল। তবে হত্যাকাণ্ডের সময় দেহরক্ষীদের মধ্যে মাত্র দুজন রেস্তোরাঁয় উপস্থিত ছিলেন। তবে যখন গুলি চালানো হয় তখন দেহরক্ষীদের ২ জনই রেস্তোরাঁর বাইরে ছিলেন।

তবে এ হত্যার তদন্ত সহজ হবে না বলে জানান আলজাজিরা প্রতিনিধি জন হল্যান্ড। তিনি বলেন, রেস্তোঁরার কর্মীরা অপরাধের জায়গাটি ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলেছে। এমনকি সিসি ক্যামেরাও সরিয়ে ফেলেছে তারা। এর ফলে তদন্তে বাধা তৈরি হবে বলে মনে করেন তিনি।

প্রসঙ্গত, সংগঠিত অপরাধচক্রের জন্য ৯টি রাজ্যকে ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনা করা হয়। জেলিস্কো তাদের মধ্যে অন্যতম একটি রাজ্য। ২০১৩ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত স্যান্ডাভল যখন গভর্নর ছিলেন তখন এই অপরাধচক্রকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন তিনি। আগামী জুলাইতে দেশটির নির্বাচনকে সামনে রেখে নতুন করে তৎপর হতে শুরু করেছে চক্রগুলো। ধারণা করা হচ্ছে, অপরাধচক্রটি নিজেদের পছন্দের প্রার্থীকে নির্বাচিত করতেই সাবেক এ গভর্নরকে হত্যা করেছে।

নিরাপত্তা বিশ্লেষক অ্যালেজান্দ্রো হোপ বলেন, এই হত্যাকাণ্ড বিপুল পরিকল্পনা নিয়ে করা হয়েছেণ্ডএর অর্থ কেউ তাকে কয়েক সপ্তাহ ধরেই খুঁজে বেড়াচ্ছিল। কেউ হয়তো তার গতিবিধি জানতো, আর কমবেশি এটাও জানতো কখন তার দেহরক্ষী কম থাকবে।

বাড়ী ক্রয়ে ৩০ বছরের মর্টগেজ

(শেষের পাতার পর)

মর্টগেজ গ্রহণ অতীতের মতো এখনো জনপ্রিয় আছে। কিন্তু আপনি যখন বাড়ি ক্রয় করবেন তখন এই মর্টগেজ আপনার জন্য কি সঠিক অপশন?

প্রতিটি মর্টগেজ ঋণের ক্ষেত্রেই হোক সে ১০, ১৫ বা ৩০ বছরের জন্য। সবগুলোতেই যেমন কিছু চ্যালেঞ্জ আছে, সেই সাথে কিছু ভালো দিকও আছে। তবে এগুলোর মধ্যে আপনার জন্য কোনটি সেরা হবে সেটা নির্ভর করে আপনার পরিস্থিতির ওপর। সাধারণত যে মর্টগেজ ঋণগুলো কম সময়ের জন্য যেমন ১০ বা ১৫ বছরের জন্য সেগুলোর ইন্টারেস্ট রেইট তুলনামুলকভাবে ২০ বা ৩০ বছরের মর্টগেজ ঋণের ইন্টারেস্ট রেইট থেকে কিছুটা কম। সেই সাথে আপনি যদি ডলার মূল্যে সবকিছু বিবেচনা করেন তবে ১৫ বছরের মর্টগেজ ঋণে আপনাকে যে ইন্টারেস্ট প্রদান করতে হবে তা হবে ৩০ বছরের মর্টগেজ ঋণে আপনি যে ইন্টারেস্ট প্রদান করতেন তার অর্ধেক মাত্র। এসব বিষয়ে আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারি। প্রয়োজনে ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬) এই নম্বারে যোগাযোগ করুন।

ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষে সুপ্রিম

(শেষের পাতার পর)

অন্তর এই আদমশুমারি যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি ও সামাজিক ইস্যুসহ নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কংগ্রেসের আসন সংখ্যা নির্ধারিত হয় জনসংখ্যার অনুপাতে। যুক্তরাষ্ট্রে আগের কোনো আদমশুমারিতে নথিপত্রহীন অভিবাসীদের বাদ দেওয়ার এমন নির্দেশনা ছিল না। নাগরিক অধিকার সংগঠন ও উদারনৈতিক রাজ্যগুলো প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নির্দেশনার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেছিল।

শুক্রবার (১৮ ডিসেম্বর) সুপ্রিম কোর্ট ৬-৩ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ট্রাম্পের নির্দেশনা বহাল রেখেছেন। রাজনৈতিক মতাদর্শে বিভক্ত সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা তাদের অবস্থান অনুযায়ী মতামত দিয়েছেন। ছয়জন রক্ষণশীল বিচারপতি নির্দেশনার পক্ষে এবং তিনজন উদারনৈতিক বিচারপতি বিপক্ষে মতামত দেওয়ার মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট বিভক্তির প্রতিফলন ঘটেছে। এই রায়ের ফলে জানুয়ারী মাসে আদমশুমারির বিবরণ কংগ্রেসে গ্রহণ করা হবে, যাতে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করা নথিপত্রহীন অভিবাসীরা বাদ পড়বেন। ফলে অভিবাসীবহুল রাজ্যগুলোতে কংগ্রেসের আসনসংখ্যা কমে যাবে। ফেডারেল সুযোগ-সুবিধা ও অর্থ বরাদ্দেও এর মারাত্মক প্রভাব পড়বে। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের সিভিল লিবার্টি ইউনিয়ন বলেছে,ট্রাম্প প্রশাসন এই নির্দেশনা কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করলে তারা আরও মামলা দায়ের করবে। এর আগে গত সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কের এক ফেডারেল বিচারক ট্রাম্প প্রশাসনের এমন নির্দেশনার বিপক্ষে রায় দিয়েছিলেন। এ রায়ের বিরুদ্ধে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আপিল করা হয়।

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh,
Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

জানুয়ারিতেই শেষ চেষ্টা ট্রাম্পের

(প্রথম পাতার পর)

ইলেকটোরাল কলেজের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট। যার মধ্যদিয়ে অনেকটাই নিশ্চিত হয়ে গেছে তার পরবর্তী মার্কিন প্রেসিডেন্ট হওয়া।

এরপরও এখনও পরাজয় মেনে নেননি। চুপ করে আছেন ট্রাম্প। তার চোখ এখন আগামী ৬ জানুয়ারির দিকেই। এটাই তার শেষ ভরসাও।

নির্বাচনের ফল উল্টে তার পক্ষে নিয়ে আসতে এদিনই মার্কিন কংগ্রেসের ইলেকটোরাল কলেজের ফলাফল ট্যালি ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন ক্ষমতাসীন রিপাবলিকান আইনপ্রণেতাদের একাংশ।

সেই লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছে ট্রাম্পশিবির। তবে বিশ্লেষকরা বলছেন, বিষয়টা ট্রাম্পের জন্য খুব একটা সুবিধের হবে না।

নিউইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ট্রাম্পের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও অনুগতদের একটি দল এখনও মনে করছেন, ট্রাম্পের রাজনীতিতে টিকে যাওয়া এবং হোয়াইট হাউসে আরও চার বছর থেকে যাওয়ার আর একটি মাত্র পথই অবশিষ্ট আছে।

সেই নাটক মঞ্চস্থ হবে আগামী ৬ জানুয়ারি। তাহলে কি ঘটতে যাচ্ছে ওইদিন। ইলেকটোরাল কলেজের ভোটের যে ফল জানা গেছে সোমবার সেটা এখনও 'আনুষ্ঠানিক' ফল নয়। এই ভোটের ফল এখন পাঠানো হবে ফেডারেল রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে।

আগামী ৬ জানুয়ারি ইলেকটোরাল ভোট আনুষ্ঠানিকভাবে গণনা করা হবে কংগ্রেসের এক যৌথ অধিবেশনে। এতে সভাপতিত্ব করবেন ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স।

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন ও আইন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ৬ জানুয়ারির ঘটনাবলী হয়তো ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ভোটের ফল বদলে দেয়ার ক্ষেত্রে 'শেষ সুযোগ' এনে দিতে পারে। এমন একটি প্রয়াস নিচ্ছেন কয়েকজন সিনেটর ও কংগ্রেস সদস্য।

তারা আরিজোনা, পেনসিলভানিয়া, নেভাদা, জর্জিয়া ও উইসকন্সিন; এই রাজ্যগুলোতে অবৈধ ভোট ও জালিয়াতির লিখিত অভিযোগ জমা দেবেন যাতে অন্তত একজন সিনেটরের স্বাক্ষর থাকবে।

এর লক্ষ্য হবে ওই রাজ্যগুলোর ভোট 'ডিসকোয়ালিফাই' বা বাতিল করা। আলাবামা রাজ্যের রিপাবলিকান সিনেটর ব্রুক্স তাদের একজন। নিউইয়র্ক টাইমসকে তিনি বলছেন, মার্কিন সংবিধান অনুযায়ী সেদিন সুপ্রিমকোর্টসহ যে কোনো আদালতের বিচারকের চেয়ে বড় ভূমিকা রয়েছে কংগ্রেস সদস্যদের।

আমরা যা বলব তাই হবে, সেটাই চূড়ান্ত।

এ ধরনের অভিযোগ উঠলে এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স ফলাফল প্রত্যয়ন করতে অস্বীকার করলে কী হবে- তা নিয়ে মার্কিন বিশ্লেষকরা নানা রকম চিত্র তুলে ধরছেন। ব্রুক্স বলছেন, 'আমার এক নম্বর লক্ষ্য হল আমেরিকার ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনী ব্যবস্থা- যা ভোটার জালিয়াতি বা ভোট চুরিকে খুব সহজে মেনে নিচ্ছে- তা মেরামত করা। আর এটা থেকে একটা বোনাস মিলে যেতে পারে যে, ডোনাল্ড ট্রাম্প ইলেকটোরাল ভোটে আনুষ্ঠানিকভাবে জিতে গেলেন।

কারণ আপনি যদি অবৈধ ভোটগুলো বাদ দেন এবং যোগ্য আমেরিকান নাগরিকদের আইনসঙ্গত ভোটগুলোই শুধু গণনা করেন, তাহলে তিনিই জিতেছেন।' কিন্তু বাস্তবে এ রকম কোনো প্রক্রিয়া হবে জটিল এবং দীর্ঘ। প্রতিটি অভিযোগ নিয়ে কংগ্রেসের উভয় কক্ষে দুই ঘণ্টাব্যাপী বিতর্ক ও ভোটাভুটি হতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রে মডার্না সুইজারল্যান্ডে ফাইজার

(প্রথম পাতার পর)

এই ছাড়পত্র দেয়। এর আগে গত বৃহস্পতিবার সংস্থার উপদেষ্টা পরিষদে ওই টিকার অনুমোদনের পক্ষে সুপারিশ আসে। এদিকে গতকাল শনিবার সুইজারল্যান্ডে ফাইজার-বায়োএনটেকের টিকা ব্যবহারের অনুমোদন মিলেছে।

অন্যদিকে আক্রান্তের নিরিখে দ্বিতীয় শীর্ষ দেশ ভারতে শনাক্ত রোগীর সংখ্যা গতকাল এক কোটি ছাড়িয়েছে। বড়দিন সামনে রেখে ইতালি, সুইডেনসহ বিভিন্ন দেশে কড়াকড়ি বাড়ানো হয়েছে।

বিবিসি জানিয়েছে, গত বৃহস্পতিবার মডার্নার টিকার অনুমোদনের পক্ষে ভোট দেন এফডিএর উপদেষ্টা পরিষদের ২০ সদস্য। বাকি একজন সদস্য ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকেন। অনুমোদন পাওয়ায় চলতি সপ্তাহ থেকেই টিকাটির প্রয়োগ শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর আগে গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রে করোনার প্রথম টিকা হিসেবে ফাইজার-বায়োএনটেকের টিকার অনুমোদন দেওয়া হয়। গত সোমবার থেকে এই টিকার প্রয়োগ শুরু হয়েছে।

টিকা উৎপাদনে চিকিৎসাবিজ্ঞানের একই পদ্ধতি ব্যবহার করছে মডার্না ও ফাইজার। তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্ন সুপারিশ করেছে এফডিএ। ফাইজারের টিকা ১৬ বছর বয়সের হলেই দেওয়ার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আর মডার্নার টিকা দেওয়া যাবে ১৮ বছর বা তাঁর বেশি বয়স্কদের। তবে মডার্নার টিকাও ফাইজারের মতো দুই ডোজ গ্রহণ করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষগুলো সম্প্রতি মডার্নার টিকা নিরাপদ ও ৯৪ শতাংশ কার্যকর বলে অভিমত দিয়েছে।

ফাইজারের মতো মডার্নার টিকা নেওয়ার পর মৃদু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কথা জানানো হয়েছে। গুরুতর অ্যালার্জি সমস্যা এবং বিশেষ শারীরিক অবস্থায় চিকিৎসকরা টিকা দেওয়ার আগে বিষয়টি বিবেচনা করার পরামর্শ দিচ্ছেন। যুক্তরাষ্ট্রে টিকা দেওয়ার পর লোকজনকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আধাঘণ্টা অপেক্ষায় রাখা হচ্ছে। এটা করা হচ্ছে কোনো তাৎক্ষণিক শারীরিক প্রতিক্রিয়া হয় কি না, তা দেখার জন্য। মডার্নার টিকা সাধারণ রেফ্রিজারেটরের তাপমাত্রায় (মাইনাস ২ থেকে মাইনাস ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস) ৩০ দিন সংরক্ষণ করা যাবে। আর মাইনাস ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে রাখা যাবে ছয় মাস। সে কারণে এটি বিতরণ করা ফাইজারের টিকার তুলনায় বেশি সহজ হবে। কারণ ফাইজারের টিকা সংরক্ষণ ও বহন করতে হয় মাইনাস ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে।

এরই মধ্যে মডার্নার এ টিকার ২০ কোটি ডোজ কিনতে সম্মতি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র সরকার। তার মধ্যে ৬০ লাখ ডোজ এফডিএর অনুমোদন পাওয়ার পরপরই সরবরাহ করা হতে পারে। আরো তিন কোটি ডোজ কেনার কথা রয়েছে মার্কিন ফেডারেল সরকারের। এর আগে মডার্না ও এনআইএআইডি যৌথভাবে করোনার টিকা তৈরির জন্য মার্কিন সরকারের আড়াই বিলিয়ন ডলারের তহবিল সহযোগিতা পেয়েছিল।

করোনা মহামারিতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ যুক্তরাষ্ট্রে এরই মধ্যে প্রায় সোয়া তিন লাখ প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। সম্প্রতি সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় সেখানকার হাসপাতালগুলোতে রোগীদের সেবা দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে স্বাস্থ্যকর্মীদের। তা ছাড়া দৈনিক বিপুলসংখ্যক প্রাণহানির ঘটনা ঘটছে। সর্বশেষ গত শুক্রবার সেখানে দুই হাজার ৭৯৪ জন মারা গেছে।

এদিকে গতকাল সুইজারল্যান্ডের স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ বলেছে, 'দুই মাসের পর্যবেক্ষণ শেষে ফাইজার-বায়োএনটেকের টিকা ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আমরা বিশ্লেষণ করে দেখেছি, টিকাটি কভিড-১৯ মোকাবেলায় কার্যকর ও নিরাপদ।'

সুইজারল্যান্ড এরই মধ্যে ৩০ লাখ ডোজ ফাইজার টিকার ক্রয়াদেশ দিয়েছে। এ ছাড়া মডার্নার ৭৫ লাখ ডোজ এবং অ্যাস্ট্রাজেনেকার ৫৩ লাখ ডোজ টিকা কিনতে সম্মতি দিয়েছে দেশটি।

বিশ্ব পরিস্থিতি

ভারতে করোনাভাইরাসে সংক্রমণের সংখ্যা গতকাল এক কোটি ছাড়িয়েছে। বিশ্বে এ সংখ্যা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। তবে আশার কথা হচ্ছে, সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে দেশটিতে কভিড-১৯ রোগে আক্রান্তের হার অনেক হ্রাস পেয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ভারতে গত ২৪ ঘণ্টায় ২৫ হাজারেরও বেশি মানুষ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। এ নিয়ে দেশটিতে এ ভাইরাসে সংক্রমণের সংখ্যা এক কোটি ছাড়িয়ে গেল।

এদিকে ভারতে ৯৬ লাখ মানুষ করোনাভাইরাসের সংক্রমণ থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছে। দেশটিতে এ পর্যন্ত কভিড-১৯ রোগে এক লাখ ৪৫ হাজার ১৩৬ জন প্রাণ হারিয়েছে।

এদিকে বড়দিন ও নববর্ষকে কেন্দ্র করে ইতালিতে আবারও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হচ্ছে। বিশ্বে করোনাভাইরাসে যে কটি দেশ সবচেয়ে বেশি পর্যুদস্ত হয়েছে ইতালি তার একটি। শুক্রবার দেশটির প্রধানমন্ত্রী জুজেপ্পে কোন্তে নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘোষণা দেন।

নতুন নিষেধাজ্ঞার আওতায় দোকান, বার ও রেস্টুরেন্ট বন্ধ থাকবে এবং আঞ্চলিক ভ্রমণও নিষিদ্ধ থাকবে। তবে খাবারের দোকান, সেলুন, ওষুধের দোকানসহ লন্ড্রির দোকান খোলা থাকবে।

কোন্তে বলেন, 'ক্রিসমাসের এ সময়ে সংক্রমণ বেড়ে যাবে বলে আমাদের বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন।' তিনি ২৮, ২৯, ৩০ ডিসেম্বর ও ৪ জানুয়ারি নিষেধাজ্ঞা শিথিল রাখার কথা জানান। এ দিনগুলোতে দোকানপাট রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা রাখা যাবে এবং জনগণ ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়াতে পারবে বলেও উল্লেখ করেন।

অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার জনবসতিপূর্ণ নগরী সিডনির বিভিন্ন এলাকায় শনিবার শুরু হতে যাচ্ছে নতুন করে লকডাউন। বড়দিনের সময়ে করোনা সংক্রমণ দ্রুত বেড়ে যাওয়া থামাতে এ উদ্যোগ যথেষ্ট বলে মনে করছেন কর্মকর্তারা।

নগরীর উত্তরাঞ্চলে সৈকত এলাকার নর্দার্ন বিচে গুচ্ছ সংক্রমণ সংখ্যা ৩৮ হওয়ায় বাসিন্দাদের গতকাল বিকেল থেকে বুধবার মধ্যরাত পর্যন্ত জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না গিয়ে বাড়িতে অবস্থান করতে বলা হয়েছে।

নিউ সাউথ ওয়েলস রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী গ্লেডিস বেরেজিকলিয়ান বলেছেন, 'এ পদক্ষেপের কারণে ভাইরাসের তীব্র সংক্রমণ ঠেকাতে আমরা যথেষ্ট সময় পাব। ফলে ক্রিসমাস ও নতুন বছরের এ সময়ে আমরা শিথিল থাকতে পারব।'

বৈশ্বিক পরিসংখ্যানভিত্তিক ওয়েবসাইট ওয়ার্ল্ডোমিটারের হিসাবে, গতকাল পর্যন্ত বিশ্বের ২১৮টি দেশ-অঞ্চলে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা সাত কোটি ৬৭ লাখ ছাড়িয়েছে। এ সময়ে সেরে উঠেছে পাঁচ কোটি ৩৭ লাখ রোগী। আর প্রাণ হারিয়েছে ১৬ লাখ ৯২ হাজার।

করোনার টিকা মানুষকে কুমিরে

(প্রথম পাতার পর)

পরিণত হন, যদি কোনও নারীর দাড়ি উঠতে শুরু করে অথবা কোনো পুরুষ নারীকণ্ঠে কথা বলতে শুরু করেন, তাদের আর কিছু করার থাকবে না। খবর এনডিটিভির

ব্রাজিলে মার্কিন ফার্মা জায়ান্ট ফাইজার ও জার্মান সংস্থা বায়োএনটেকের তৈরি টিকার ট্রায়াল হয়েছে কয়েক মাস ধরে। ইতোমধ্যেই টিকাটি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সৌদি আরবের মতো দেশগুলোতে ব্যবহারের অনুমতি পেয়েছে। ব্রাজিলেও শুরুর হয়েছে টিকাদান কর্মসূচি।

বোলসোনারো বলেছেন, ফাইজারের চুক্তিতে একটা বিষয় পরিষ্কার: আমরা কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার জন্য দায়ী নই।

গত বুধবার টিকাদান কর্মসূচি উদ্বোধন করেই ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট ঘোষণা দেন, এটা বিনামূল্যে হলেও বাধ্যতামূলক নয়। এদিকে বৃহস্পতিবার দেশটির সুপ্রিম কোর্ট রুল জারি করেছেন, করোনা ভ্যাকসিন নেওয়া বাধ্যতামূলক, কিন্তু কারও ওপর বলপ্রয়োগ করা যাবে না

সুপ্রিম কোর্টের এই আদেশকে অনেকটা বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে জেইর বোলসোনারো বলেছেন, তিনি কখনোই করোনা ভ্যাকসিন নেবেন না।

গত জুলাইয়ে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন বোলসোনারো। টানা তিন সপ্তাহ ভোগার পর সুস্থ হন তিনি। ইতোমধ্যেই বিশ্বে সর্বোচ্চ করোনা সংক্রমিতে দেশের তালিকায় নাম লিখিয়েছে ব্রাজিল। লাতিন আমেরিকার এই দেশটিতে এখন পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ৭১ লাখ ৬২ হাজার ৯৭৮ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১ লাখ ৮৫ হাজার ৬৫০ জনের। এদিকে, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ব্রাজিলে ফাইজার ভ্যাকসিনের ট্রায়াল চলছে। এরই মধ্যে ব্রিটেন ও আমেরিকায় জরুরি ভিত্তিতে তা ব্যবহারের অনুমতিও দেওয়া হয়েছে। ব্রাজিলে এই ভ্যাকসিন বিনামূল্যে দেওয়া হলেও তা বাধ্যতামূলক নয় বলে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট। যদিও তাঁর দাবিকে নস্যাৎ করে সুপ্রিম কোর্ট এটি 'বাধ্যতামূলক' বলেই জানিয়েছে।

ব্রিটেন ও দক্ষিণ আফ্রিকায় নতুন করোনাভাইরাসের সন্ধান

(প্রথম পাতার পর)

আফ্রিকার কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ হয়েছে এবং নতুন ধরনের করোনা শনাক্তের বিষয়ে তারা অবগত আছেন। খবর বিবিসি, এএফপির।

আগে যে ধরনের ভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া গেছে তার চেয়ে নতুন ধরনের এই কোভিড-১৯ ভাইরাস আরও দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। তবে এ ধরনের ভাইরাস আরও বেশি প্রাণঘাতী নয়।

নতুন এই ভাইরাসের সংক্রমণ যেন দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেজন্য লন্ডনসহ ইংল্যান্ডের দক্ষিণ-পূর্বের একটি বড় অংশ জুড়ে নতুন করে কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

এক টুইট বার্তায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, নতুন ভাইরাসের বিষয়ে তাদের যুক্তরাজ্যের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। এ বিষয়ে তাদের জানানো হয়েছে।

ভাইরাসের পরিবর্তন সম্পর্কে চলমান গবেষণা সম্পর্কে যুক্তরাজ্য বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ করেছে।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন জানিয়েছেন, আগের করোনাভাইরাসের চেয়ে নতুন ধরনের ভাইরাসটির ৭০ শতাংশের বেশি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার ক্ষমতা রয়েছে। তবে কর্মকর্তারা বলছেন, নতুন ধরনের এই ভাইরাস আগের ভাইরাসের চেয়ে বেশি প্রাণঘাতী এমন কোনো প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি।

এদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাস্থ্যমন্ত্রী জুয়েলিমিখিজে এক টুইটে বলেছেন, আমাদের জিনোমিক বিজ্ঞানীরা সার্স-কভ-২ ভাইরাসের নতুন একটি স্ট্রেইন শনাক্ত করেছে।

এটিকে ডাকা হচ্ছে ৫০১.ভি২ ভ্যারিয়ান্ট হিসেবে। তিনি আরও লেখেন, সংগৃহীত প্রমাণের ভিত্তিতে জোরালো ইঙ্গিত মেলে যে, আমাদের এখানে দ্বিতীয় দফা সংক্রমণের পেছনে ভাইরাসটির এই নয়া স্ট্রেইনই দায়ী।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহামারীবিদ মারিয়া ভানকের খোভ বলেন, আমাদের সার্স-কভ-২ ভাইরাসের বিবর্তন দলটি তাদের সঙ্গে কাজ করছে।

তারা সংক্রমণের ক্ষেত্রে পূর্বের তুলনায় ভাইরাসটির আচরণে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি না তা নির্ধারণে গবেষকদের সঙ্গে মিলে কাজ করছে।

এদিকে যুক্তরাজ্যে করোনার প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় রোববার থেকে ফ্লাইট চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে ইতালি। লন্ডনে নতুন করে করোনার সংক্রমণের হার বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে লকডাউন ঘোষণা করা হয়। এরপরই অন্যান্য ইউরোপিয়ান দেশগুলোর মতো ইতালিও ফ্লাইট চলাচল বন্ধ করে দেয়।

ইতালির পররাষ্ট্রমন্ত্রী লুইগি দি মাইও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে লেখেন, সরকার হিসেবে আমাদের দায়িত্ব ইতালিয়ানদের সুরক্ষা দেয়া। ব্রিটিশ সরকারের সতর্কতার কারণে এবং উভয় দেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাক্ষরিত এক আদেশে গ্রেট বিটেনের সঙ্গে ফ্লাইট চলাচল বাতিল করা হয়। তবে কতদিন ধরে ফ্লাইট চলাচল বন্ধ থাকবে তা বিস্তারিত জানানো হয়নি।

তুর্কি সংবাদ মাধ্যম আনাদলু এজেন্সি জানিয়েছে, ইতালিয়ান সরকার ক্রিসমাসের ছুটি উপলক্ষ্যে দেশটিতে কড়াকড়ি আরোপ করেছে। জনসমাগম এড়াতে নাগরিকদের চলাচল সীমিত করা হয়েছে; যাতে দেশ জুরে করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়তে না পারে। ধারণা করা হচ্ছে, ইতালিতে আগামী বছর করোনার তৃতীয় ঢেউ শুর হতে পারে।

যুক্তরাজ্যে করোনায় প্রকোপ বাড়ায় ইতোমধ্যে বেলজিয়াম ও নেদারল্যান্ডস গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে ফ্লাইট ও রেলপথ বন্ধ করে দিয়েছে। মহামারি মোকাবেলায় নতুন করে কড়াকড়ি ঘোষণা করেছেন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। রাজধানী লন্ডনসহ সাউথ ইস্ট এবং ইস্ট অব ইংল্যান্ডে বাধানিষেধের টিয়ার ৪ ঘোষণা করা হয়েছে। করোনা ভাইরাসের একটি রূপান্তরিত রূপ এখন সংক্রমিত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি। এটি মোকাবেলায় আগামী কাল সকাল থেকেই নতুন লকডাউনের ঘোষণা কার্যকরি হবে। পূর্ব নির্ধারিত এক সংবাদ সম্মেলনে নতুন এই পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, করোনা ভাইরাসের নতুন একটি রূপান্তরিত রূপ ছড়িয়ে পড়ছে। এটি যে হারে ছড়িয়ে পড়ছে তা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ভাইরাস যেহেতু তার আক্রমণের ধরণ পাল্টেছে তাই আমাদেরকেও এখন প্রতিরোধের ধরণ পাল্টাতে হবে। বক্তব্যে বরিস জনসন বলেন, নতুন বাধানিষেধের আওতায় থাকা এলাকাগুলোর বাসিন্দাদের অবশ্যই নিজ নিজ বাসায় অবস্থান করতে হবে। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কোনো ধরণের কার্যক্রম চালু থাকবে না। মানুষ অকারণে বাসার বাইরেও যেতে পারবে না। মানুষকে বাসায় বসে কাজ করার আহবান জানিয়েছেন বরিস জনসন। তবে নির্মান শ্রমিক ও এ খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের কর্মক্ষেত্রে যাওয়ায় কোনো নিষেধাজ্ঞা থাকছে না। টিয়ার ৪ যেসব এলাকায় ঘোষণা করা হয়েছে সেখানে বাইরে থেকে প্রবেশ না করার আহবান জানিয়েছেন বরিস জনসন। এই কড়াকড়ি দুই সপ্তাহের জন্য ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ৩০শে ডিসেম্বর এটি আবারো পর্যালোচনা করে দেখা হবে। তবে এর আগে টিয়ার ৪ লকডাউন চলাকালীন সবার জন্য স্টে হোম অর্ডার জারি থাকবে। ঘোষণায় বৃটিশ নাগরিকদের ভ্রমণ না করার আহবান জানিয়েছেন বরিস জনসন। টিয়ার ৪ লকডাউন চলা এলাকায় প্রবেশ করা যাবেই না। অন্যান্য এলাকার ক্ষেত্রেও স্থানীয় পর্যায় ছাড়া ভ্রমণ না করার কথা বলেছেন তিনি। এছাড়া, জরুরি কাজ না থাকলে বিদেশ সফর না করার আহবান জানিয়েছেন তিনি।

বড়দিনে বাসার বাইরে কোনো উৎসব বা সমাবেশ করা যাবেনা বলে ঘোষণায় জানিয়েছেন বরিস জনসন। তবে পারিবারিকভাবে দিনটি উৎযাপন করার কথা বলেছেন তিনি। এ সুযোগ থাকছে না নববর্ষের জন্য। থার্টি ফার্স্ট নাইটেও অন্যান্য দিনের মতো কড়াকড়ি জারি থাকবে। বরিস জনসন বলেন, আমি জানি মানুষ বড়দিনে কত আগ্রহ নিয়ে বসে থাকে পরিবার পরিজন নিয়ে উৎসব করার জন্য। এদিনটি নষ্ট হয়ে যাওয়া কতখানি হতাশার তা আমি জানি। তবে আমাদেরকে এখন অবশ্যই বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তা করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমার কাছে আর কোনো বিকল্প নেই। এবারের বড়দিন ভিন্ন হবে কারণ আমাদের বাস্তববাদি হওয়া জরুরি। এবারের বড়দিনে যদি আমরা ধৈর্য্যের পরিচয় দিতে পারি তাহলে ভবিষ্যতের বড়দিন আরো মধুর হবে।

বক্তব্যের শেষে বরিস জনসন বৃটিশ নাগরিকদের ভ্যাকসিন গ্রহণের আহবান জানান। তিনি বলেন, বৃটেন পৃথিবীর প্রথম রাষ্ট্র হিসেবে ভ্যাকসিন নিশ্চিত করেছে। তাই যখন এনএইচএস কর্মীরা আপনাকে ফোন করবে, আপনারা ভ্যাকসিন গ্রহণ করবেন। এখন পর্যন্ত ৩ লাখ ৫০ হাজার মানুষ তাদের ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ গ্রহণ করেছে বলেও জানান তিনি।

এ নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে শুক্রবার বলা হয়েছে যে, তারা করোনার নতুন ধরণের করোনা নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার গবেষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে।

এর কয়েকদিন আগে যুক্তরাজ্যেও করোনা ভাইরাসের নতুন এক ধরণের সন্ধান পাওয়া যায়। যেটি ইংল্যান্ডের কিছু অংশে দ্রুত করোনা ছড়াচ্ছে বলে ব্রিটিশ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল। শনিবার যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন জানিয়েছেন যে নতুন ধরণের করোনা সাধারণের চেয়ে ৭০ শতাংশ বেশি সংক্রমন।

এ নিয়ে একটি টুইট বার্তায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হয়, তারা (যুক্তরাজ্যের কর্মকর্তারা) তাদের বিশ্লেষণ এবং চলমান অধ্যয়নের ফলাফল শেয়ার করবে । এই নতুন ধরণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা আরও জানার সাথে সাথে সদস্য দেশগুলোকেও এবং জনসাধারণকে আপডেট দেবো।

সাইবার হামলায় চীনকে দায়ী

(প্রথম পাতার পর)

বড় ধরনের সাইবার হামলা সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বনের জন্য ব্যাপকভাবে সমালোচিত হওয়ার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অনেক দেরিতে প্রতিক্রিয়া জানালেন।

ট্রাম্প তার দেশের সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে সম্প্রতি চালানো সাইবার হামলার জন্য চীনকে দায়ী করেছেন। তিনি এমন সময় চীনকে দায়ী করে বক্তব্য দিলেন যখন তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেওসহ মার্কিন গণমাধ্যমগুলো ওই হামলার জন্য রাশিয়াকে দায়ী করেছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প শনিবার এক টুইটার বার্তায় লিখেন, 'ভুয়া গণমাধ্যমগুলো সাম্প্রতিক সাইবার হামলাকে বড় করে তুলে ধরার ব্যাপক চেষ্টা করেছে। আমি এ ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছি এবং পুরো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।'

ট্রাম্প আরও লিখেন, 'মূলধারার গণমাধ্যমগুলো যাকে দায়ী করে বক্তব্য দিচ্ছে সে হচ্ছে রাশিয়া, রাশিয়া, রাশিয়া। কারণ, অর্থনৈতিক কারণে তারা যার নামটি মুখে আনতে ভয় পায় সেটি হচ্ছে চীন।'

মার্কিন গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, একটি বিদেশি সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় গত রবিবার একটি হ্যাকার গোষ্ঠী আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে সাইবার হামলা চালিয়ে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের তথ্য হাতিয়ে নেয়। মার্কিন অর্থ এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগসহ দেশটির পরমাণু স্থাপনাগুলোতে গত কয়েক সপ্তাহে বহুবার সাইবার হামলা হয়। বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক উদ্বেগের মধ্যে রয়েছেন মার্কিন কর্মকর্তারা।

বড় মেয়ের প্রেমিক কোন দেশের,

(প্রথম পাতার পর)

ওবামা প্রেম করছেন বলে জানিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। মেয়ের প্রেমিক একজন ব্রিটিশ। করোনাভাইরাস মহামারির শুরুতে তার মেয়ের প্রেমিক ওবামার বাড়িতেই কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন।

ইয়াহু নিউজের খবরে বলা হয়েছে, দ্য বিল সিমন্স পডকাস্টে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ওবামা এটি নিশ্চিত করেন।

তিনি মালিয়ার প্রেমিকের বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানাননি। তবে এটি নিশ্চিত করেন তার মেয়ের প্রেমিক একজন ব্রিটিশ। মূলত তার কোয়ারেন্টাইনের কর্মকাণ্ড নিয়ে বলতে গিয়েই এটি প্রকাশ করেন তিনি। ওবামা বলেন, 'সে একজন ব্রিটিশ। চমৎকার যুবক। মেয়েদের প্রেম নিয়ে চিন্তিত নন ওবামা। সন্তানেরা নিজের মতো করে জীবনযাপন করবে, এটাই তিনি চান।

বিভিন্ন মার্কিন সংবাদ মাধ্যমের খবরে এর আগে বলা হয়, সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার বড় মেয়ে মালিয়া প্রেম করছেন। প্রেমিকের সঙ্গে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তার ব্রিটিশ প্রেমিক রোরি ফারকুহারসন। তিনি ব্রিটিশ এক ব্যাংক কর্মকর্তার ছেলে। গলফও বেশ ভালো খেলেন তিনি, যাকে বারাক ওবামার সঙ্গে তার সুসম্পর্ক হওয়ার একটি শক্ত ভিত হিসেবে দেখা হচ্ছে। কারণ ওবামার প্রিয় খেলার তালিকায় আছে গলফ।

অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের ৭৮ স্ট্রীট এবং ২৪ এভিনিউতে এক বেডরুমের সেমি বেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৪৭৮-৭১৩১
ডি-১৪/২১

রুমমেট আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের ৮৪ স্ট্রীট এবং ২৫ এভিনিউতে বেসমেন্টে থাকার জন্য একজন পুরুষ রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৯১৭-৪৭৮-৭১৩১
ডি-১৪/২১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৬৪-২০ ৮৬ রোডে এফ ট্রেন সাবওয়ের সন্নিকটে প্রাইভেট হাউসের দ্বিতীয় তলায় ২ বেডরুম, এক লিভিংরুম এক বাথ এবং কিচেনসহ বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯২৯-২৯৬-৭০০০
ডি-২১/২৮

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৫৩-১১ ১০৭ এভিনিউ-তে ২ বেডরুম, ২ বাথরুম, কিচেন/ডাইনিং এবং লিভিং রুম (১১০০ স্কয়ার ফুট) ফাস্ট ফ্লোর বাসা এবং ৩ বেডরুম, ২ বাথরুম, কিচেন, লিভিং রুম (১১০০ স্কয়ার ফুট) সেকেন্ড ফ্লোর বাসা এবং বিশাল ২ বেডরুম, কিচেন, লিভিং রুম, বিশাল বাথরুম-এর সেমি বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। ই ট্রেন সাবওয়ে থেকে ৮মিনিটের দূরত্ব। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬২৪-৮৮০০ অথবা ৭১৮-৬৮৫-৪৮৬১
ডি-২১/২৮

বাসা ভাড়া

কুইন্সে একটি প্রাইভেট বাসার ৩ বেড, ২ বাথ, লিভিং, কিচেন, ডাইনিং ও বেলকলি সহ ফাস্ট ফ্লোরের বাসা ভাড়া হবে। প্রাইভেট এনট্রেন্স, একটি গাড়ী পার্কিং-এর সুবিধা, সেন্ট জনস ইউনিভার্সিটি, কুইন্স কলেজ, সাবওয়ে/বাস ষ্টেশন, গ্রোসারী, এলিমেন্টারী হাই স্কুলের দূরত্ব ওয়াকিং ডিসটেন্স। ভাড়া ২৭০০ ডলার। যোগাযেগ: ৭১৮-৬৫৭-৩৭০৯
ডি-২১/২৮

অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

সানিসাইডের ৫০-৩৯ ৪৫ স্ট্রীট, নিউইয়র্ক-১১৩৭৭ ঠিকানায় এক বেডরুমের নতুন রেনোভেটেড অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: রফি অহমেদ।
ফোন: ৩৪৭-৯৭২-৩৮৪৯ অথবা ৩৪৭-৩৩৫-৮০৫৪
ডি-২১/২৮

ফারনিশড বেডরুম ভাড়া

জ্যামাইকা এষ্টেট, এফ ট্রেন সংলগ্ন তিন তলা এপার্টমেন্টের সম্পূর্ণ ফারনিশড এক বেডরুম-বাথরুম (শেয়ার কিচেন-লিভিং) স্বামী-স্ত্রী অথবা একজন অধুমপায়ী স্টুডেন্টের কাছে ভাড়া হবে। অবশ্যই রেফারেন্স লাগবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮২৯-৩৫৪৯.
ডি-২১/২৮

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

ইস্ট এলমহার্স্টের ৯৪ স্ট্রীটে দুই বেডরুম, ওয়ান বাথরুম, কিচেন-ডাইনি রুম সহ একটি সেমি বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। ইউটিলিটি সংযুক্ত। যোগাযোগ: ৯১৭-৯৩৫-১৭৯০
ডি-১৪/২১

বাসা ভাড়া

পার্কচেস্টার সাউথ কন্ডো, ২ বেডরুম ১ বাথরুম। এষ্টি রিয়েলিটি গ্রুপ, এম. খলিল রহমান (এলআইসি রিয়েলটর)
৯১৭-৪০২-৭০৮৪
khalil4na@gmail.com

কন্ডো বিক্রয়

পার্কচেস্টার সাউথ কন্ডো ২ বেড রুম ১ বাথরুম, এষ্টি রিয়েলিটি গ্রুপ, এম. খলিল রহমান (এলআইসি রিয়েলটর)
৯১৭-৪০২-৭০৮৪
khalil4na@gmail.com

বাসা ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকায় E, J, LIRR, Air Train এর নিকটে 107 Ave. এবং Inwood St. এ প্রাইভেট হাউজের দোতলায় ৩ বেডরুম, ২ বাথরুম, লিভিং রুম, বেলকনি ও কিচেনসহ ১লা জানুয়ারি থেকে বাসা ভাড়া হবে।
যোগাযোগঃ ৭১৮-৬৫৮-৪২৮৪।

লিভ ইন ন্যানী আবশ্যক

নিউজার্সীতে স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে আড়াই বছরের এক ছেলে ও এক শিশু বাচ্চাকে দেখাশোনার জন্য লিভ ইন ন্যানী আবশ্যক জানুয়ারি মানস থেকে। বাসায় থেকে কাজ করতে হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।
যোগাযোগঃ ৪০৪-৫৩৬-২১৯৪
৪০৪-৫৩৮-৪৮৭৫

বাসা ভাড়া

ইষ্ট এলমহার্স্ট এর নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮১ স্ট্রীট-এর উপরে দ্বিতীয় তলায় একটি এক বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
ডি-০৭/১৪/২১/১৮

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ব্রায়ারউড-এর ডেনিয়েলস স্ট্রীট ও ৮৪ এভিনউ এর কর্ণারে দুই রুমের একটি রেনোভেটেড ঝলমলে বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ২ সদস্যের ফ্যামিলি আবশ্যক। এফ ট্রেন সাবওয়ে সাতফিন বুভেভার্ড থেকে ১০ মিনিট দূরত্ব।
যোগাযোগ: ৭১৮-২১৯-৮১৭৮
ন-৩০/ডি-০৭

বাসা ভাড়া

সানিসাইডের ৪৬ স্ট্রীট এবং ৪৮ এভিনিউতে অধুমপায়ী মুসলিম পরিবারের জন্য সেকেন্ড ফ্লোরে সম্পূর্ণ নতুনভাবে তৈরী দুই বেডরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। মাসিক ভাড়া ২০০০ ডলার। যোগাযোগ: ৯১৭-৫৬২-১৩৬৮
ন-৩০/ডি-০৭/১৪

বেসমেন্ট ভাড়া

উডসাইডের ব্রডওয়ে ও নর্দার্ন বুলেভার্ড এলকায় সাবওয়ের কাছে বেসমেন্ট (বাইরের সাথে দরজা-জানালাযুক্ত) একটি, দুই (২) রুমের বাসা এবং অন্য একটি এক রুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৪১২-৭৭৩৯
ন-২৩/৩০/ডি-০৭

বাসা ভাড়া

উডসাইডের সাবওয়ের পাশে ৫৮ স্ট্রিট ও নর্দান বুলুভারডে ৩ বেডরুম ও ২ বাথরুম সম্বলিত বাইরের সাথে দরজা-জানালাযুক্ত বেসমেন্টের একটি বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: (৯১৭) ৪১২-৭৭৩৯.
ন-০৯/১৬/২৩

হেল্প ওয়ান্টেড

একজন কর্মজীবি মা'র (বাসা থেকে কাজ করে) চার বছরের বাচ্চা-কে সঙ্গ দেবার জন্য সাহায্যকারী প্রয়োজন। সাহায্যকারী-কে পরিবারের সদস্যের মতো থাকতে হবে। অতিরিক্ত হাত খরচ ৩০০ ডলার দেয়া হবে। সাহায্যকারীকে অতিরিক্ত কিছু সাহায্য করতে হবে। কাজের ধরন, হাত খরচ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনায় আগ্রহী হলে যোগাযোগ করুন। বাসা ব্রঙ্কসের কাছে উইনচেষ্টার কাউন্টির হোয়াইট প্লেইনস।
যোগাযোগ: ৯১৭-৪৩৬-৬১৬৮
ন-২৩/২৬

আবশ্যক

ম্যানহাটানের ৯১, ফাস্ট এভিনিউতে একটি হারবাল স্টোরের জন্য একজন সেলসপার্সন আবশ্যক। আগ্রহীকে ইংরেজী ভালোভাবে জানা এবং কম্পিউটার বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হবে।
যোগাযোগ: ৬৪৬-২৪৫-০৩৬৫
ন-২৩/৩০

HELP ANTED

Need Office Assistant/Secretary Real Estate office, Queens, New York. English/Computer must. Contact: 917-523-4451. Email: MKSKARN@gmail.com
N-16/23

HOUSE FOR SALE

90-39 181 St. Jamaica, Queens, New York. 1 family house, 2 block from F Train subway. 917-523-4451 or 718-813-9262.
Email: MKSKARN@gmail.com
N-16/23

HOUSE FOR SALE

115-57 200 St. Albans, Jamaica, Queens, New York. 1 family house, Good condition.
917-523-4451
N-16/23

রুমমেট আবশ্যক

জ্যামাইকার হাইল্যান্ড এভিনিউ এর উপরে E and F ট্রেন সাবওয়ের খুব কাছে তিন বেডরুমের একটি বাসার দুই বেডরুম আলাদা বাথরুম সহ ভাড়া হবে জানুয়ারী ২০২১ সাল থেকে। ভাড়া আলোচোনা সাপেক্ষ্য।
যোগাযোগঃ ৭১৮-২০০-৮৮০০.
ন-১৬/২৩

হেল্প ওয়ান্টেড

একটি হিন্দু পরিবারের সাহায্যকারী প্রয়োজন। সাহায্যকারীকে পরিবারের সাথে পরিবারের সদস্যের মতো থাকতে হবে। থাকা, খাওয়া ফ্রি এবং অতিরিক্ত মাসিক বেতন ৫০০ ডলার দেয়া হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।
যোগাযোগ: ৯১৭-৪৩৬-৬১৬৮
ন-০৯

বাড়ি বিক্রয়

Jamaica Hills: 2F family walkup 3 family brick 3 bed rooms 2 bath rooms 3 apartments also full finished basement 1320 Sq.ft প্রতি ফ্লার জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার থেকে ১ ব্লক। Close to Park, Hospital. St. Hhons College, Subway. Price $1.3 millions. Call: 917-749-4143.

বাসা ভাড়া

এস্টেরিয়ার ২৩-০২ ৩০ ড্রাইভ-এ সেকেন্ড ফ্লোরে তিন বেডরুম, দুই বাথরুম, ডাইনিং, লিভিং রুম ১৫০০ স্কয়ার ফুট ১ নভেম্বর থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: নাজমুল। ফোন: ৯১৭-২৯৯-৯৪৭৮
অ-১৯/২৬

টেনেসিতে জরুরী লোক আবশ্যক

টেনেসির ম্যাম্পীস শহরে বাঙালী মালিকানাধীন গ্যাস ষ্টেশনে জরুরী ভিত্তিতে লোক আবশ্যক। প্রয়োজনে কাজ শেখানো হবে।
যোগাযোগঃ মাসুদ হাসান তুর্ন।
ফোনঃ ৪০৪-৭১৭-৩২৫৫
ডি-১৪/২১

পাত্রী চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ৩২ বছর বয়সী, জন্মসূত্রে আমেরিকান সিটিজেন পাত্রের জন্য পাত্রী আবশ্যক। পাত্র ফোর্ডহ্যাম ইউনিভার্সিটি থেকে বিজন্যাস এন্ড ফাইন্যান্সে গ্রাজুয়েট। বর্তমানে নিউইয়র্কে একটি নামী ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীতে সুপারভাইজার লেভেলে কর্মরত। পাত্রীকে জন্মসূত্রে আমেরিকান নাগরিক, গ্রাজুয়েট বা পড়াশোনার শেষ পর্যায়ে থাকতে হবে। পাত্রীর গড়ন হাল্কা পাতলা এবং সুন্দরী হতে হবে।
যোগাযোগঃ ৯১৭ ২৮৮ ১৮৩৫
(সকাল ১১টা থেকে রাত ১০টা)

হাউজ কিপিং জব চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, **বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট**)। **ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯**

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

সিকিউরিটি ক্যামেরা

আপনার বাসা, অফিস বা কর্মস্থল সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে নিরাপদ করুন।
ঘরে-বাইরে, কাছে-দূরে যেখানেই থাকুন আপনার সম্পদ ফোনের পর্দায় দেখুন।
আমরা সবচেয়ে কম খরচে অল্প সময়ে সিকিরিটি ক্যামেরা লাগাই। আজই যোগাযোগ করুন।
ফোন : 917-455-5308
ইমেইল: techlifeusa@gmail.com
Tech Life USA : 179-51 Hillside AV, Jamaica, NY-11432

পাত্রী চাই

আমেরিকায় বসবাসরত ও প্রতিষ্ঠিত সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান, ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, সুদর্শন, এমবিএ ডিগ্রীধারী পাত্রের জন্য পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৯২৯-৫৩০-৫২৯৩।
ই-মেইল: 3800rahman@gmail.com

মালটি ফ্যামিলি হাউজ বিক্রি



নিউইয়র্কের বাফেলোতে ফুল রেনোভেটেড মালটি ফ্যামিলি হাউজ বিক্রির জন্য তৈরী। সিরিয়াস আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। **ফোন: ৬৪৬-৩২৭-৬৮৮৯**
ন-৩০/ডি-০৭/১৪

কাজী অফিস

(সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত)

কাজী মোঃ বেলাল হোসেন
ইউএস এয়ারফোর্সের অধীনে কুয়েতস্থ আমেরিকান এ্যাম্বাসির প্রাক্তন দোভাষী অফিসার
বর্তমান ইমাম : বাইতুন নূর মসজিদ, ওজপনপার্ক।
ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়। ইংরেজী, আরবী এবং বাংলায় বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয়। সপ্তাহে ৭ দিন খোলা। নিউইয়র্ক সিটির প্রতিটি এলাকায় সেবা প্রদান করা হয়।
যোগাযোগ: 201-839-7579
৮৮-১৯ লিবার্টি এভিনিউ, ওজনপার্ক, নিউইয়র্ক-১১৪১৭

বাসা ভাড়া

বাংলাদেশী অধ্যুষিত এস্টোরিয়ায় (৩৩-০৯, ৩১ এভিনিউ এবং ৩০-৫২, ৩৪ স্ট্রীট) এর দুটি এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে ১বেড রুম (ভাড়া: ১৭০০ ডলার), দুই বেড রুম (ভাড়া: ২২০০ ডলার) এর বেশ কয়েকটি এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে।
যোগাযোগ: হাবিব রহমান
লাইসেন্সড রিয়েল এস্টেট সেলস পার্সন
পার্কচেস্টার ব্রঙ্কস রিয়েলিটি
ফোন: ৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯ (সেল)
৭১৮-৫১৪-৯০৩০ (অফিস)

অ্যাসাল'র ১৩ তম বার্ষিক

(৪৬ পাতার পর)

হ্যারিসের নজরে আনতে চায়:

জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা: আমেরিকান অর্থনীতি, জাতি, অভিবাসন এবং ধর্মীয় সম্পর্ক সম্পর্কিত ট্রাম্পের মতামতের কারণে আমাদের জাতি গভীরভাবে বিভক্ত। ট্রাম্প প্রশাসনের দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতগুলো তাত্ক্ষণিকভাবে নিরাময় শুরু করা দরকার।

কভিড -১৯ ইরিডিকেশন পরিকল্পনা: করোনাভাইরাস প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ কর আবশ্যক।

জরুরী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার: আমাদের ভঙ্গুর অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করতে এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়, ব্যক্তি ও পরিবারগুলোকে ত্রাণ সরবরাহ করার জন্য আমাদের বিস্তৃত অর্থনৈতিক উদ্দীপনা প্যাকেজটি সরবরাহ এবং বিতরণ করা দরকার। সরকারী সংস্থাগুলো আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

দেশব্যাপী এই বাজেট সংকট কাটিয়ে ওঠতে ফিডসকে আর্থিক সহায়তা সরবরাহ করতে হবে। মধ্যবিত্ত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে আঘাতকারী ট্রাম্পের বেআইনী কর নীতি বাতিল এবং প্রতিস্থাপন করতে হবে। শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণির পক্ষে মধ্যবিত্ত শ্রেণির কর নীতি জাতির প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি।

শিক্ষার্থী ফরগিভনেস এবং টিউশন ফ্রি কলেজ শিক্ষা (স্নাতক ডিগ্রি অবধি) মধ্যবিত্ত বৃদ্ধির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বিভিন্ন জাতি এবং ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক উন্নত করতে হবে। ভাল, জাতি, ধর্ম এবং উৎস দেশ ভিত্তিক বৈষম্য সমাধান করা আবশ্যক। সাদা আধিপত্য অবিলম্বে সম্বোধন করা আবশ্যক।

অভিবাসন সংস্কার: ১১ মিলিয়নেরও বেশি অনিবন্ধিত এলিয়েন, ডিএসিএ এবং টিপিএস প্রাপককে বৈধ করার পথ প্রদান করতে পারে এমন ব্যাপক অভিবাসন সংস্কারের প্রয়োজন। ইমিগ্রেশন গ্রিডলককে অবশ্যই সম্বোধন করতে হবে যাতে যোগ্য অভিবাসীরা বৈধ হওয়ার আগে আমাদের অর্থনীতির একটি অংশ হতে পারে।

বিদ্যমান ফেডারেল পাবলিক চার্জ আইন সংশোধন: যুক্তরাষ্ট্রের পাবলিক চার্জ আইন অযৌক্তিক হিসাবে প্রমাণিত। আমেরিকান সংবিধানের মূল থিম, অভিবাসন নীতি এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের সাথে সাংঘর্ষিক। অ্যাসাল ফেডারাল পাবলিক চার্জ আইন সংশোধন বা নির্মূল করার জন্য ফাইট ব্যাক কৌশল শুরু করার পরিকল্পনা করেছে। প্রথম প্রজন্মের অভিবাসীদের উপর বর্তমান পাবলিক চার্জ আইনের বিধ্বংসী প্রভাব থেকে আমাদের জনগণকে রক্ষার জন্য আমরা সব কিছু করব।

সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা: আমরা সকলেই একমত হয়েছি যে স্বাস্থ্যসেবা আর কোনও সুযোগ-সুবিধা নয়। তবে এটি আধুনিক সময়ের অন্যতম মৌলিক অধিকার। আমেরিকার সমস্ত বাসিন্দাদের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের স্বাস্থ্যসেবা পরিকল্পনা করতে হবে এবং কর্মচারী নিখরচায় আইন: আমাদেরকে যে কোনও জায়গায় সংগঠিত করতে, ইউনিয়ন কাজ তৈরি করতে, মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরি করতে সহায়তা করা আবশ্যক।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অ্যাসালের ১৩ তম বার্ষিক কনভেনশন কমিটির চেয়ার ও সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্কের অধ্যাপক ড. মহসিন পাটোয়ারি।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক স্টেট কম্পট্রোলার থমাস দিনাপলি, নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিয়া তিশ জেমস, নিউইয়র্ক স্টেট সেনেট মেজরটিলি লিডার আন্দ্রেয়া স্টুয়ার্ট-ক্যাসিনস, নিউইয়র্ক স্টেট এসেম্বলী স্পিকার কার্ল হেস্তি, নিউ ইয়র্ক সিটির কম্পট্রোলার স্কট স্ট্রিংগার, কংগ্রেসম্যান পল টনকো, ম্যাক্স রোজ, কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং, ক্যারলিন বি ম্যালোনি ও ইয়ভেট ডি ডি ক্লার্ক, ম্যানহ-াটান বরো প্রেসিডেন্ট গ্যাল এ ব্রিউয়ার, সদ্য নির্বাচিত কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট ডোনভান রিচার্ডস, নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর ডায়ান জে সাভিনো, রোক্সান পারসৌড, লুইস সেপুলভেদা, জন ল্যু, জামাল বেইলি, রবার্ট জ্যাকসন, ব্রায়ান এ বেঞ্জামিন, জুলিয়া সালাজার, এবং কেভিন থমাস, অ্যাসেম্বলিম্যান ডেভিড আই ওয়েপ্রিন, অ্যালিসিয়া এল হেন্ডম্যান, মাইকেল কাসিক, জেফ অব্রে, ইনেজ ডিকেন্স, ল্যাট্রিস ওয়াকার, কারিনেস রেস, নাথালিয়া ফার্নান্দেজ, রন কিম, হার্ভে এপস্টেইন, চার্লস ডি ফলস, জেনিফার রাজকুমার ও জেসিকা গঞ্জালেজ রোজাস, কাউন্সিলম্যান বেঞ্জামিন কল্লোস, ভেনেসা গিবসন, মার্ক লেভাইন, ইদানিস রদ্রিগেজ, ব্র্যাড ল্যান্ডার, হেলেন রোজনথাল, ব্যারি গ্রোডেনচিক, আই ডানিক মিলার, অ্যাড্রিয়ান অ্যাডামস, এবং ফারাহ লুইস, কোয়ালিশন অব ব্যাক ট্রেড ইউনিয়নিস্ট প্রেসিডেন্ট এবং টিডব্লিউইউ লোকাল ১০০ এর ভাইস প্রেসিডেন্ট চার্লস জেন-কিনস, এনওয়াইএস পাবলিক এমপ্লয়িজ ফেডারেশন (পিইএফ) এর প্রেসিডেন্ট ওয়েন স্পেন্স, লোকাল ৩৭২ এবং ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ৩৭ এর প্রেসিডেন্ট শন ডি ফ্রাঙ্কোইস আই, কমিউনিটি লীডার ইব্রাহিম খান, শেরিল ফেটিক, লাস্ট্রিস ক্যাশ, সাইমন সাইয়েদ, হেলাল শেখ, সান্দ্রা ওয়াং, ইউদেলকা তাপিয়া, ড. নীতা জৈন, ড. দিলীপ নাথ, জেনি লো, এবং কোশি টমাস, 'বাংলাদেশীজ ফর বাইডেন ন্যাশনাল কাউন্সিল'র ন্যাশনাল ডাইরেক্টর আনিস আহমেদ, ন্যাশনাল ট্রাস্টি ইউটিসি এসোসিয়েটস এর সিইও ইঞ্জিনিয়ার আজিজ আহমেদ, অ্যাসাল কর্মকর্তা শরাফত হুসেন, নুরুল হক, সাহানা বেগম, জামিলা উদ্দিন, সুলতানা খানম, আদন ইসলাম, আফরোজা বেগম রোজি, শার-মিন সুলতানা, সৈয়দ তাহমিদুল হক, মোঃ আলাউদ্দিন, ডা. মজিবুর রহমান, খায়রুল হোসেন, ইরশাদ শেখ, রেজিনাল্ড রাজ্জাকরুনা, আবু দিখাতে, ফারুক হোসেন, মোঃ আলী হোসেন, সৈয়দ আলম, ড. রাশিদ মালিক, ইব্রাহিম আল জাহিম, শাহ ফরিদ, মিজাবুর রহমান, মেঠু আমিনুল ভূঁইয়া, মুকিত রহমান প্রমুখ।

কনভেনশনে শুভেচ্ছা সহ বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে করণীয় নিয়ে বক্তব্য দেন মূলধারার নির্বাচিত প্রতিনিধি, শ্রমিক ইউনিয়ন এবং অ্যাসালের বিভিন্ন চ্যাপ্টারের প্রতিনিধিরা। গত নির্বাচনে অ্যাসালের ঐতিহাসিক ভূমিকা সহ মূলধ-ারায় দক্ষিণ এশিয়ানদের এগিয়ে যাওয়ার বিষয়টিও কনভেনশনে ওঠে আসে। অ্যাসাল মূলধারার রাজনীতিতে একটি পাওয়ার হাউস হয়ে ওঠছে মন্তব্য করে বক্তারা অ্যাসালের অসামান্য কাজের জন্য ধন্যবাদ জানান। তারা অ্যাসালের প্রথম ভার্চুয়াল এ কনভেনশনটিকে একটি সেরা কনভেনশন হিসেবেও অভিহিত করেন।

সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা আন্দ্রেয়া স্টুয়ার্ট-কাজিন্স বলেন, যদি অ্যাসালের কোন সমস্যা থাকে তবে তারা বিষয়টি নিয়ে আমার অফিসে ফোন করতে পারে অথবা আমার সাথে বৈঠক করতে পারে। অন্যরাও তাদের বক্তৃতাকালে অনুরূপ আশ্বাস প্রদান করেন।

সবশেষে অ্যাসাল ন্যাশনাল করেসপন্ডিং সেক্রেটারি জেড মাতালোনে ধন্যবাদ সূচক বক্তব্যে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৪ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৫ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

Room for Rent

An empty beautiful furnished room with 59" tv mounted on the wall, dresser with mirror, wooden Almirah - including gas & electricity for rent as of 1st October/20; beginning, middle or end of the coming month; it's on second floor of a private three floor building on the Steinway Street in between 28-25th Avenue, right in front of Fatima Pediatric Medical Care & almost next to the Dominos Pizza. Monthly rent is **$800/00** with one month's advance security money — NO NEGOTIATIONS. If interested — Please call :

516-603-5223 or on land phone: **718-545-0706**

ask for ***Khokan, Anwaruddin.***

"House For Sale, As-is"

ON CLOSE BITS

39 Ashley St. Buffalo, NY 14212

6 Rooms, 3 Bath Rooms, Kitchen, New Re-Roof. Water, Gas & Electric is Available. **Duplex House.**

Need : **716-544-3646**

TASLIMA MARRIAGE MEDIA

বিয়ের জন্য বাংলাদেশী বা প্রবাসী সিটিজেন পাত্র-পাত্রী খুঁজছেন?

কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশের সিটিজেন পাত্র-পাত্রী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যাংকার, ডক্টরেট, বিসিএস ক্যাডার, ডিফেন্স কর্মকর্তা, মাল্টিন্যশনাল কোম্পানীর কর্মকর্তা, প্রফেসর, ফার্মাসিস্ট, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট সহ অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের পাত্র-পাত্রীর সন্ধানে কাজ করে থাকি। ১০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও ১নং ম্যারেজ মিডিয়া।



তাসলিমা ম্যারেজ মিডিয়া

হেড অফিসঃ উত্তরা বিএনএস সেন্টার, রুম- ৯২৩, সেক্টর- ৭, ঢাকা

কর্পোরেট অফিসঃ বাসা নং- ৫৯, হুদা এপার্টমেন্ট, ৪র্থ তলা, রোড নং- ৪, ব্লক- সি, বনানী, ঢাকা

ব্রাঞ্চ অফিসঃ 9 Crescent Pl East York ON M4C 5L8 Toronto

মোবাইল ও হোয়াটসঅ্যাপঃ ০১৯৭২০০৬৬৯৪ ০১৭৮২০০৬৬১৫

ই-মেইলঃ taslimamedia@gmail.com

ওয়েবঃ www.taslimamarriagemedia.com

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?

বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতুন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন

রাফি সাফওয়ান

ঝামেলামুক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে

সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে যোগাযোগ করুন :

267-992-3201

Park Realty

of Western New York

155 Summer St Buffalo, NY 14222

Marriage Media

পাত্র-পাত্রী খুজছেন সন্ধান দাতা

আপনি বিয়ে করে আমেরিকাতে স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে চান?

সকল ধর্ম, সকল বর্ণের ইমিগ্রান্ট/ননইমিগ্রান্ট, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, ফার্মাসিষ্ট, নার্স, ফেডারেল জব, সিটিজব, প্রাইভেট জব, ব্যবসায়ী, ট্যাক্সিড্রাইভার, ছাত্র/ছাত্রী, ডিভোর্স, বিধবা ও (বয়স্ক) পাত্র-পাত্রী।

৫০টি স্টেটের বাঙ্গালি পরিবারের সাথে যোগাযোগ।

সাফল্যতার সাথে অগ্রগতি।

আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছু হয় না আমি উছিলা মাত্র।

খান ভাই

646-637-7590

E-mail: khanma663@gmail.com

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib

Bangla Bazar Jame Masjid

1351 Odell St, Bronx, NY 10462

ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea

Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh

Marriage Registrar New York State

(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)

Tel: 347-208-9055

Email:abuleahea@gmail.com

মুসলিম কাজী অফিস



নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত

কাজী মাওলানা ওবায়দুল হক

ইমাম ও খতিব পার্কচেষ্টার ইসলামিক সেন্টার

ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়। সপ্তাহে ৭ দিন খোলা।

পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন ৩৪৭-৩২০-৭২১৮

13-75 Virginia Avenue, Bronx, New York 10462

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY

KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR

IMAM & KHATUB

MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.

70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.

Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
বছরে আয় করুন সর্বোচ্চ $50,000

Hiring HHA & PCA

আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।

প্রশিক্ষণ ক্লাসের জন্য যোগাযোগ করুন

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে



HouseCalls HOME CARE
Being home never felt better

718-731-9750

আমাদের অফিসে রয়েছে বাংলাদেশী স্টাফ

আপনাদের সুবিধার্থে চারটি অফিস

Jackson Heights:
72-16 Roosevelt Ave, NY 11372



Bronx:
1878 Cross Bronx Expwy, NY 10472



Jamaica:
90-50 Sutphin Blvd, NY 11435



Brooklyn:
2440 Fulton Street, NY 11233



বাংলাদেশী কম্যুনিটিতে একমাত্র 'লাইসেন্সধারী' হোম কেয়ার এজেন্সি

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা | The Weekly Bangla Patrika // Monday //December 21 // 2020

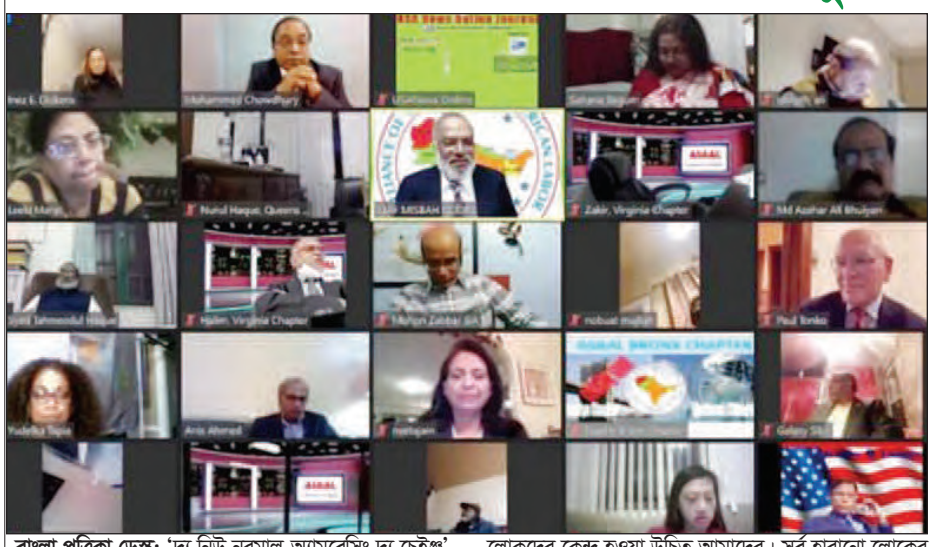
নিউজার্সী ও ক্যালিফোর্নিয়া বিএনপি নেতার মাতৃবিয়োগ ও পিতৃবিয়োগ



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া ষ্টেট বিএনপি'র সভাপতি ও জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব ক্যালিফোর্নিয়ার সাবেক সভাপতি বদরুল আলম চৌধুরী শিবলু'র পিতা শওকত আলী চৌধুরী বাবুল গত শুক্রবার (১৮ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত ১১টা ৫৫ মিনিটে ক্যালিফোর্নিয়ায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। তিনি বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন। মরহুম শওকত আলী বাবুল কুলাউড়া উপজেলা বিএনপি'র সাবেক সহ সভাপতি এবং কাদিপুর ইউনিয়ন বিএনপির দীর্ঘ দিন সভাপতি ছিলেন। বিএনপি নেতা শওকত আলী চৌধুরী বাবুল'র ইন্তেকালে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের পক্ষ থেকে সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান জিল্লু গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে তাদেও বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন। এছাড়াও নিউজার্সী ষ্টেট বিএনপি'র পক্ষ থেকে সভাপতি আলহাজ সৈয়দ জুবায়ের আলী ও সাধারণ সম্পাদক আলাউর রহমান গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন।

'দ্য নিউ নরমাল-অ্যামব্রেসিং দ্য চেইঞ্জ' শ্লোগানে

অ্যাসাল'র ১৩ তম বার্ষিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: 'দ্য নিউ নরমাল-অ্যামব্রেসিং দ্য চেইঞ্জ'-শ্লোগানের মধ্য দিয়ে গত ১২ ডিসেম্বর শনিবার নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয়েছে অ্যালায়েন্স অব সাউথ এশিয়ান আমেরিকান লেবার-অ্যাসাল'র ১৩ তম বার্ষিক কনভেনশন। করোনা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ওইদিন বিকেল ৩টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এ কনভেনশনটি ভার্চুয়ালে অনুষ্ঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রে মূলধারায় দক্ষিণ এশিয়ার ৮ দেশীয় ইমিগ্র্যান্টদের একমাত্র সংগঠন অ্যাসালের এ ব্যতিক্রমী মিলনমেলায় রেকর্ড সংখ্যক মূলধারার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি সহ দক্ষিণ এশিয় ইমিগ্র্যান্টরা যুক্ত হন। ভার্চুয়াল কনভেনশনটি অ্যাসাল'র সদর দফতর নিউইয়র্কে জামাইকার ১৬৫-২৩ হিলসাইড অ্যাভিনিউ থেকে পরিচালিত ও সম্প্রচারিত হয়। কনভেনশনটি দশ মিলিয়নেরও বেশি দর্শকের মাঝে বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হয়।



অ্যাসাল-এর ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ও প্রতিষ্ঠাতা মাফ মিসবাহ উদ্দিন, ন্যাশনাল সেক্রেটারী মোহাম্মদ করিম চৌধুরী এবং মিশিগান চ্যাপ্টার সভাপতি ড. মোঃ রাব্বি আলমকে সাথে নিয়ে এই সম্মেলনটি পরিচালনা করেন।

কনভেনশনের উদ্বোধনী বক্তব্যে অ্যাসাল প্রেসিডেন্ট মাফ মিসবাহ উদ্দিন অ্যাসাল প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, আদর্শ, লক্ষ্য ও কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরে বলেন, বাংলাদেশীসহ দক্ষিণ এশিয়ান-আমেরিকানরা যাতে নিজ নিজ অধিকার ও মর্যাদা সুসংহত রাখতে পারেন সেজন্যে একযোগে কাজের অঙ্গিকারেই মূলত: 'অ্যাসাল' গঠিত হয়। তিনি বলেন, অ্যাসাল গ্লোবালী চিন্তা-চেতনায় তৃণমূল থেকে বাংলাদেশীসহ দক্ষিণ এশিয়ানদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া জোরালোভাবে উপস্থাপন করছে। ইমিগ্র্যান্টদের নানা ইস্যুগুলো জনপ্রতিনিধিদের ইস্যুতে পরিণত করে তা বাস্তবায়নে নিরলস কাজ করছে অ্যাসাল। তিনি সকল অ্যাসাল চ্যাপ্টারের কঠোর পরিশ্রমের স্বীকৃতি দিয়ে বলেন, আমাদের আত্ম-কেন্দ্রিক হওয়া উচিত নয়, আশেপাশের লোকদের কেন্দ্র হওয়া উচিত আমাদের। সর্ব হারানো লোকের প্রতিনিধিত্ব করাও অ্যাসালের দায়িত্ব।

মাফ মিসবাহ উদ্দিন বলেন, অ্যাসাল 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার' আন্দোলনকে সমর্থন করছে কারণ আমরাও মর্যাদার পক্ষে লড়াই করছি। মনে রাখতে হবে স্বল্প আয়ের অভিবাসীদের রক্ত-ঘামে আমেরিকা বিনির্মাণ হয়েছে। তিনি ইগ্রিয়ান্টদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় মূলধারার রাজনীতিতে দক্ষিণ এশীয়দের অবস্থান আরো সুসংহত করতে অ্যাসাল দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।

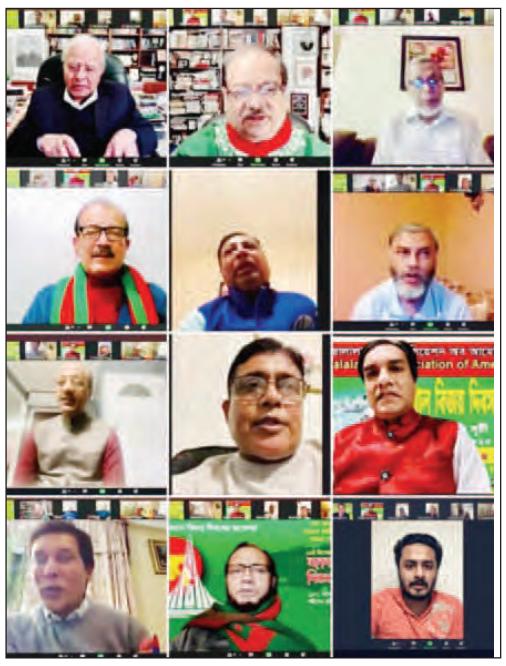
কনভেনশনে বিগত বছরের কার্যক্রম তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন অ্যাসালের ন্যাশনাল সেক্রেটারী এম করিম চৌধুরী। তিনি এসময় অ্যাসালের ন্যাশনাল কমিটিসহ বিভিন্ন চ্যাপ্টারের কর্মকর্তাদের পরিচয় করিয়ে দেন।

করিম চৌধুরী বলেন, অ্যাসাল দক্ষিণ এশীয় আমেরিকানকে এমন একটি প্ল্যাটফর্ম দিয়েছে যাতে আমরা সকলেই মূলধারার রাজনীতিতে সমৃদ্ধ হতে পারি। অ্যাসাল আমাদের কমিউনিটি এবং মূলধারার রাজনীতির মধ্যকার সেতু। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট পদে বিজয়ী হওয়া, হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভ এবং সম্ভাব্য ইউএস সেনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আমাদের যাত্রার শেষ নয়। মারাত্মকভাবে বিভক্ত জাতিকে একত্রিত করা, করোনা মহামারীকে পরাজিত করা, সম্পূর্ণ ভঙ্গুর অর্থনীতিটি পুনর্গঠন করা, আন্তর্জাতিক জোটের অংশীদারদের মধ্যে ভঙ্গুর ট্রাস্টকে পুনর্গঠন করা, আমেরিকান মূল্যবোধকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা, শেষ পর্যন্ত আমরা যে বিশ্বাস ও সম্মান হারিয়েছি তা পুরুদ্ধার করার দুর্দান্ত কাজগুলো চার বছরের ট্রাম্পের তান্ডব আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জিং কাজ। তিনি বলেন, ট্রানজিশন টিম প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ নিতে কাজ শুরু করার সাথে সাথে অ্যাসাল নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত জো বাইডেন এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত কমলা (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা

ভার্চুয়েলী বাংলাদেশের বিজয় দিবস উদযাপন

নিউইয়র্ক: জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার উদ্যোগে এক ভার্চুয়েল বিজয় দিবস অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৭ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংগঠনের সভাপতি ময়নুল হক চৌধুরী হেলালের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজের উপস্থাপনায় বাংলাদেশ ও আমিরিকার জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন একুশে পদক প্রাপ্ত বীর মুক্তি যোদ্ধা ড. নুরুন নবী, এসোসিয়েশন এর প্রাক্তন ট্রাষ্টি, বিশিষ্ট চিকিৎসক ও শহীদ মুক্তিযুদ্ধা তনয় বীর মুক্তিযাদ্ধা এবং পেনসেলভেনিয়ার ডেকসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যামিরেট অধ্যাপক ডা. জিয়া উদ্দিন আহমদ, এসোসিয়েশন এর প্রাক্তন ট্রাষ্টি, বীর মুক্তিযাদ্ধা তোফায়েল আহমদ চৌধুরী,বীর মুক্তিযাদ্ধা আব্দুল মুকিত চৌধুরী, বীর মুক্তিযাদ্ধা সৈয়দ কামাল উদ্দিন আহমদ,বীর মুক্তিযাদ্ধা হাজী মো:ইকবাল।



সভায় বক্তাগণ ৭১-এর পাক হানাদর বাহিনীর বর্বরোচিত হামলার তীব্র নিন্দা জানান এবং দীর্ঘ ৯মাস এক রক্তক্ষয়ী যোদ্ধের মধ্যদিয়ে হানাদার বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ও বিজয়ের গৌরবময় ইতিহাসের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। মৌলানা সাইফুল আলম সিদ্দীকি পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও দুরুদ শরীফ পাঠ শেষে সকল শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার শান্তি কামনা করে মহান আল্লাহ নিকট মোনাজাত করেন।

দোয়া পর্ব শেষে উপস্থিত সুধীজনদের মধ্য থেকে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন জালালাবাদের সাবেক সভাপতি বদরুন নাহার খান মিতা, বর্তমান উপদেষ্টা এম এ ছালাম, আব্দুস শহিদ, মো: নাছির উদ্দীন, বিশিষ্ট রাজনীতিবীদ জিল্লুর রহমান জিল্লু, সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশন মনজুর চৌধুরী, সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি আজিমুর রহমান বুরহান, আব্দুল মালেক খান লায়েক, মির্জা মামুনুর রসিদ, শাহ মিজানুর রহমান মিজান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুনেদ এ খান, আব্দুল হাসিব মামুন, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ আতিকুল ইসলাম আতিক, মুলধারার রাজনৈতিক হেলাল শেখ, মৌলবীবাজার জেলা সমিতির সভাপতি ফজলুর রহমান, সাবেক সভাপতি সৈয়দ জুবায়ের আলী, বিশিষ্ট সংগঠক আব্দুর রহিম, কফিল আহমদ চৌধুরী, সুনামগনঞ্জ জেলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক তৌফিক আম্বিয়া টিপু, হবিগঞ্জ জেলা কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক আকবর হোসেন স্বপন, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক ইমরান আলী টিপু, সিলেট সদর সমিতির সাধারণ সম্পাদক হুমায়ূন চৌধুরী, ওসমানী নগর সমিতির সভাপতি বশির উদ্দীন, ছাতক সমিতির সভাপতি আব্দুল খালেক, বিশ্বনাথ কল্যান সমিতির সভাপতি মনির আহমদ মনির, গ্রেটার জৈন্তিয়া সমিতির সভাপতি মৌলানা রসিদ আহমদ, কুলাউড়া সমিতির সাধারণ সম্পাদক এনায়েত হোসেন জালাল ও কমিনিটি অ্যাক্টিবিষ্ট আমির আলী, বাংলাদেশ আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন-এর সহ সাংগঠনিক সম্পাদক তানিম চৌধুরী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মনজুর চৌধুরী জগলু, শফি উদ্দীন তালুকদার, জুসেফ চৌধুরী, লোকমান হোসেন, মানিক আহম্মদ, শরিফুল হক মনজু, শাহিন কামালী, জামিল আনসারী, সুতিপা চৌধুরী, হেলিম উদ্দীন, মিজানুর রহমান প্রমুখ।

বিভিন্ন পর্যায়ে বিজয়ের গান শুনিয়ে অতিথিদের উজ্জীবিত রাখেন সংগঠনের মহিলা সম্পাদিকা সুতিপা চৌধুরী। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সকল বক্তাগণ উল্লেখ করেন যেখানে বিশ্বব্যাপী এই দুর্যোগে আমরা ঘরবন্দী একে অপরের সাথে সাক্ষাতের খুব একটা সুযোগ নেই, সেখানে জালালাবাদ কর্তৃপক্ষ সকলকে একত্রিত করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে মহান বিজয় দিবস উদযাপন করার জন্য সবিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

দোয়ার অনুরোধঃ আহাদ করোনায় আক্রান্ত



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের অন্যতম সহসভাপতি, সাদেক হোসেন খোকা স্মৃতি সংসদের যুগ্ম আহবায়ক, সাবেক ছাত্রনেতা আতিকুল হক আহাদ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। গত ১৪ ডিসেম্বর সোমবার তার কোভিড-১৯ পজেটিভ ধরা পড়ে। বর্তমানে তিনি বাসায় আইসোলেসনে রয়েছেন। তার শুভাকাঙ্খী এবং দলীয় নেতাকর্মীরা আতিকুল হক আহাদ দ্রুত সুস্থ্যতার জন্য সবার দোয়া কামনা করেছেন।

সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
Safwan Travel & Multi Services Corp.



Mohammed Abdul Khaleque
MLT A.D. (CUNY Bronx Community College)

IATA Accredited
Approved Travel Agent

AUTHORIZED e-file PROVIDER

২০ বছরের বেশি ইনকাম ট্যাক্স ফাইলের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

Design, Printing, Flyer, Business Card, Banner, Poster & more!

We Provide
- Individual Tax
- Corporation Tax
- Partnership Tax
- Non-profit Tax
- Gift Tax
- Sale & Payroll Tax
- IRS & State Tax audit Representation
- Immigration
- Accounting
- Bookkeeping
- Business License
- Business Incorporation

লিগ্যাল মাধ্যমে সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিটার্নের নিশ্চয়তা এবং বিনামূল্যে পরামর্শ দেওয়া হয়

দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ্ পালনের সুযোগ

এয়ার লাইন্স টিকেট সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! ৬৪৯+

নাক্টোর শাড়ী ঘর



Special Eid-Sale

ঈদ উপলক্ষে ৫০% পর্যন্ত ছাড়

শাড়ী, সালোয়ার,কামিজ, বোরকা, পানজাবী, বেড সিট, হেজাব, লুঙ্গী এবং অন্যান কাপড়ের বিশাল সমাহার

এয়ার লাইন্স টিকেট ও নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং এর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

Phone: 347- 621- 4940,718-300-7429

1217 White Plains Road , Bronx , NY 10472

নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটে মহান বিজয় দিবস উদযাপন

বঙ্গবন্ধু'র পলাতক হত্যাকারীদের দেশে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য 'গণস্বাক্ষর' সংগ্রহের বিশেষ আহবান



নিউইয়র্ক: বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, নিউইয়র্ক বুধবার (১৬ ডিসেম্বর) ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনায় এবং যথাযথ মর্যাদায় ৫০তম মহান বিজয় দিবস উদযাপন করে। এই বিজয় দিবস অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কনসাল জেনারেল সাদিয়া ফয়জুননেসা। অনুষ্ঠানের শুরুতে কনসাল জেনারেল সাদিয়া ফয়জুননেসা কনস্যুলেটের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যবৃন্দ, ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে বাংলাদেশ থেকে প্রেরিত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। অনুষ্ঠানে বিজয় দিবস উপলক্ষে প্রেরিত রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও বার্তা প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর বর্ণাঢ্য জীবন ও মুক্তিযুদ্ধের উপর নির্মিত একটি প্রামান্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

কনসাল জেনারেল তার বক্তব্যের শুরুতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সকল শহীদ সদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, জাতির পিতার জন্ম না হলে বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থান হতো না। তিনি আরো বলেন, এ বছর জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও ৫০তম বিজয় দিবসের সম্মিলন বাঙালী জাতির জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যময় একটি সময়। আমাদের বিজয় অর্জনে জাতির পিতার অবিস্মরণীয় অবদানসহ জাতীয় চার নেতা, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও নিপীড়িত মা-বোনদের অবদানের কথা তিনি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। কনসাল জেনারেল বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু একটি সুখী, সমৃদ্ধ, শোষণমুক্ত ও বৈষম্যহীন 'সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' বাস্তবায়নে তাঁরই সুযোগ্যা কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র যোগ্য নেতৃত্বে সবাইকে একযোগে কাজ করার অনুরোধ জানান কনসাল জেনারেল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন 'ভিশন-২০২১','ভিশন-২০৪১' এবং 'ডেল্টা প্ল্যান-২১০০' বাস্তবায়নের লক্ষ্যেও সবাইকে একযোগে কাজ করার আহবান জানান তিনি।

উল্লেখ্য, নিউইয়র্ক ও পার্শ্ববর্তী অঙ্গরাজ্যসমূহে বাংলাদেশী-আমেরিকান কমিউনিটি কর্তৃক আয়োজিত বিজয় দিবসের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কনসাল জেনারেল সাদিয়া ফয়জুননেসা ভার্চুয়ালী অংশগ্রহণ করেন। তিনি আমেরিকায় ভোটাধিকারপ্রাপ্ত বাংলাদেশী-আমেরিকানদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সকল শহীদ সদস্যদের হত্যাকারীদের ও যে সকল মানবতাবিরোধী অপরাধী যুক্তরাষ্ট্রে পালিয়ে রয়েছে তাদের দেশে ফিরিয়ে নেবার জন্য এবং বিচারের রায় কার্যকরের জোরালো দাবী সম্বলিত 'গণস্বাক্ষর' নিউইয়র্ক রাজ্যের রাজনৈতিক নীতি-নির্ধারকদের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে পেশ করার জন্য বাংলাদেশী-আমেরিকানদের বিশেষ আহবান জানান। অনুষ্ঠান শেষে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর পরিবারের অন্যান্য শহীদ সদস্যবৃন্দ, শহীদ বুদ্ধিজীবীবৃন্দ এবং মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ, করোনা ভাইরাসজনিত কারণে মৃত্যুবরণকারী বাংলাদেশী ও বাংলাদেশী-আমেরিকান ভাই-বোনদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং দেশের অব্যাহত সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

পরিশেষে, কনস্যুলেটে সদ্য যোগদানকৃত ডেপুটি কনসাল জেনারেল এস এম নাজমুল হাসান উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। নিউইয়র্কে করোনা ভাইরাসজনিত মহামারীর কারণে স্বাগতিক দেশের বিধি-বিধান প্রতিপালন করে কনস্যুলেটে এই দিবসটি পালন করা হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.

Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special

সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি

টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি

Domestic & International





Bahalul Syed (uzzal)
President

স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স

Emirates | ETIHAD | SAUDIA | QATAR | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | SINGAPORE AIRLINES | AmericanAirlines

DESIGN & PRINTING
- BANNER
- FLYER
- MAGAZINE
- POSTER
- CALENDAR
- BUSINESS CARD

PASSPORT PHOTO

168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

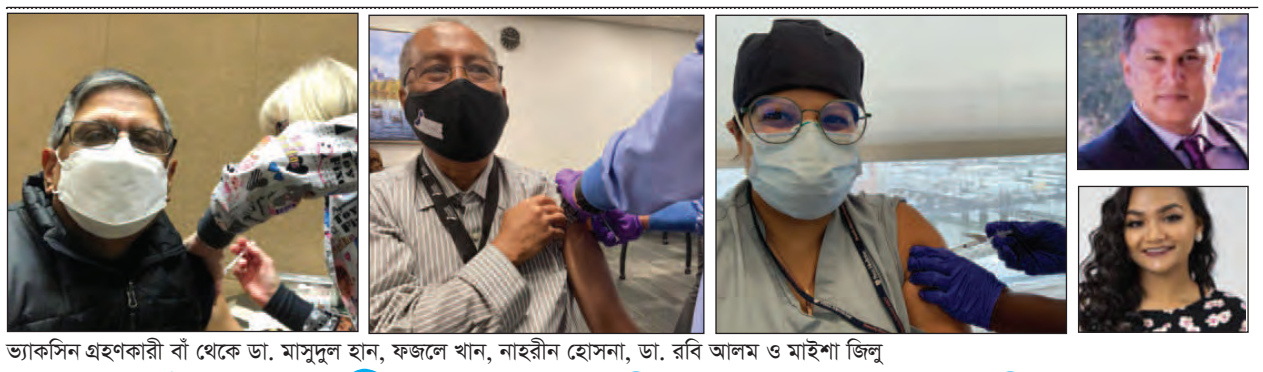
TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
□ Low Closing Cost □ Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO
CPA

পার্কচেস্টার মসজিদ কমিটি বাতিল

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: দরজায় দরজায় সিকিউরিটি আর প্রচন্ড হৈ হল্লার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার জামে মসজিদের সাধারণ সভা। মুসুল্লিদের প্রচন্ড বিক্ষোভের মুখে বর্তমান কার্যকরি কমিটি দ্বায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন। সাময়িকভাবে মসজিদের দ্বায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছে ট্রাস্টিবোর্ডের কাছে। একই সাথে গঠন করা হয়েছে ৫ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন। তারা আগামী ৩০ দিনের মধ্যে নির্বাচনী তফসীল ঘোষণা করবেন। নব নির্বাচিত কমিটির কাছে বর্তমানের বাতিল কমিটি হিসাব নিকাশ সহ দ্বায়িত্বভার বুঝিয়ে দেবেন। নির্বাচন কমিশনের সদস্যরা হচ্ছেন মুক্তিযাদ্ধা তোফায়েল চৌধুরী, সালিক সিকদার, নজরুল হক, আলমাছ আলী এবং আব্দুল ওয়াহিদ চৌধুরি জাকির। রোববার (২০ ডিসেম্বর) (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)



ভ্যাকসিন গ্রহণকারী বাঁ থেকে ডা. মাসুদুল হান, ফজলে খান, নাহরীন হোসনা, ডা. রবি আলম ও মাইশা জিলু

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীদের কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন গ্রহণ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সহ যুক্তরাষ্ট্রে কভিড-১৯ এর ভ্যাকসিন গ্রহণ শুরু হয়েছে। সোমববার থেকে শুরু হওয়া কভিড ভ্যাকসিন বাংলাদেশীরাও গ্রহণ করেছেন। ইতিমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স ও হাউস স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি এই ভ্যাকসিন গ্রহণ করেছেন। জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশী চিকিৎসকদের মধ্যে বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. মাসুদুল হাসান সর্বপ্রথম কভিড-১৯ এর ভ্যাকসিন গ্রহণ করেন। মুক্তিযোদ্ধে শহীদ পরিবারের সন্তান এবং নিউইয়র্কের মেট্রোপলিটান লার্নিং ইন্সটিটিউট-এর প্রফেসর ও ডিরেক্টর ডা. মাসুদুল হাসান গত বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার দিকে ম্যানহাটানের মাউন্ট সিনাই হাসপাতালে ফাইজার আবিষ্কৃত ভ্যাকসিন গ্রহন করেন। একই দিন সকাল ১১টার দিকে একই (বাকি অংশ ২৩ পাতায়)

বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের বর্ণাঢ্য অভিষেক

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের অন্যতম সামাজিক সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের নতুন কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্থানীয় একটি হলে গত ১৪ ডিসেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় কমিটির (বাকি অংশ ২৪ পাতায়)

সিনেটর লুইস ব্রঙ্কস বরো প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থীতা ঘোষণা



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউ-ইয়র্ক সিনেট ডিস্ট্রিক্টস-৩২ থেকে নির্বাচিত, সিনেট ক্রাইম-ভিক্টিম এবং ক্রাইম এন্ড (বাকি অংশ ২৬ পাতায়)

বিএনপি নেতা সৈয়দ জুবায়ের আলীর মাতৃবিয়োগ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউজার্সী ষ্টেট বিএনপি'র সভাপতি এবং মৌলভীবাজার ডিষ্ট্রিক্ট এসেসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকার সাবেক সভাপতি আলহাজ সৈয়দ জুবায়ের আলীর মাতা জকিয়া বেগম (৭৬) প্যাটারসনে রোববার (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

২৮ ফেব্রুয়ারী ভোট গ্রহণ

কোম্পানীগঞ্জ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা

বিশেষ প্রতিনিধি: কোম্পানীগঞ্জ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউএসএ'র স্থগিতকৃত কার্যনির্বাহী কমিটির ২০২০-২০২২ সালের নির্বাচন আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারী রোবার অনুষ্ঠিত হবে। এসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী কমিটির ১৫টি পদে এই দিন ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানীগঞ্জ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার আশীষ (বাকি অংশ ২৩ পাতায়)

কঠিন হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীদের পথ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বিদায়ের আগে যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীদের পথ আরও কঠিন করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি নতুন নিয়ম চালু করেছে। (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়

ইউএস সেন্সাস-২০২০

ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষে সুপ্রিম কোর্টের রায়

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের এবারের সেন্সাস বা আদমশুমারি নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষে রায় দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্ট। লোকগণনায় নথিপত্রহীন অভিবাসীদের বাদ দেওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনিক নির্দেশ জারি করেছিলেন। প্রতি ১০ বছর (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

হেলাল উদ্দীন রানার কলাম



এলোমেলো ভাবনা

বাইরে তুষার ঝরছে অবিরাম। যেনো শিমুলের বাগান থেকে বিশাল একমুষ্ঠি পেঁজা তুলো কেউ একজন (বাকি অংশ ১২ পাতায়

এলমহার্স্টে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে নিহত ৩

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স বরোর এলমহার্স্টের একটি অ্যাপার্টমেন্টে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়

সাঈদ তারেক-এর কলাম

'হুজুর ভাসানী'র প্রয়াণ দিবস



বাংলাদেশের রাজনীতির প্রবাদপুরুষ মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ১৯৭৬ সালের ১৭ নভেম্বর ইন্তেকাল (বাকি অংশ ২১ পাতায়)

নিউইয়র্কে কোরআনে হাফেজ হল চার কিশোর

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কে **আরো** চার মুসলিম কিশোর কোরআনে (বাকি অংশ ২৬ পাতায়

রিয়েল এস্টেট টিপস

বাড়ী ক্রয়ে ৩০ বছরের মর্টগেজ



এম কামাল: বাড়ি ক্রেতা এবং রিফাইন্যান্সকারীদের জন্য ৩০ বছরের মর্টগেজ গ্রহণ অতীতের মতো এখনো জনপ্রিয় আছে। (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

ফখরুল আলমের ভ্রাতৃবিয়োগ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের 'মাদার সংগঠন' হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট (বাকি অংশ ২৩ পাতায়)

ইসলামে স্বেচ্ছাসেবীর বিশেষ মর্যাদা

ইজাজুল হক

পরোপকারের মনোভাব নিয়ে নিজের জন্য আবশ্যক নয় এমন কাজ করার নামই স্বেচ্ছাসেবা। স্বেচ্ছাসেবক কোনো আর্থিক বা সামাজিক স্বার্থের জন্য কাজ করে না, (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

নিজেই কোভিড আক্রান্ত হয়ে গেলাম

ডা. বিএম আতিকুজ্জামান



আমরা কেউই রোগ শোক জরা ব্যাধির উর্ধ্বে নই। কোভিড অতিমারির শুরু থেকে এ পর্যন্ত (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)

যুক্তরাষ্ট্রে তুষারঝড়ে নিহত ২

বিশেষ প্রতিনিধি: গত বুধ ও বৃহস্পতিবারের টানা প্রায় ২৪ ঘন্টার তুষারঝড়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে নিউইয়র্কসহ (বাকি অংশ ২৪ পাতায়)

খেলার খবর

ম্যারাডোনার শেষ ইচ্ছা কি পূরণ হবে?

স্পোর্টস ডেস্ক: গত ২৫ নভেম্বর ৬০ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ফুটবল কিংবদন্তি (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

সাফওয়ান ট্রাভেল এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
IATA Approved Travel Agent
সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! নিউইয়র্ক-ঢাকা-নিউইয়র্ক ৬৪৯+ Tax
Tel: 347 - 621- 4940, Cell: 718-300 -7429
1217 White Plains Road,Bronx,NY 10472. E-Mail: Safwantravel@gmail.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃ ষ্ঠায় দেখু ন

J.K. GAIN MULTISERVICES
A company you can trust ....
• Tax Services
• Life Insurance
• Health Insurance
• Auto Insurance
• Home Insurance
• Business Insurance
• TLC Insurance
• DDC. (6 hrs.)
MassMutual
LOW COST GUARANTEE
Authorized e-file Provider
Notary Public
Jaydeb Gain
ছয় ঘন্টার ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স
10% Insurance Cost Deduction
Up to 4 points Removal
Tel: 347-536-5107
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
Email: gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
(বিস্তারিত ৫১ পাতায়)

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রের অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ।
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
BRITISH AIRWAYS
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com